প্রতিবাদী কলম

PRATIBADI KALAM ● Daily ● 13th Year, 11 Issue ● 11 January, 2022, Tuesday ● ২৬ পৌষ, ১৪২৮, মঙ্গলবার ● আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা ● ৮ পৃষ্ঠা ● ৫ টাকা ● R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

চেয়ারম্যানের বাড়িতে যুব মোর্চার আক্রমণ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মেলাঘর, ১০ জানুয়ারি।। চমক দিতে গিয়ে নিজেরাই যেন চমকে গেলো। ক্যাডার ভিত্তিক বিজেপি দল যে ক্ষোভের আগুনে কতটা জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যেতে পারে কিংবা চাওয়া-পাওয়ার নিরিখে ক্ষোভ-বিক্ষোভের জেরে কিভাবে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে পারে তা দেখলো মেলাঘরবাসী। মেলাঘরে নয়া চেয়ারম্যানের বাড়িতে দলীয় যুব মোর্চার সদস্যদের হামলা হুজ্জতি এমনকী খোদ চেয়ারম্যান শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন বলে থানায় অভিযোগ করেছেন তারই পরিবারের লোকজনরা। শুধু তাই নয়, চেয়ারপার্সনের স্বামীকে হত্যার হুমকিও দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। যার জেরে রবিবার গভীর রাতে এসডিপিও নিজে তদন্তে নেমে যুব মোর্চার এক সদস্যকে গ্রেফতারও করে নিয়েছে। সে ঘটনাকে ঘিরে গোটা মেলাঘর এবং সোনামুড়ায় শাসক দলের অভ্যন্তরেই ক্ষোভের আগুন জ্বলতে শুরু করেছে। ঘটনার সূত্রপাত চাওয়া-পাওয়া নিয়ে। এমনিতেই মেলাঘর এবং সোনামুড়া শুধু বিধায়ক শূন্যই নয়, অভিভাবক শূন্য। তার উপর গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এড়াতে বিগত ভোটে পুরোনো সমস্ত নেতা-নেত্রীদেরকে বনবাসে পাঠিয়ে একেবারে নতুন মুখ এনে চমক দেয় বিজেপি। বিষয়টি নিয়ে তখনও দলের মধ্যে ক্ষোভ ছিলো। কিন্তু দলীয় অনুশাসনের ভয়ে চুপ থেকে যান সকলে। ভালোয় ভালোয় নির্বাচন সম্পন্ন হয়। দল জিতে যায়। এলাকার যুব মোর্চার ছেলেরা শুধু মিছিল-মিটিং করবেন, ঝান্ডা লাগাবেন, রিগিং করে ভোটে জেতাবেন আর কোনওরকম কাজ করবেন না, তা হতে পারে না — এই ভেবেই নয়া চেয়ারপার্সনের কাছে ঘুরপথে কাজের আবদার করেছিলেন তারা। জানা গেছে, চেয়ারপার্সন জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি যুব মোর্চার কোনও নেতা-নেত্রীকে কাজ দিতে পারবেন না। কাজ পেতে হবে টেন্ডারের মাধ্যমে। এ নিয়ে যুব মোর্চার সদস্যদের সঙ্গে চেয়ারপার্সনের বাক্‌বিতন্ডা ● এরপর দুইয়ের পাতায়

স্থগিত বিজ্ঞান মেলা ও প্রদর্শনী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি ।। রাজ্যে কোভিড গ্রাফ উর্ধ্বমুখী। তৃতীয় ঢেউয়ের পাশাপাশি ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট দরজায় কষাঘাত শুরু করে দিয়েছে। এই অবস্থায় আগাম সতর্কতা হিসাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেওয়া হলো চলতি শিক্ষাবর্ষের বিজ্ঞান, অংক ও পরিবেশ বিষয়ক রাজ্যভিত্তিক প্রদর্শনী যার পোশাকি নাম বিজ্ঞান মেলা। আগামী ২৮ ও ২৯ জানুয়ারি আগরতলায় এই মেলা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। তার আগে রাজ্যের সর্বত্র স্কুলভিত্তিক অতঃপর জেলাভিত্তিক এই মেলা ও প্রদর্শনী আয়োজনের নির্দেশ ছিল শিক্ষাভবন থেকে। তাও অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিল শিক্ষা ভবন। সোমবার শিক্ষা ভবন থেকে আধিকারিক অম্বালিকা দত্ত হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে লিখিত মেসেজের ● এরপর দুইয়ের পাতায়

Ambalika Datta-MADAM
This is for information of all concerned that State Level Science,Mathematics and Environment Exhibition which is scheduled to be held during 28-29 January-2022 is hereby postponed untill further notification. Similarly,District and School Level Exhibitions are also postponed.
Regards
4:10 pm

সমৃদ্ধশালী রাজ্য নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে পুলিশের ঃ মুখ্যমন্ত্রী

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। পুলিশ সপ্তাহ কর্মসূচি থেকে শুরু করে আগামী পুলিশ সপ্তাহ কর্মসূচি পর্যন্ত এক বছরের জন্য অন্তত একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তার সফল বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। নিষিদ্ধ নেশাদ্রব্যের স্বমূলে উৎখাত ও যুব সম্প্রদায়কে এর অশুভ সংস্পর্শ মুক্ত রাখতে সবার অঙ্গীকারবদ্ধ প্রয়াস নিতে হবে। যা অন্যান্য অপরাধ প্রবণতা হ্রাসেও সহায়ক ভূমিকা নেবে। সোমবার এডিনগর মনোরঞ্জন দেববর্মা স্মৃতি পুলিশ মাঠে আয়োজিত পুলিশ সপ্তাহ উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্যারেড পরিদর্শন করেন ও কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন। তারপর স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির ও রাষ্ট্রীয় একতা দিবস ও মোটর সাইকেল

র‍্যালি শীর্ষক ফটো গ্যালারির উদ্বোধন ও পরিদর্শন করেন। রাজ্য পুলিশ বিভাগে ২০২১ সালে যারা কর্মক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য দেখিয়েছেন এবং শ্রেষ্ঠ থানা, জেলা ও অন্যান্য বিভাগে সার্বিক সাফল্যপূর্ণ কৃতিত্ব দ্বারা রাজ্য পুলিশকে গৌরবান্বিত করেছেন তাদের পুরস্কৃত করেন মুখমন্ত্রী। রাজ্য থেকে ঐক্য ও সংহতির বার্তাবাহী ২৫টি বাইকে চড়ে পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানগণ গুজরাটের কাপাডিয়ায় সম্পন্ন হওয়া সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের জন্মদিবসে অংশগ্রহণকারীদের সাথেও মতবিনিময় করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ত্রিপুরার অগ্রগতিতে এবং সমৃদ্ধশালী রাজ্য নির্মাণে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে পুলিশের। নিষিদ্ধ নেশাজাতীয় ড্রাগমুক্ত প্রথম রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরাকে গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধভাবে কাজ করছে রাজ্য সরকার। এর সাথে কোনোভাবেই আপোশ করবে না সরকার। অসুরক্ষিত পন্থায় নেশাদ্রব্য গ্রহণের ফলে এইচআইভি আক্রান্ত হচ্ছে যুব সমাজ। এদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে অভিভাবক সহ সব অংশের মানুষের। এই ধরণের নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণের ফলে সমাজে, চুরি, ছিনতাই, মহিলা সংক্রান্ত অপরাধ সহ অন্যান্য অপরাধ প্রবণতা ● এরপর দুইয়ের পাতায়

নেই বিরোধী দলনেতা মুখ্যসচেতক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। সরকারি ডায়েরি পাবলিক মানি খরচ করে ছাপানো হয় প্রতিবছর। সেগুলি সরকারি প্রেস থেকে বিক্রিও হয়। কেউ কিনেই হোক বা উপহার পেয়েই হোক, সেই ডায়েরিতে যদি বিরোধী দলনেতার নাম, ফোন নম্বর খুঁজতে যান, পাবেন না, অন্তত শিরোনামে যেখানে এই পদের নাম লেখা আছে, সেখানে নেই। বিরোধীদের জায়গা দেওয়ার গণতান্ত্রিক নিয়মের অভ্যাস এই সরকারের নেই, এই অভিযোগ এই সরকারের মেয়াদের প্রথম থেকেই উঠে আসছে, তবে কিনা বিরোধী দলনেতার সাথে শাসকদলের চিফ-হুইপের নামও উধাও সেই পাতায়। বিধানসভার অধ্যক্ষের নাম,উপাধ্যক্ষের নাম ও তাদের টেলিফোন নম্বর দেওয়া আছে। তারপরেই সেক্রেটারিদের নাম, নম্বর। এমনকী সেই পাতায় সেকশন অফিসারের নাম থাকলেও, বিরোধী দলনেতা এবং বিধানসভার চিফ-হুইপের নাম নেই। বিরোধী দলনেতা ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সমপর্যায়ের, তাছাড়াও বিধানসভায় মানুষের অভাব-অভিযোগ মূলত বিরোধী দলের মাধ্যমেই উঠে থাকে। বিরোধী দলনেতার সাথে মানুষের যোগাযোগ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় স্বাস্থ্যের লক্ষণ। বিরোধীদলীয় নেতার নাম, নম্বর না থাকার আপাত কারণ অনেকে চলমান অভ্যাসের সাথে মিলিয়ে বুঝে নিতে চেয়েছেন। ● এরপর দুইয়ের পাতায়

দৈনিক ১৫'শ পরীক্ষা, সাম্মানিক ৩০০ টাকা !

ত্রিকোণ 'বিপদে' পরীক্ষা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। স্বাস্থ্য কর্মীদের সঙ্গে বিমান যাত্রীদের একাংশের অভব্য আচরণ। স্বাস্থ্য দফতরের মেডিক্যাল টিম-এর সঙ্গে মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরের অধিকর্তা রাজীব কাপুরের অসহযোগিতা। বিমানবন্দরে নিযুক্ত সিভিল ভলান্টিয়ারদের কাজ বনাম সাম্মানিকের আকাশ-পাতাল ফারাক। প্রধানত উপরের এই তিনটি বিষয়, গত দু'দিনে দৈনিক হাজারো যাত্রীদের করোনা পরীক্ষা করানোর ক্ষেত্রে মহা 'বিপদ' হিসেবে ধরা দিচ্ছে। গত রবিবার থেকে মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে যেসকল যাত্রীরা বিমানে অবতরণ করছেন, তাদের সকলকেই বাধ্যতামূলকভাবে করোনা পরীক্ষা করাতে হচ্ছে। গত দু'দিনে প্রায় ২৫০০ যাত্রীর করোনা পরীক্ষা করানো হয়েছে এবং শুধু সোমবারই যাত্রীদের মধ্যে ৩৫ জন করোনা আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত হয়েছেন। গত দু'দিনে মোট ৬৮

রাজীব কাপুর

জন। কিন্তু বিমানবন্দরে করোনা পরীক্ষা বিষয়টিকে কেন্দ্র করে তিনটি প্রধান সমস্যা দেখা দিয়েছে। এক, যাত্রীদের মধ্যে হাতে-গোনা কয়েকজন স্বাস্থ্য কর্মীদের সঙ্গে চূড়ান্ত দুর্ব্যবহার করছেন এবং নিয়ম না জেনেই নিজেদের মত করে দাপটের সঙ্গে করোনা পরীক্ষা না করেই বেরিয়ে যাচ্ছেন। সোমবার শহরের ফুল বিক্রেতা পঙ্কজ দত্ত স্বাস্থ্য দফতরের এক চিকিৎসকের সঙ্গে চূড়ান্ত দুর্ব্যবহার করেছেন। একইরকমভাবে সন্ধ্যায় এক মহিলা যাত্রী ঝগড়া করতে করতে এক স্বাস্থ্যকর্মীকে ধাক্কা পর্যন্ত মারেন। দ্বিতীয় সমস্যা হলো, এয়ারপোর্ট অথরিটি অব ইন্ডিয়ার তরফে নিযুক্ত রাজ্যের বিমানবন্দরের অধিকর্তা রাজীব কাপুর অসম্ভব রকমের অসহযোগিতা করছেন। তিনি স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে বিন্দুমাত্র সহযোগিতা না করে বরং ঠিক উল্টোটা করছেন। করোনা পরীক্ষা করানোর জন্য বিমানবন্দরে সঠিক জায়গা পর্যন্ত দিতে নারাজ রাজীববাবু। শুধু তাই নয়, তিনি নিয়মিতভাবেই স্বাস্থ্য দফতরের ● এরপর দুইয়ের পাতায়

টুইট নিয়ে স্থগিতাদেশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। ত্রিপুরায় কিছুদিন আগে হওয়া হিংসাত্মক ঘটনা নিয়ে সাংবাদিক সামীউল্লা শাব্বির'র টুইটের প্রেক্ষিতে ত্রিপুরা পুলিশের সাইবার সেলকে সিআরপিসি'র ৯১ ধারা অনুযায়ী করা নোটিশ নিয়ে আর কিছু করা বিরত করেছে সুপ্রিম কোর্ট। টুইটার কোম্পানিকে শাব্বিরের টুইট মুছে দেওয়ার জন্য নোটিশ দিয়ে বলেছিলো সাইবার সেল। বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি এ এস বোপান্না পর্যবেক্ষণে নিয়েছেন যে, শাব্বির ধর্মীয় স্থানে হামলা, ইত্যাদি নিয়ে টুইট করেছিলেন, সেই টুইটে ত্রিপুরা পুলিশকেও ট্যাগ করা হয়েছিল। গত নভেম্বরের ২২ তারিখ সাইবার সেল থেকে টুইটার কোম্পানিকে নোটিশ করা হয়। ইউএপিএ ধারায় ও অন্যান্য আইপিসি'র ধারায় মামলা নেওয়ার কথা জানিয়ে বলা হয় যে, যে যে টুইটার অ্যাকাউন্টের লিঙ্ক দেওয়া হয়েছে, সেসব টুইট মুছে দিতে। তাছাড়াও বিভিন্ন বিষয়বস্তু ● এরপর দুইয়ের পাতায়

পুলিশি নির্মমতার অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। শুধু রাজ্য জুড়েই ছিঃ ছিঃ নয়। বহির্রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়লো এলজিবিটি কমিউনিটির রাগ, ক্ষোভ এবং অভিমান। ইতিমধ্যেই গুয়াহাটি, দিল্লি এবং মুম্বাইয়ের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ময়দানে নেমে পড়েছে। গত শনিবার রাতে শহরের চার 'নারী'র উপর পুলিশের অযৌক্তিক এবং নির্মম ব্যবহারের ফলে এখন লজ্জায় মুখ যেতে বসেছে খোদ পুলিশ প্রশাসনের। অবশেষে সোমবার এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে নিজেদের উপর ঘটে যাওয়া সমস্ত নির্মমতা প্রকাশ্যে তুলে ধরলেন এলজিবিটি কমিউনিটির সদস্যরা। এলজিবিটি কমিউনিটির উপর নির্মম এবং অসভ্য আচরণের ফলে কলঙ্কিত হলো রাজ্যের পুলিশ প্রশাসন। সাংবাদিক মহলেও এর আঁচ এসে পড়লো। জন্মসূত্রে চারজনই পুরুষ। কিন্তু মননে এবং ভাবনায় উনারা চারজনই নিজেদেরকে 'নারী' মনে করেন। একজন রূপক, নিজের নাম রেখেছেন মোহিনী। আরেকজন রাজ, ● এরপর দুইয়ের পাতায়

কলঙ্কিত রাত বিষয়ক ছয়টি প্রশ্ন

১) পশ্চিম থানার পুলিশ গত শনিবার রাতে ৪ সমকামিকে কোন্ অপরাধে গ্রেফতার করেছিল?
২) পশ্চিম মহিলা থানার আধিকারিক সমকামিদের কাছ থেকে কোন্ সাহসে, উনারা আর মেয়েলি পোশাক পরবেন না বলে লিখিত রাখলেন?
৩) ৪ জন সমকামির উইগ এবং অন্তর্বাস সভ্যতার কোন্ সমীকরণে পশ্চিম থানায় খোলা হলো?
৪) কার টেলিফোনে বা কিসের ভিত্তিতে পশ্চিম থানা থেকে একটি গাড়ি সমকামিদের কাছে গিয়ে পৌঁছয়?
৫) কোন্ অপরাধের কারণে ৪ সমকামিকে রাতভর থানার মেঝেতে বসিয়ে রাখা হলো?
৬) 'অপরাধ' করে কেউ বুঝি থানাতে ১৫ ঘণ্টা ধরে 'বন্দি' থাকলেও জল বা খাবার দিতে নেই?

২১টি ব্লকের দিকে পা বাড়াচ্ছে না সোশ্যাল অডিট !

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। ক্ষমতায় আসার আগে পর্যন্ত বিজেপি নেতারা ভাষণের আগাগোড়াই বলতেন দল ক্ষমতায় এলে সমস্ত দুর্নীতির তদন্ত হবে। স্বচ্ছ প্রশাসন মানুষের দ্বারে পৌঁছে যাবে। কিন্তু চলতি অর্থ বছর শেষ হওয়ার মাত্র দু'মাস বাকি থাকলেও ৫৮টি ব্লকের মধ্যে এখনও পর্যন্ত ২১টি ব্লকে পা রাখতেই পারেনি সোশ্যাল অডিট টিম। আগামী দু'মাসের মধ্যে সোশ্যাল অডিট ক'টি ব্লকে যেতে পারবে, আদৌ পারবে কিনা, তা এখন মস্তবড় প্রশ্ন। অথচ ব্লকে ব্লকে পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে কেন্দ্র এবং রাজ্যের প্রকল্পগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা, টাকাপয়সা সরকারি গাইডলাইন মেনে যথাযথভাবে খরচ হয়েছে কিনা, বেনিফিসিয়ারি নির্বাচনে ব্লক কিংবা পঞ্চায়েত নিরপেক্ষ ছিলো কিনা এগুলোই সোশ্যাল অডিটে ধরা পড়ে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ২১টি ব্লকে সোশ্যাল অডিট টিম পৌঁছাতে না পারায় অন্যরকম গন্ধ বেরোতে শুরু করেছে সেইসব ব্লকের অভ্যন্তর থেকে। আর যেসব ব্লকে সোশ্যাল অডিট হয়েছে সেগুলোতেও ঢালাও হারে আর্থিক বিচ্যুতির ঘটনা ধরা পড়েছে। এবার কিসের ভয়ে এই ২১টি ব্লকের দিক থেকে নজর ফিরিয়ে নিচ্ছে সোশ্যাল অডিট টিম তা নিয়েও নানারকম জল্পনা শুরু হয়েছে। জানা গেছে, পশ্চিম জেলার ডুকলি, জিরানিয়া, সিপাহিজলার টাকারজলা, গোমতী জেলার কাঁকড়াবন, করবুক, কিল্লা, মাতাবাড়ি, শিলাছড়ি, দক্ষিণ জেলার ভারতচন্দ্রনগর, ঋষ্যমুখ, রাজনগর এবং রূপাইছড়ি, খোয়াই জেলার মুঙ্গিয়াকামী, পদ্মবিল, ধলাই জেলার গঙ্গানগর, মনু, এবং সালেমা, উত্তর জেলার দামছড়া, জম্পুই হিলস এবং লালজুরি ব্লক, ঊনকোটি জেলার গৌরনগর — সোশ্যাল ● এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রশাসনের অনুমতিতে বাহারি আয়োজনে এক্সপো

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি ।। মহাকরণে সাংবাদিক সম্মেলন করে গত রবিবার রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী করোনা বিষয়ক বিভিন্ন গাইডলাইন সম্পর্কে রাজ্যবাসীকে অবগত করেছেন। মন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলনের পর সোমবার সকাল থেকেই শহর এবং রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন গাইডলাইন মানা-ও শুরু হয়েছে। কিন্তু অমান্যের সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। গত রবিবার রাতে রাজ্যের মুখ্যসচিব কুমার অলক নিজের স্বাক্ষর করে ছ'পাতার যে গাইডলাইন জারি করেছেন, তার প্রতিলিপি সমস্ত জেলার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার সহ প্রত্যেকটি সরকারি দফতরের প্রধান সচিব এবং সচিবদেরকে পাঠানো হয়েছে। সেই গাইডলাইনকে তোয়াক্কা না করে, সোমবার দুপুরের পর থেকেই শহরের চিলড্রেন্স পার্ক

7. No Fair and Exhibition should be organized. Super spreading events such as SarasMela, etc. should be cancelled/deferred.

গত ৯ তারিখ জারি হওয়া করোনা বিষয়ক সরকারি বিধিনিষেধের সপ্তম নম্বর নিয়মাবলী।

চত্বরে দরজা খুলে বসে 'ইউনিভারসেল এক্সপো'। ইউনিভারসেল অ্যাডভারটাইজিং সংস্থা এই মেলার আয়োজক। সঙ্গে সহযোগিতায় রয়েছে অল ত্রিপুরা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন। মেলায় বিশেষ অংশগ্রহণকারী হিসাবে রামকৃষ্ণ মিশন এবং ইসকন-এর নাম আয়োজকরা বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করেছে। শুধু তাই নয়, দর্শক টানার লোভ দেখিয়ে ষষ্ঠবারের মতো শহরে আয়োজিত এই মেলার বিজ্ঞাপন থাইল্যান্ড, আফগানিস্তান, টার্কি, বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন দেশের নাম মেলার বাইরের প্রচারসজ্জায় লাগানো হয়েছে। গত ৫ তারিখ থেকে শুরু হওয়া মেলাটি আগামী ২০ তারিখ পর্যন্ত চলবে। প্রতিটি জায়গায় এই মেলার বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছে— 'দ্য বিগেস্ট শপিং ফেস্টিভাল ইন ইওর সিটি'। এই পত্রিকাতেও বিজ্ঞাপন আকারে মেলা কর্তৃপক্ষ তাদের প্রচার করেন। কিন্তু সোমবার মেলাচত্বরে বিকেলের পর থেকেই রাত পর্যন্ত যেভাবে ভিড় হয়েছে, তাতে গত ৯ তারিখ জারি হওয়া রাজ্যের মুখ্যসচিবের নির্দেশিকাটি কার্যত প্রশ্নচিহ্নের মুখে। মুখ্যসচিব কুমার অলকের নির্দেশিকার ৭ নম্বর পয়েন্টে স্পষ্ট লেখা হয়েছে — ' নো ফেয়ার এন্ড

বন্ধ সরকারি অফলাইন ট্রেনিং, শ্মশানঘাটে ২০, মন্ত্রীর সাংবাদিক সম্মেলনকে তোয়াক্কা করে না প্রশাসন

এগ্‌জিবিশন শুড বি অর্গানাইজড। সুপার স্প্রেডিং ইভেন্টস্ সাচ এজ সরস মেলা এটসেট্রা শুড বি ক্যানসেলড/ডেফারড'। অর্থাৎ স্পষ্টভাষায় নির্দেশিকায় বলা আছে যেকোনও ● এরপর দুইয়ের পাতায়

সোজা সাপ্টা

রাতে করোনা

অদ্ভুত সব কাজ-কারবার রাজ্য প্রশাসনের। করোনা নিয়ে ৯ জানুয়ারি রাজ্য প্রশাসন থেকে যে সমস্ত বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়ে তাতে মনে হচ্ছে, এরাজ্যে করোনা যেন শুধু রাতেই ঘুরে বেড়ায়। কেননা সরকারি যে নির্দেশ সামনে এসেছে তাতে রাত নয়টা পর্যন্ত সব খোলা রেখে শুধু রাত নয়টা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত করোনা কারফিউ। রাজ্যে সরকারি অফিসে ১০০ শতাংশ হাজিরা। রাজ্যে গণ-পরিবহণে ১০০ শতাংশ যাত্রী পরিবহণ চলবে। বাজার-হাটে ১০০ শতাংশ ক্রেতা-বিক্রেতা হাজির থাকতে পারবেন। ব্যাঙ্ক, পুর নিগম সহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেও ১০০ শতাংশ হাজিরা। আর প্রশ্ন এখানেই। গণ-পরিবহণে যদি ১০০ শতাংশ মানুষ যাতায়াত করে তাহলে কি করোনা ছড়াবে না? সরকারি অফিস, ব্যাঙ্কে ১০০ শতাংশ হাজিরা কি বিজ্ঞানসম্মত? অফিসে নিশ্চয় সবাই মুখে মাস্ক দিয়ে বসে থাকবে না। রাজ্য সরকারের করোনা নিয়ে ঘোষিত বিধিনিষেধ দেখে বড় প্রশ্ন হলো, বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে যারা আসবেন তাদের ক্ষেত্রে কি নিয়ম? আসলে রাজ্য প্রশাসন হয়তো চায়নি যে, করোনা নিয়ে তেমন কোন বিধিনিষেধ জারি করতে। এছাড়া বড় প্রশ্ন হচ্ছে, শহরে মানুষের ভিড় নিয়ন্ত্রণ কে করবে? প্রশ্ন, বনভোজন বা পিকনিক নিয়ে কি বিধিনিষেধ? সরকারি-বেসরকারি পার্কগুলিতে কি বিধিনিষেধ? আসলে ৯ জানুয়ারির নির্দেশ দেখে মনে হচ্ছে, রাজ্য সরকার হয়তো ধরেই নিয়েছে যে রাজ্যে করোনা দিনে নয় রাতেই বের হয়।

এফআইআর চার ট্রান্সজেন্ডারের

● **আটের পাতার পর** - হয়। এরপর তাদের হাঁটিয়ে নেওয়া হয় পশ্চিম থানায়। পশ্চিম থানায় তাদের লাঞ্ছনা দেওয়া হয়। থানার মধ্যে চারজনই পুরুষ না মহিলা তা জানতে আবারও পোশাক খোলা হয়। এরপর তাদের উপর চলে প্রচণ্ড হেনস্থা। গোটা রাত থানার মধ্যে আটকে রাখা হয়। ওই চিত্র সাংবাদিক এসে থানার মধ্যে হেনস্থা করে যায়। পরদিন তারা এই ঘটনা কয়েকটি সংবাদমাধ্যমে দেখতে পান। ওই চিত্র সাংবাদিকের বিরুদ্ধে তাদের সম্মানহানি করার জন্য আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদকের কাছে প্রমাণ-সহ অভিযোগ করেছেন। এদিন ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটির সদস্যরা প্রেস ক্লাবে বলেছেন তারা অন্যায় কিছু করেননি। দেশের প্রচলিত নিয়মনীতি অমান্য করেননি। সুপ্রিম কোর্ট তাদের মেয়েদের পোষাক পরার অধিকার দিয়েছে। এই ক্ষেত্রে তারা অপরাধমূলক কোনও কাজই করেননি। কিন্তু দুই চিত্র সাংবাদিকের কাণ্ডে তারা এখন বিউটিশিয়ানের কাজ হারাতে চলেছে। সম্মানের সঙ্গে রোজগারের ব্যবস্থাটাও হারিয়েছে। এসবের বিচার চান তারা।

বড় বিপদ

● **আটের পাতার পর** - দেওয়ার দাবি উঠলেও কোনও এক অজ্ঞাত কারণে গোটা বিষয়গুলো যেন পাথরচাপা পড়ে আছে। এদিনের দুর্ঘটনার পর অন্যান্য যান চালকরা অভিযোগ করেছে, সেখানে বড় গর্ত করে কাজ করলেও তার চারদিকে কোনও ব্যারিকেড তৈরি করা হয়নি। আর তাতে করেই এই ধরনের ভয়ঙ্কর বিপদের ঘটনা ঘটছে।

বৃদ্ধা সংকটে

● **আটের পাতার পর** - সংকটজনক হওয়ায় জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। এমনিতেই তিনি বয়সের ভারে ন্যুব্জ। তার উপর শরীরের ৮০ শতাংশ ঝলসে গেছে। বিশালগড় হাসপাতাল থেকে বৃদ্ধাকে জিবি হাসপাতালে পাঠানো হয়। রাতে সংবাদ লেখা পর্যন্ত জিবি হাসপাতালে তার চিকিৎসা চলছে।

সাহায্যকারী পুলিশ!

● **আটের পাতার পর** - পুলিশ কোনো ক্ষেত্রেই ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। নিন্দুকেরা বলছেন, এই আসর চালিয়ে যেতে কাঁকড়াবন থানায় মোটা অঙ্কের নগদ নারায়ণ আগেই পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। অঙ্কটি নাকি ৩০ হাজার। কেউ কেউ আবার আরও বেশিও দাবি করছেন। সেই কারণেই নাকি পুলিশবাবুরা সবকিছু দেখেও না দেখার ভান করেছেন। প্রশ্ন উঠছে, যদি প্রশাসনিক নির্দেশ অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে পুলিশ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তাহলে গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং উদ্দেশ্য কিভাবে কার্যকর হবে? ভীড় এড়ানোর পাশাপাশি বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধ করাটাও পুলিশের দায়িত্ব। কিন্তু কাঁকড়াবন থানার পুলিশকে সেই দায়িত্ব এখনও পর্যন্ত পালন করতে দেখা যায়নি বলে অভিযোগ।

টিএসআর ক্যাম্প

● **আটের পাতার পর** - জায়গাটুকু হারিয়ে গেল। দাবি উঠছে এই অগ্নিকাণ্ডের সুষ্ঠু তদন্ত হোক। পুলিশ সূত্রে এও জানা গেছে, ভস্মীভূত হয়ে যাওয়া ঘরটিতে অনেক জরুরি নথিপত্র ছিল। যা কিছুই রক্ষা করা যায়নি। গোটা এলাকা জুড়ে ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র আতঙ্ক ছড়ায়।

মেবার

● **চারের পাতার পর** পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত মহিলাদের স্বাবলম্বী হওয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। বিশেষ অতিথির ভাষণে ত্রিপুরা হস্ততাঁত ও রেশম শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান বলাই গোস্বামী রাজ্যে হস্ততাঁত ও হস্তকারু শিল্পের উন্নয়নে দফতরের পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে সবাপতিত্ব করেন সিপাহিজলা জিলা পরিষদের শিল্প বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সঞ্জীব কুমার সিনহা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন হস্ততাঁত ও রেশম শিল্প দফতরের অধিকর্তা প্রাণেশ লাল চাকমা।

পালালো মা-বাবা

● **আটের পাতার পর** - তার মা-বাবা চলে গেছে। তিনি শিশুটিকে হাসপাতালে ফেলে আসতে পারছিলেন না। তিনি স্থানীয় থানায় খবর দেন। থানার পুলিশ শিশুটির মা-বাবার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন। এক দফায় পুলিশের ফোনও ধরেছিলেন দিগ্‌বিজয়। কিন্তু এরপর আর কথা বলেননি। এনিয়ে খবর দেওয়া হয় ত্রিপুরা পুলিশ এবং রাজ্যের শিশু সুরক্ষা কমিশনের কাছে। শিশুটি এখন শিলচরের ওই হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন। এদিকে ধর্মনগর পুলিশও শিশুটির বাবা এবং মা'র খুঁজে তল্লাশি শুরু করেছে। তারা এখনও বাড়ি ফিরেনি। কোথায় গেছে শিশুটির মা-বাবা তার খুঁজে পুলিশের তল্লাশি চলছে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। আসামের সংবাদমাধ্যমে এনিয়ে খবর প্রকাশিত হয়েছে।

বৈঠকে পবিত্র

● **চারের পাতার পর** জানান। রাজ্যের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সারা ভারত কৃষক সভার ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর বলেন কৃষি বিলের অর্ডিন্যান্স জারির দিন থেকেই ত্রিপুরার কৃষক সভা ওই বিল পুড়িয়ে প্রতিবাদ করে আসছে। পুলিশের বাধা সরকারি রক্ত চক্ষু সব কিছু প্রতিহত করে ত্রিপুরার কৃষক সভা এগিয়ে গিয়েছে। মামলা দায়ের হয়েছে আদালত থেকে জামিন নিয়ে আবার রাস্তায় নেমেছে কৃষকরা। কৃষক শ্রমিক জুমিয়া ছাত্র যুব মহিলাদের সাথে নিয়ে সমস্ত বাধা আক্রমণকে প্রতিহত করে গত ২৪ ডিসেম্বর সমস্ত ত্রিপুরা প্রত্যক্ষ করেছে সর্বকালের বৃহৎ কৃষক সমাবেশ। আগামীদিনের সমস্ত অত্যাচারের জবাব দিতে তৈরি হচ্ছে ত্রিপুরার মানুষ। তিনি এত কিছুর পরেও রাজ্যের কৃষক সভার সদস্য সংখ্যা বেড়েছে ১২ শতাংশ। এর আগে রেকর্ড সংখ্যক রাজ্যের সারা ভারত কৃষক সভার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের উপস্থিতিতে কৃষক সভার পতাকা উত্তোলন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ড. অশোক ধাওয়ালে। এদিকে, আসন্ন দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটকে সামনে রেখেও সারা ভারত কৃষক সভা বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। ত্রিপুরা থেকে আলোচনায় অংশ নেন সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর, নারায়ণ দেব, নিতাই বিশ্বাস-সহ অন্যান্যরা।

ব্যয় করার সর্বোচ্চ সীমা বৃদ্ধি

● **চারের পাতার পর** কুমার, সেক্রেটারি জেনারেল উমেশ সিনহা, সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন কমিশনার চন্দ্রভূষণ কুমারকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি এক্ষেত্রে নির্বাচনের প্রার্থীদের মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি করার যুক্তিসঙ্গতা স্বীকার করে খরচের হার বৃদ্ধি করার সুপারিশ করেছে। নির্বাচন কমিশন কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করেছে এবং প্রার্থীদের ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দফতর থেকে বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছে।

অবসরপ্রাপ্ত কোচরা

● **সাতের পাতার পর** কোচের বদলির আদেশ প্রত্যাহার করা হয়। অভিযোগ, এভাবেই হয়তো তিনি উদয়পুর বা অন্য জায়গায় যেসব নতুন সেন্টার গড়ে উঠবে সেই সেন্টারগুলিতে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ করবেন। কারণ দীপা-র দৌলতে তিনি এখন আকাশে উড়ছেন। রাজ্যের জিমন্যাস্টিক্স-র শেষ কথা তিনি। যদিও এরাজ্য অতীতে অনেক নামি জিমন্যাস্ট উপহার দিয়েছে। কিন্তু দীপা-র উত্থান এই প্রাক্তন জিমন্যাস্ট তথা বর্তমান সচিবকে ক্ষমতা জাহির করার সুযোগ এনে দিয়েছে। তাই অবসরপ্রাপ্ত সাই কোচরা আশঙ্কিত, তারা চাইলেও হয়তো তাদের কাজ করার সুযোগ দেওয়া হবে না।

করোনা আক্রান্ত ১,৭৯,৭২৩

● **ছয়ের পাতার পর** করোনা সংক্রমণ সারিয়ে সুস্থ হয়ে ওঠার সংখ্যা ৩ কোটি ৪৫ লক্ষ ১৭২। দেশে করোনার নয়া ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন আক্রান্তর সংখ্যা চার হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছে। সোমবার পর্যন্ত দেশে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা ৪ হাজার ৩৩। গত ২৪ ঘণ্টায় সংক্রমিত ৪১০ জন। মহারাষ্ট্রে সব থেকে বেশি ১ হাজার ২১৬ জন ওমিক্রনে আক্রান্ত। দিল্লিকে টপকে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল রাজস্থান। সে রাজ্যে ওমিক্রন আক্রান্তের সংখ্যা ৫২৯। দেশে অ্যাক্টিভ করোনা আক্রান্তর হার এখন ২.০৩ শতাংশ। সুস্থতার হার ৯৬.৬২ শতাংশ। পজিটিভিটি রেটও বাড়ছে। বর্তমানে এই হার ১৩.২৯ শতাংশ।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং

● **ছয়ের পাতার পর** রাজনাথ। ভ্যাকসিনের দু'টি ডোজও নিয়েছিলেন তিনি। তারপরও রোখা গেল না মারণ ভাইরাসকে। করোনা আক্রান্ত হলেন কারাত দম্পতি। সোমবার নমুনা পরীক্ষায় প্রকাশ কারাত ও বৃন্দা কারাতের করোনা পজিটিভ আসে। দু'জনকেই হায়দরাবাদের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। গত শুক্রবার থেকে হায়দরাবাদ সুন্দরাইয়া বিজ্ঞান কেন্দ্রে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির তিনদিনের বৈঠক হয়। সেখানে যোগ দিতেই গিয়েছিলেন কারাত দম্পতি। করোনার তৃতীয় ঢেউয়ে টালমাটাল গোটা দেশে। রোজই লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ। সংক্রমিত হচ্ছেন মন্ত্রী-আমলা থেকে আমজনতা সকলেই।

মেলা ও প্রদর্শনী

● **প্রথম পাতার পর** মাধ্যমে রাজ্যের সকল স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং জেলা শিক্ষা আধিকারিকদের দফতরের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দেন। স্বভাবতই গত শিক্ষাবর্ষের মতো এবারো রাজ্যের খুদে বিজ্ঞানীরা তাদের মেধা তথা আবিস্কার প্রদর্শন থেকে বঞ্চিত হতে চলেছে মহামারীর থাবায় যা বিশাল ক্ষতি বলেই মনে করছে শিক্ষানুরাগী মহল। অনেকের মতে, কোভিড গাইডলাইন অনুসরণ করে লক্ষ মানুষের সমাবেশে ডম্বুরে মকর সংক্রান্তি মেলা আয়োজন, এমনকী সকল স্কুলে পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব হলে একই পদ্ধতি অনুসরণ করে বিজ্ঞান মেলা আয়োজন সম্ভব নয় কেন? কিছুটা সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও মেধা উপস্থাপনা ও বিকাশের এই মেলা বা প্রদর্শনী আয়োজন অত্যন্ত আবশ্যক বলে মনে করছে একাংশ শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী মহল।

ত্রিকোণ 'বিপদে'

● **প্রথম পাতার পর** আধিকারিক এবং কর্মীদের বলছেন, উনি বিমানবন্দরে করোনা পরীক্ষা হোক এটা চান না কারণ তাহলে বিমানবন্দরের কর্মীরা করোনা পজিটিভ আসতে পারেন। এই উদ্ভট এবং হাস্যকর যুক্তিতে রাজীববাবু নিজের দাপট খাটিয়ে স্বাস্থ্য দফতরের বিভিন্ন ভাবনাকে ধুলিস্যাৎ করছেন বলে অভিযোগ। রাজীববাবু বহির্রাজ্য থেকে এসেছেন এবং অভিযোগ, তিনি কথায় কথায় নাকি বলেন, কয়েকদিন পর এখান থেকে চলে যাবেন সুতরাং তিনি যা বলবেন সেটাই শেষ কথা। রাজীববাবুর বিভিন্ন ক্ষেত্রের অসহযোগিতা ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিমানবন্দরের সংশ্লিষ্ট মহলে একটি চর্চিত বিষয়। প্রতিদিন বিমানবন্দরের কর্মীদের সঙ্গেও নানা বচসায় জড়িয়ে পড়েন অধিকর্তা শ্রীরাজীব। কিন্তু করোনার মত একটি 'সেনসেটিভ' বিষয়েও নিজের উদার মানসিকতার পরিচয় দিতে পারেননি তিনি। বিমানবন্দরে করোনা পরীক্ষার তৃতীয় সমস্যা হলো, যেসব সিভিল ভলান্টিয়াররা মহারাজা বীরবিক্রম বিমানবন্দরে করোনা পরীক্ষার জন্য নিযুক্তি পেয়েছেন, উনারা সকলেই দিনে ৩০০ টাকা করে সাম্মানিক পান। প্রতিদিন পিপিই কিট পরে গড়ে সাত থেকে আট ঘণ্টা 'ডিউটি' করার পর ৩০০ টাকা কোনওভাবেই যে এই পেশার সাম্মানিক হতে পারে না, তা নিয়ে কারোর মনে সন্দেহ না থাকলেও প্রশাসনে রয়েছে। রাজ্যের প্রত্যেক জেলাশাসকরা নিজেদের সংশ্লিষ্ট জেলায় করোনা পরীক্ষা করানোর জন্য বেশ কয়েকজন সিভিল ভলান্টিয়ারদের নিযুক্তি দিয়েছেন। করোনা পরীক্ষা করানোর জন্য দৈনিক ৩০০ টাকা করে জেলাশাসকদের তহবিল থেকেই সেসব ভলান্টিয়ারদের দেওয়া হয়। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগবে, গত দু'দিনে যে ভলান্টিয়াররা প্রায় আড়াই হাজার যাত্রীদের করোনা পরীক্ষা করেছে শুধুমাত্র বিমানবন্দরে, তাদের দৈনিক ৩০০ টাকার সাম্মানিক দেওয়ার সিদ্ধান্তটি কে নিয়েছেন? এভাবে সিভিল ভলান্টিয়ারদের যদি করোনার মূল কর্মকাণ্ডে যুক্ত রেখেই ঠকানো হয়, তাহলে আগামীদিনে নিঃসন্দেহে সমস্যা আরও বাড়বে। দেখার, এই খবর প্রকাশের পর বিষয়গুলোতে কোনও পরিবর্তন আসে কি না।

ক্রিকেটাররা

● **সাতের পাতার পর** ক্রিকেটারের প্রাথমিক লক্ষ্য নয়। তার প্রাথমিক লক্ষ্য হলো রঞ্জি ট্রফি। টানা দুই বছর ধরে রঞ্জি ট্রফি বন্ধ। একদিকে মানসিক হতাশা, অন্যদিকে আর্থিক সমস্যা। দুইয়ে মিলে ক্রিকেটারদেরও অবস্থা সংকটজনক। ব্যাঙ্গালুরুতে প্রস্তুতি চলাকালীন সময়ে রঞ্জি ট্রফি স্থগিত ঘোষণা করা হয়। দুইদিন আগে গোটা দল আগরতলায় ফিরে এসেছে। আপাতত অপেক্ষা, কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। কারণ রঞ্জি ট্রফিতে খেলতে না পারলে রাজ্যের ক্রিকেটারদের সংকট বাড়বে।

মহিলার মৃত্যু

● **আটের পাতার পর** - সেখানে একটি ওভারব্রিজ নির্মাণ করা হোক। দীর্ঘদিন ধরে তারা এই দাবি জানিয়ে আসছেন। কিন্তু প্রশাসন এখনও পর্যন্ত তাদের দাবিকে গুরুত্ব দেয়নি। যদি ওভারব্রিজ থাকতো তাহলে আরতি দেব'রও প্রাণ রক্ষা পেত। এদিকে ময়নাতদন্তের পর মহিলার মৃতদেহ তার পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। গোটা এলাকায় এ নিয়ে শোকের আবহ বিরাজ করছে।

সমৃদ্ধশালী রাজ্য নির্মাণে

● **প্রথম পাতার পর** বৃদ্ধি পায়। অবৈধ নেশা কারবারের সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের কোনোভাবেই ছাড়া হবে না। অন্যায়ভাবে বাহ্যিক চাপের কাছে নতি স্বীকার না করে ত্রিপুরার মাটি থেকে এই ধরণের নেশা দ্রব্যের ব্যবহার মুছে ফেলতে দৃঢ়তার সাথে কাজ করার নির্দেশ দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুলিশ, টিএসআর, এসপি ও মহিলা পুলিশ মিলিয়ে সম্প্রতি প্রায় ৩ হাজার ৪০০ জন নিযুক্তির প্রক্রিয়া চলছে। নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার পাশাপাশি মহিলাদের সম্মানজনক অংশীদারিত্ব সুনিশ্চিত হয়েছে। বিগত দিনে টিএসআর-র মতো বাহিনীতে যোগদানে অনাগ্রহী মহিলারাই বর্তমানে এক নতুন আত্মবিশ্বাস নিয়ে বাহিনীতে যোগদানে এগিয়ে এসেছেন। বিগত দিনের অপরিকল্পিত নিয়োগ নীতি থেকে বেরিয়ে বর্তমানে বিভিন্ন পদে প্রতিবছর নিয়োগের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়গুলিও সরকারের আন্তরিক বিবেচনায় রয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, সন্ত্রাসবাদ দমন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মদক্ষতার ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে রাজ্য পুলিশ। আগামীদিনেও এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে। সম্ভাব্য কোভিড পরিস্থিতিতে তিনি জনসচেতনতা তৈরির পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা নেওয়ার পরামর্শ দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রতি বছর পুলিশ সপ্তাহ অনুষ্ঠান থেকে সংকল্প নিয়ে কোনও একটি বিষয়ে লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করা প্রয়োজন। আগামীদিনে রাজ্য পুলিশের বিভিন্ন সম্মানজনক পুরস্কার প্রাপকের তালিকায় মনোনীত হতে রাজ্য পুলিশের সমস্ত বিভাগ ও ব্যক্তির মধ্যে নিষ্ঠাপূর্বক কার্যসম্পাদন প্রচেষ্টা ও স্বাস্থ্যকর ইতিবাচক প্রতিযোগিতা জারি থাকবে বলে আশা ব্যক্ত করেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ভি এস যাদব বলেন, মহিলা সংক্রান্ত অপরাধ নিয়ন্ত্রণ, দুর্ঘটনা হ্রাস, জনজাগরণমূলক একাধিক কর্মসূচি সহ সাফল্যের সাথে কাজ করছে ত্রিপুরা পুলিশ। পুলিশ ও ট্রাফিকি ব্যবস্থায় আনা হয়েছে বিভিন্ন আধুনিকীকরণ। ই-চালান সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডিজিটাইজেশন যুক্ত করা হচ্ছে। নেশার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠতার সাথে কাজ করছে ত্রিপুরা পুলিশ। বিভিন্ন অবৈধ নেশাজাতীয় সামগ্রী উদ্ধার, মামলা গ্রহণ, অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা সহ বিভিন্ন সাফল্য এসেছে। টিএসআর বাহিনীতে স্পেশাল অপারেশনাল দল গঠন করা হয়েছে। পুলিশি সহায়তা প্রদানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী হেল্পলাইন সহ অন্যান্য টোল ফ্রি নম্বরগুলি। সদ্য সম্পন্ন নগর নির্বাচনকে নির্বিঘ্ন সম্পন্ন করতে যথার্থ ভূমিকা নিয়েছে রাজ্য পুলিশ। নির্ধারিত পদগুলিতে নিয়োগ প্রক্রিয়াও চলছে। সম্প্রতি সম্পন্ন হওয়া পদোন্নতির ফলে বিভিন্ন পদের শূন্যতা পূরণ হচ্ছে। কর্তব্য পালনের পাশাপাশি সামাজিক কর্মসূচিতেও নিয়োজিত রয়েছে পুলিশ বাহিনী। আগামীদিনের রূপরেখা তৈরি করে কাজ চলছে। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এডিজি পুনীত রস্তোগী প্রমুখ। বিভিন্ন পুলিশ আধিকারিক ও পুলিশ পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে চারটি ব্যান্ড প্ল্যাটুন সহ মোট ১২টি প্ল্যাটুন অংশগ্রহণ করে। এগুলি হলো যথাক্রমে টিএসআর প্রথম বাহিনী, টিএসআর দ্বিতীয় বাহিনী, টিএসআর সপ্তম বাহিনী, টিএসআর দশম বাহিনী, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ প্ল্যাটুন, মহিলা পুলিশ প্ল্যাটুন, ট্রাফিক পুলিশ প্ল্যাটুন, হোমগার্ড প্ল্যাটুন। চারটি ব্যান্ড প্ল্যাটুন হলো যথাক্রমে কেটিডি সিং পুলিশ ট্রেনিং অ্যাকাডেমি-ব্যান্ড প্ল্যাটুন, টিএসআর প্রথম বাহিনী ব্যান্ড প্ল্যাটুন, টিএসআর দ্বিতীয় বাহিনী ব্যান্ড প্ল্যাটুন ও হোমগার্ড ব্যান্ড প্ল্যাটুন। তারপর রাজ্য থেকে মোটরসাইকেল র‍্যালি করে রাষ্ট্রীয় একতা দিবসে অংশগ্রহণকারীরাও মুখ্যমন্ত্রীকে অভিবাদন জানান।

পুলিশি নির্মমতার অভিযোগ

● **প্রথম পাতার পর** নাম রেখেছেন লিজা। তৃতীয়জন সঙ্গম, নিজেকে স্মিতা ভাবতে ভালোবাসেন। চতুর্থজন তপু, নাম রেখেছে ত্রিশা। চারজনই এলজিবিটি কমিউনিটির সদস্য। গত শনিবার দু'তিনজন চিত্র সাংবাদিক এবং পশ্চিম থানা ও পশ্চিম মহিলা থানার আধিকারিকদের দ্বারা চূড়ান্তভাবে নিগৃহীতা হন। থানার পুলিশ, প্রধানত মহিলা থানার এক আধিকারিক চারজনকেই গত শনিবার রাতে কাপড় জামা খুলে 'দেখাতে' বলেন। সারারাত ওই চারজন থানায় অর্ধনগ্ন অবস্থায় বসে থাকেন। মিথ্যা কারণে পুলিশ চারজনকে গাড়িতে তুলে এনে সারারাত থানায় আটকে রাখে। খাওয়া দূরে থাক, সামান্য জল পর্যন্ত তাদের দেওয়া হয়নি। ঘটনা ঘটার পর অবশেষে লজ্জায়, অপমানে নিজেদেরকে আটকে রাখেননি এলজিবিটি কমিউনিটির সদস্যরা। সোমবার পুরুষ থেকে নারী হওয়া এলজিবিটি কমিউনিটির জনপ্রিয় কর্মী স্নেহা গুপ্ত রায় সঙ্গে অন্যান্যদের নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে নিজেদের জেহাদ উগড়ে দেন। অন্যায় হয়েছে উনাদের সঙ্গে এবং তার আইনি শাস্তি প্রয়োজন। এই ভাবনাটিকে সামনে রেখে সোমবার দুপুর ১২টায় আগরতলা প্রেসক্লাবে স্নেহাদেবীর সামনেই মোহিনী, লিজা, স্মিতা এবং ত্রিশারা নিজেদের উপর ঘটে যাওয়া বর্বর ঘটনাবলীর বর্ণনা করেন। শুধু এখানেই ক্ষান্ত থাকেননি উনারা। সোমবার পশ্চিম থানার পুলিশ প্রথমে এফআইআর জমা রাখার বিষয়ে অস্বীকার করলেও, পরে নানা মহলের চাপে সন্ধ্যার পরে একটি এফআইআর জমা রাখেন। নির্যাতনের শিকার হওয়া চারজনের তরফে এফআইআরটি দাখিল করেন রূপক ওরফে মোহিনী। এদিন স্নেহাদেবী সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন--- 'যেভাবে মোহিনীদের নির্মম মানসিক এবং শারীরিক অত্যাচার করা হয়েছে তা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এই পুলিশি নির্যাতন আইনত দণ্ডনীয়। আমরা এর সুবিচার চাই।' এদিন এফআইআরে পশ্চিম থানা এবং পশ্চিম মহিলা থানার মোট ১০/১২ জন পুলিশ আধিকারিক ও কর্মীরা মিলে কি বীভৎস্য মানসিক যন্ত্রণা দিয়েছেন ওই চারজনকে, তার কথাও বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। পুলিশ গত শনিবার রাতে ওই চারজনকে স্পষ্ট ভাষায় বলেন— 'তোরা কি মেয়ে না ছেলে? পোশাক খোল্ এবং দেখা তোরা কারা?' এফআইআরে পুলিশ এই কথাগুলো বলেছে বলে স্পষ্টত লিখেছেন নির্যাতিতা চারজন। থানায় গত শনিবার রাত থেকে রবিবার দুপুর পর্যন্ত আটকে রাখা হলেও, তাদেরকে খাবার এবং জল দেওয়া হয়নি। এই কথাটিও এফআইআরে উল্লেখ করা হয়েছে। পশ্চিম থানায় পুলিশ আধিকারিকরা চারজন সমকামির উইগ এবং অন্তর্বাস পর্যন্ত খুলে রেখে দিয়েছেন। এফআইআরে এই ভয়ঙ্কর অভিযোগও করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আর মেয়েলি পোশাক পরবেন না উনারা এবং শহরে সেসব পরে ঘুরে বেড়াবেন না, এই কথাও রবিবার দুপুরে চারজনের কাছ থেকে লিখিয়ে রাখা হয় বলে এফআইআরে লেখা হয়। এই বিষয়গুলোর উল্লেখ করে এফআইআরে ৫টি সংবাদ প্রতিষ্ঠানের নাম করেও বলা হয় যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো মিথ্যে খবর সম্প্রচার করেছে এবং তাদের খবরগুলো যাতে মুছে ফেলা হয়। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে স্নেহাদেবীরা এলজিবিটি কমিউনিটি নিয়ে দেশের শীর্ষ আদালতের রায় এবং তাদের অধিকার নিয়ে বিস্তারিত কথা বলেন। ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৬ তারিখ শীর্ষ আদালতের ৫ সদস্যক বেঞ্চ এক ঐতিহাসিক রায় দিয়ে স্পষ্টত জানিয়ে দেন, ভারতবর্ষে সমকামিতা কোনও অপরাধ নয়। ৫ সদস্যক সেই বেঞ্চের সেদিন নেতৃত্ব দেন শীর্ষ আদালতের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র। অন্য চারজনের মধ্যে ছিলেন বিচারপতি আর এফ নরিম্যান, এ এম খানউইলকার, ডি ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং ইন্দু মালহোত্রা। ঐতিহাসিক রায়টি দিয়ে সেদিন দেশের শীর্ষ আদালত বলে দিয়েছিল, দেশে গত ১৫৬ বছর ধরে সমকামিতা যে আঙ্গিকে 'অপরাধ' হিসেবে গণ্য হতো, তা আর হবে না। শুধু এটুকুই নয়, ২০১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সমকামিতা নিয়ে ঐতিহাসিক রায় ঘোষণার পর শীর্ষ আদালতের বিচারপতি ইন্দু মালহোত্রা সমকামিদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন--- ইতিহাস আপনাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। এরকম একটি প্রেক্ষাপট থাকার পরেও গত শনিবার রাতে শহরের বুকে এলজিবিটি কমিউনিটির ৪ সদস্যকে ঘিরে যে বর্বর সুলভ আচরণ ঘটালো পশ্চিম থানা এবং পশ্চিম মহিলা থানার পুলিশ আধিকারিকরা, তা এক কথায় রাজ্যের মুখটিকে দেশের এলজিবিটি কমিউনিটির কাছে কলঙ্কিত করলো। মঙ্গলবার রাজ্যের উচ্চ আদালতের দ্বারস্থও হতে পারেন এলজিবিটি কমিউনিটির সদস্যরা। এখন পর্যন্ত এমনটাই খবর। শুধু তাই নয়, দেশের বেশ কয়েকটি সামাজিক সংস্থাও রাজ্যের এই ঘটনাটি নিয়ে জাতীয়স্তরে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন। দেখার, ঘটনাটি কোন্‌দিকে মোড় নেয়।

চেয়ারম্যানের বাড়িতে

● **প্রথম পাতার পর** শুরু হয়। যুব মোর্চার ছেলেরা নাকি চেয়ারপার্সনকে বলেছেন, যে পদ্ধতিতে ভোটে জিতেছেন তিনি এবং তার পুরো বোর্ড, তা যদি নিয়মনীতির মাধ্যমে হতো তাহলে আজ চেয়ারপার্সনের চেয়ারে তিনি থাকতেন না। ফলে, যুব মোর্চার ছেলেদের কাজ দিতে হবে। যাতে করে তারা সংসার প্রতিপালন করতে পারেন। এর জেরেই নাকি চেয়ারপার্সন তাদেরকে শবক শেখানোর হুমকি দিয়েছেন। এমনকী পার্টি থেকে বের করে দেওয়ারও নাকি হুমকি দিয়েছেন। এরপরই যুব মোর্চার কতিপয় সদস্য ক্ষুব্ধ হয়ে রবিবার রাতেই চেয়ারপার্সনের বাড়িতে জবরদস্ত হামলা সংঘটিত করেছেন বলে অভিযোগ। সেই হামলায় চেয়ারপার্সন

মুমূর্ষুকে রক্তদানের চাইতে বড় কর্ম এবং ধর্ম আর কিছু নেই: সুশান্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। সোমবার দুপুরে রামঠাকুর কলেজের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে অংশ নেন রাজ্যের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া তথা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করে রক্তদান শিবিরে রক্তদাতাদের তাদের এই মহতী সেবামূলক কাজের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে উৎসাহীত করেন। রক্তদান শিবিরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, আমরা সকলেই জানি,যেকোনও দানই মহৎ কাজ, অন্নহীনে অন্নদান, গৃহহীনকে আশ্রয়দান, তৃষ্ণার্তকে জল দান, সবই পুণ্যের কাজ। কিন্তু মুমূর্ষুকে রক্তদানের চাইতে বড় কর্ম এবং ধর্ম আর কিছু নেই। তাই রক্তদানের আরেক নাম জীবনদান। বর্তমানে কোভিডকালীন পরিস্থিতিতে কোনোভাবেই যাতে প্রয়োজনের তুলনায় রক্তের পরিমাণ কম না হয় সেদিকে আমাদের সকলকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। তাই রক্তদানের জন্য আমাদের সকলকে আরো প্রচার বাড়াতে হবে। এই কাজে এগিয়ে আসার জন্য মানুষকে সচেতন করতে এবং অনুপ্রাণিত করতে আমাদেরকে আরও বেশি করে সচেষ্ট হতে হবে। তিনি আরও বলেন, এখন বিভিন্ন ক্লাবে, কলেজে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে রক্তদান শিবির হচ্ছে যেখানে যুবক-যুবতিরা স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে রক্তদান করছেন। রামঠাকুর কলেজের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে রক্তদান শিবিরে যেসকল কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীরা স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে এসেছেন তাদের সকলকে তিনি ব্যক্তিগতভাবে ধন্যবাদ জানান। তিনি উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, কলেজ জীবন থেকেই রক্তদানের মাধ্যমে মানবিক কার্যকলাপে অনুপ্রেরণা, উৎসাহ এবং উদ্যোগী হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের মূল লক্ষ্য হতে হবে। আজকের এই মহতী রক্তদান শিবিরে যাঁরা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছেন এবং রক্তদান করার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছেন তাদের সকলকে তিনি তাদের এই মহতী সেবামূলক মানসিকতা ও কাজের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। রামঠাকুর কলেজে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের সামাজিক দায়িত্ব পালনে আরও বেশী করে সক্রিয় ভূমিকা পালন করবেন, মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী এই আশা ব্যক্ত করেন। আজকে যাঁরা স্বেচ্ছায় রক্তদানে এগিয়ে এসেছেন তাঁদের সকলের এই মানবিক কাজের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দফতরের মন্ত্রী। আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রামঠাকুর কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. দীপক বর্ধন, রামঠাকুর কলেজের টিচার্স কাউন্সিলের সচিব ড. অর্জুন গোপ, ত্রিপুরা স্টেট এনএসএস অফিসার ড. চিত্রজিৎ ভৌমিক, কলেজের এনএসএস ইউনিটের প্রোগ্রাম অফিসার শ্যামসুন্দর সরকার, মেডিক্যাল অফিসার বিজন সাহা-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

সিলেবাস বহির্ভূত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। স্কুলস্তরে পরীক্ষা শুরু হয়েছে। তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষা চলছে বিভিন্ন স্কুলে। তবে এই পরীক্ষা গ্রহণ নিয়ে কোনও কোনও স্কুল কর্তৃপক্ষ সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্নপত্র তৈরি করার অভিযোগও তুলেছেন। অষ্টম শ্রেণির সিলেবাসে জাতীয় দিবস থাকলেও প্রশ্নপত্রে উল্লেখ রয়েছে পরিবেশ দূষণ ও বাগান করার শখ বিষয়ে ৭০ শব্দে নিবন্ধ লেখার। যদিও সিলেবাসে উল্লেখ রয়েছে, জাতীয় দিবসে ৫০ শব্দের মধ্যে নিবন্ধ লেখার। তেমন অনেকগুলো বিষয় প্রশ্নপত্রে থাকায় স্কুল কর্তৃপক্ষ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ বাড়িয়েছেন। কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সুস্পষ্ট উত্তর আসেনি। শুধু তাই নয়, এই ধরনের সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্নপত্র থাকায় পড়ুয়ারাও মহাবিপাকে পড়েছেন। কোনও কোনও মহল থেকে বিষয়টি নিয়ে যারা প্রশ্ন করছেন তাদের ভূমিকার সমালোচনা করেছেন। যারা প্রশ্নপত্র তৈরি করছেন তারা সিলেবাস নিয়ে প্রশ্নপত্র তৈরি করছেন না বলেও অভিযোগ। যদিও এ বিষয়গুলো নিয়ে বিভিন্ন মহলে এই ধরনের প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা গ্রহণ করার বিষয়েও সমালোচনার ঝড় উঠেছে। এদিকে শিক্ষা দফতরের তরফে নতুন বিধিনিষেধ কার্যকর করায় কোনও কোনও স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। তারা বলেছেন, কিছুদিন আগে পরীক্ষাসূচি ঘোষণা হয়েছে। তারপর নতুন বিধিনিষেধ কার্যকর হলো। এতে করে কোনও কোনও স্কুলে বেঞ্চের অভাব থাকায় সমাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কিভাবে পরীক্ষা গ্রহণ সম্ভব তা নিয়ে মহাচিন্তিত স্কুল প্রধানরা। তাছাড়া পূর্বনির্ধারিত পরীক্ষাসূচি অনুযায়ী পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে ১১ জানুয়ারি থেকে। তাতে করে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কোনও কোনও স্কুলে পরীক্ষা গ্রহণ করা আদৌ সম্ভব হবে কি না তা সময়ই বলবে।

প্রতিবাদী'র খবরের জেরে কেড়ে নেওয়া হলো পিন্টু'র ওএসডি পদ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। একসময় তিনি ধরেই নিয়েছিলেন, তার চাকরি জীবন আর যত বছর আছে এর পুরোকালই তিনি কারা দফতরেই কাটাবেন। শুধুমাত্র তার জন্যেই তৈরি করা ওএসডি পদটিকে আঁকড়ে ধরেই চলবে তার সাম্রাজ্য বিস্তার। যে কারণে কারা দফতরে বদলি থেকে শুরু করে শাস্তি, কয়েদি এবং হাজতিদের আমোদ-প্রমোদ থেকে শুরু করে তাদের হাতে মোবাইল, সিম, নেশা সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সবকিছুতেই তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। সেই পিন্টু দাস এবার প্রতিবাদী কলম-র খবরের জের ধরে কারা দফতরের ওএসডি থেকে বদলি হয়ে গেলেন একেবারে কৈলাসহরে। সাম্রাজ্য হাতছাড়া হয়ে গেলো তার। সঙ্গে কপাল পুড়লো আইজি প্রিজন অদিতি মজুমদারেরও। কারণ, এতদিন সবকিছুতেই পিন্টু দাসকে সর্বোতভাবে সঙ্গত করে আসছিলেন অদিতি মজুমদার। উল্লেখ্য, পিন্টু দাসের আগে এ যাবৎ পর্যন্ত কারা দফতরে আর কোনওদিনই না ছিলো ওএসডি পদ, না ছিলো ওএসডি পদ। সদর এসডিএম অফিস ডিসিএম থাকাকালীন সময়ে কলকাতার হোটেলে পরস্ত্রীকে নিয়ে ধরা পড়ার পর কিছুদিনের জন্যে সাসপেনশনেও গিয়েছিলেন তিনি। এরপর নানা জেলা ঘুরে হঠাৎ করেই তার কপাল খুলে যায় এই আমলে। কোথাকার কাকে আঁকড়ে ধরে কারা দফতরে নতুন দায়িত্বে আসেন তিনি। আর সুযোগ পেয়েই তার সমস্ত জিলিপি বুদ্ধি কাজে লাগিয়ে সাসপেনশনে থাকাকালীন যে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন তিনি এর একশো গুন তুলে নেন গত এই ক'বছরে। আদতে তিনি হয়ে উঠেন আইজি প্রিজনের আসল রূপ। আর আইজি প্রিজন অদিতি মজুমদার হয়ে যান রাবার স্ট্যাম্প। ধরাকে সরাজ্ঞান করে নানা কেলেঙ্কারির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে নিজেকে খ্যাতিমান করে তুলেন পিন্টু দাস। তার নয়া কেলেঙ্কারির খবর এদিন প্রকাশ করে প্রতিবাদী কলম। কারা দফতরের জিপসি গাড়ি নিয়ে লেম্বুছড়ার জঙ্গলে রাতের আঁধারে যান বড়দিনের দিন। খবর, সরকারি গাড়ি করে সেখানে নেশা সামগ্রী পাচারে যুক্ত ছিলেন পিন্টুবাবু। তার গাড়ির নম্বরের নামে অভিযোগও দায়ের হয় লেম্বুছড়া থানায়। অভিযোগ, নেশা সামগ্রী পাচারের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে নেন পিন্টু দাস। এর আগেও প্রতিবাদী কলম-এ পিন্টু দাসের নানান কীর্তি প্রকাশিত হয়। কিন্তু ২৫ ডিসেম্বর রাতের কাহিনি একেবারে লেম্বুছড়া থানার অভিযোগ নম্বর সহ এবং লেম্বুছড়ার জঙ্গলে কারা দফতরের জিপসি গাড়ির নম্বর প্রকাশিত হওয়ার পর রাজ্য প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। শেষ পর্যন্ত ওএসডি থেকে তাকে নামিয়ে দেওয়া হয় ফের ডেপুটি কালেক্টর পদে। কৈলাসহর জেলাশাসকের কার্যালয়ে ডেপুটি কালেক্টরের দায়িত্ব সামলাবেন তিনি। যদিও অনেকেরই বক্তব্য, ধূর্ত এই টিসিএস অফিসার সেখানেও নিজেকে কোনও না কোনও ফাঁকফোকরে ঢুকিয়ে দেবেন। যেখান থেকে তিনি আরও কিছু রোজগার করে নিতে পারেন। তবে এবার রাজ্য প্রশাসন তার গতিবিধির উপর নজর রাখবে বলেই প্রকাশ। উল্লেখ্য, কিছুদিন পূর্বে বিশালগড়ের কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে রাতের আঁধারে কোনওরকম শারীরিক তল্লাশি ছাড়াই রমারম ঢুকে গিয়েছিলেন পিন্টুবাবু। সেখানে জনাকয় দাগি কয়েদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে তিনি কথাবার্তাও বলেন। এরপরই ওই কয়েদিদের কাছে এন্ড্রয়েড মোবাইল সহ তিনটি অ্যাক্টিভ সিম পাওয়া যায় এবং আসামি পলাতকের ঘটনা ঘটে। এই পুরো ঘটনার সঙ্গেই পিন্টু দাসের যুক্ত থাকারও অভিযোগ রয়েছে। তবে শেষ পর্যন্ত পিন্টু দাস বদলি হওয়ায় কারা দফতর বেঁচে গিয়েছে বলেই খবর।

বদলি পিন্টু সহ ২০

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি ।। রাজ্য প্রশাসনে বদলি হলেন ২০জন টিসিএস অফিসার। বদলির এই নির্দেশিকায় স্বাক্ষর করেছেন রাজ্য সরকারের উপ-সচিব এস কে দেববর্মা। বদলির প্রথম নামটিই হচ্ছে পিন্টু দাসের। তাকে জেল থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঊনকোটি জেলায় জেলাশাসকের অফিসে উপ-সমাহর্তা হিসেবে পিন্টুকে বদলি করা হয়েছে। তিনি বেশ কয়েক বছর ধরেই জেলের ওএসডি হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন। বদলি হয়েছেন পশ্চিম জেলাশাসকের সিনিয়র উপ-সমাহর্তা বুধিরাম রাঙ্খল। তাকে এডিসিতে ডেপুটেশনে পাঠানো হয়েছে। দক্ষিণ জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক সুরেশ চন্দ্র দাস-কে পরিসংখ্যান দফতরের অধিকর্তা করা হয়েছে। উদয়ন সিন্‌হাকে পরিসংখ্যান দফতর থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। নগেন্দ্র দেববর্মার কাছ থেকে টিএসএলসি লিমিটেডের এমডি'র পদ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। দক্ষিণ জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক হচ্ছেন শংকর দেবনাথ। এই জেলায় অতিরিক্ত জেলাশাসক হিসেবে যাচ্ছেন সুমিত লোধ। তপশিলি জাতি কল্যাণ দফতরে মন্ত্রীর ওএসডি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সি কে মলসমকে। খোয়াই পুর পরিষদে ডেপুটি সিইও হিসেবে বদলি করা হয়েছে উত্তম কুমার ভৌমিককে। ধনবাবু রিয়াংকে এডিসিতে ডেপুটেশনে পাঠানো হয়েছে। উত্তর জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে জয়ন্ত দে'কে। রাজেশ দাসকে টিআরটিসি'র দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। টিআইডিসি'র দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সজল বিশ্বাসকে।

জেলে চড়া মুল্যে মিলছে নেশা দ্রব্য

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি ।। বিশালগড়ের প্রভুরামপুরে কেন্দ্রীয় কারাগারে নেশা দ্রব্য বিক্রির অভিযোগ পুরানো। এইবার জেল থেকে মুক্তি পেয়ে এক যুবক নেশা দ্রব্য বিক্রির অভিযোগ তুললেন। নাম, পরিচয় না দিয়ে ওই যুবক সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও'তে নেশা দ্রব্য নিয়ে বক্তব্য জানিয়েছে। এই ভিডিও দ্রুত ভাইরাল হচ্ছে। ভিডিও দেখে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের অবস্থা সম্পর্কে মানুষ ধারণা করে নিচ্ছে। রাজ্য সরকার নেশা দ্রব্য ব্যবসার জন্য কড়া মনোভাব গ্রহণ করে রেখেছে। নেশা দ্রব্য সহ কেউ গ্রেফতার হলে জামিন সহজে পায় না। এনডিপিএস'র বহু আসামিকে কারাগারে পাঠিয়েছে পুলিশ। কিন্তু এই কারাগারেই নেশা দ্রব্য বিক্রির চক্র তৈরি হয়ে আছে বলে অভিযোগ তোলা হয়েছে। কারাগারেই নেশা দ্রব্য বিক্রি করায় কাউকে গ্রেফতার করা হলে, তাকে কোথায় রাখা হবে? এই ধরনের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ভিডিও'তে নিজেকে জেল ফেরত দাবি করা যুবকের বক্তব্য, জেলে থেকে নেশা দ্রব্য বিক্রি হতে দেখেছেন তিনি। চড়া দামে বিড়ি, গাঁজা এবং সিগারেট বিক্রি হয় জেলে বলে অভিযোগ করেছেন ওই যুবক। তার প্রশ্ন, জেলের ভেতর কিভাবে আসে বিড়ি, সিগারেট কিংবা গাঁজা? পুলিশ, জেলরক্ষীরা না দিলে কোথায় এগুলি পাবেন কয়েদিরা? এসব চড়া দামে বিক্রি হয়। একটি বিড়ি বিক্রি হয় ন্যূনতম ৩ টাকায়। ১০ টি বিড়ির প্যাকেট বিক্রি হয় ৫০০ টাকায়। সিগারেটের আরও চড়া দাম। এগুলির দাম কয়েদিদের কাছে থাকে না। একটি বিড়ির জন্য কয়েদিরা সপ্তাহের মাংস, মাছ দিয়ে দেন। কারও বাড়ির নতুন বস্ত্র, কম্বল আসে। এগুলির বদলে সিগারেট, গাঁজা, বিড়ি দেওয়া হয়। এইভাবেই চলে ব্যবসা। আবার অনেক কয়েদির পরিবার থেকে টাকাও দেওয়া হয়। এই টাকা দিয়ে কয়েদিরা কারারক্ষীদের দিয়ে খাবার আনান। সুবিধা পান মোবাইল ব্যবহারের। এই ধরনের অভিযোগ আগেও উঠেছিল। সংশোধনাগারগুলিতে তল্লাশি করে আগেও বিড়ি, গাঁজা, সিগারেট পাওয়া গেছে। এসব ঘটনায় তদন্তে নেমে কোথা থেকে এগুলি আসে কখনও খোঁজে পায় না পুলিশ। কিন্তু জেলের ভেতরই নেশা দ্রব্য ব্যবসা চলতে থাকার অভিযোগ উঠায় উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের দাবি উঠেছে। কিন্তু এই তদন্ত কতটুকু হয় সবার জানা। কিছুদিন আগেই বিশালগড় কারাগারে থাকা আন্তর্জাতিক এটিএম হ্যাকার হাকান জাম্বুরকান পালিয়েছে। এখনও তার খোঁজ নেই। অনেক কয়েদি চিকিৎসার নাম করে জিবিপি হাসপাতালে গিয়ে পালিয়েছে। এসবের পেছনে বড় চক্র রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু এ নিয়ে এখন পর্যন্ত পুলিশ কোনও কারারক্ষীকে গ্রেফতার করেনি। কে কে গাফিলতিতে যুক্ত তা খুঁজে পায় না পুলিশ ! নেশা দ্রব্য বিক্রির ভিডিও নিয়েও আদৌ কোন তদন্ত হবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে সাধারণের মনে।

আক্রান্ত ৫ বিমানযাত্রী-সহ ১৭৬

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি ।। করোনার সংক্রমণ দ্রুতগতিতে বাড়ছে। থাবা পড়ছে থানা, আদালত, প্রশাসন থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে। একের পর এক আক্রান্ত হওয়ার খবর আসছে। সোমবার রাজ্যে নতুন করে ১৭৬ জনের শরীরে করোনার জীবাণু শনাক্ত হয়েছে। তার মধ্যে ১০৪জনই পশ্চিম জেলার। আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছেন আরকেপুর থানার সেকেন্ড অফিসার-সহ চারজন। আগরতলায় বিমানে আসা ৫ যাত্রীর শরীরেও এদিন করোনার জীবাণু শনাক্ত হয়েছে। ৫জনকেই এডিনগরে নিভৃতিবাসে নেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য দফতর মিডিয়া বুলেটিনে জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় ৩ হাজার ৬৪১ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে মাত্র ৬০ জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ১১জনই পজিটিভ। অ্যান্টিজেন টেস্টে ১৬৫ জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এদিন আবারও করোনা সংক্রমিত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। রাজ্যে করোনা সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮২৮ জনে। পশ্চিম জেলার সঙ্গে পজিটিভ রোগী বাড়ছে উত্তর জেলাতেও। সোমবার এই জেলায় ২৭জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। রাজ্যে চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা করোনা রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৫৩জনে। এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা আগের দিনের রেকর্ড ভেঙে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ৭৯ হাজার ৭২৩ জনে। এই সময়ে মারা গেছেন ১৪৬ জন করোনা আক্রান্ত রোগী। এদিন থেকেই করোনার জন্য বুস্টার ডোজ দেওয়া শুরু হয়েছে রাজ্যে। এদিকে আরকেপুর থানায় সমস্ত পুলিশ কর্মীদের করোনার সোয়াব পরীক্ষা করা হয়। উদয়পুরের ত্রিপুরাসুন্দরী মহকুমা হাসপাতাল থেকে স্বাস্থ্য কর্মীরা গিয়ে আরকেপুর থানায় সব পুলিশ এবং টিএসআর কর্মীদের সোয়াব পরীক্ষা করেন। তাতেই সেকেন্ড অফিসার-সহ চারজন পজিটিভ শনাক্ত হন। তারা সবাই হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকবেন। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। এদিকে দেশে প্রত্যেকদিন পজিটিভ রোগীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে। দৈনিক সংক্রমণের হার ব্যাপকহারে বাড়ছে। চিকিৎসাধীন অবস্থায় থাকা পজিটিভ রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ লক্ষ ২৩ হাজারে। ৫টি রাজ্যে করোনার সংক্রমিত সবচেয়ে বেশি। এগুলি হল— মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গ, দিল্লি, তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটক। দিল্লির তিনটি সংশোধনাগারে প্রায় ৪৫ হাজার কয়েদীর শরীরে করোনার জীবাণু ছড়িয়েছে বলে জানা গেছে। তৃতীয় ঢেউয়ের মধ্যেই সোমবার থেকে শুরু হয়েছে করোনা টিকার বুস্টার বা প্রিকোশন ডোজ দেওয়ার কাজ। প্রথম সারিতে করোনা যোদ্ধা, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং ৬০ ঊর্ধ্ব কো-মরবিড রোগীদের এই বুস্টার ডোজ দেওয়া হচ্ছে।

করোনা আটকে দিলো ওসি স্তরের বদলি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি ।। করোনা আটকে দিলো রাজ্যের থানাগুলিতে ওসি পদে রদবদল। বেশ কয়েকটি এসডিপিও এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের পোস্টিংয়ের আদেশও আটকে গেলো। রাজ্যে অন্ততপক্ষে ২৫টি থানার ওসি পদে রদবদল হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনা নিয়ে সবক'টি দফতরের সঙ্গে বৈঠকে পরবর্তী নির্দেশ পর্যন্ত সব ধরনের বদলি বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। শুধুমাত্র আপাৎকালীন পরিস্থিতিতে বদলি করা যাবে। করোনার মধ্যে বন্ধ হয়ে গেলো সরকারি কর্মচারীদের বদলি। সব ধরনের ছুটি প্রাথমিকভাবে না দিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে মহাকরণে এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয়েছে। মোট ২৪টি সিদ্ধান্ত রয়েছে এই বৈঠকে। এই বৈঠকেই দ্রুত করোনা রোগীদের জন্য ১১ হাজার শয্যা তৈরি করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৩ হাজার শয্যা বিএসএফ-কে তৈরি করতে বলা হয়েছে। এই বৈঠকেই রাজ্য সরকারের জিএ (পি অ্যান্ড টি) দফতরকে এই বিষয়ে নির্দেশিকা বের করতে বলা হয়েছে। করোনা অতিমারির মধ্যে আগেও সরকারি কর্মচারীদের ছুটি বাতিল হয়েছিল। বিশেষ করে পুলিশ এবং সাধারণ প্রশাসনে যুক্তদের ছুটি বাতিল করা হয়েছিল। এই দফায় বলা হয়েছে ছুটি দেওয়ার অনুমতি যথাসম্ভব না দিতে বলা হয়েছে। তবে আপাৎকালীন অবস্থায় ছুটি জারি রাখতে বলা হয়েছে। আপাৎকালীন ছাড়া সরকারি কর্মচারীদের সব ধরনের পোস্টিং এবং বদলি বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশিকা আসা পর্যন্ত বন্ধ থাকবে বদলি। এনিয়েও জিএ (পি অ্যান্ড টি) দফতরকে নির্দেশিকা দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা পুলিশে ৫৫জন ইন্‌সপেকটর পদোন্নতি পেয়েছিল। তাদের মধ্যে অন্ততপক্ষে ২৫জন বিভিন্ন থানার ওসি হিসেবে কর্মরত আছেন। সবারই নতুন পোস্টিং হওয়ার কথা ছিল। বেশ কয়েকটি মহকুমায় এই অফিসাররা এসডিপিও হিসেবে দায়িত্ব পাবেন। এনিয়ে রাজ্য পুলিশ পোস্টিংয়ের তালিকাও তৈরি করতে শুরু করেছিল। ইতিমধ্যেই টিপিএস স্তরে ৫০ জনের বদলি হয়েছে। এখন এসডিপিও এবং ওসি স্তরে বদলির তালিকা বের হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গত ৮ জানুয়ারি মহাকরণে মুখ্যসচিবের নেতৃত্ব বৈঠকে সব ধরনের বদলি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তে প্রভাব পড়লো পুলিশের বদলির উপরও। যে কারণে পশ্চিম থানা, পূর্ব থানা, এয়ারপোর্ট থানা-সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ থানার আগের ওসিরা আরও কিছুদিন একই জায়গায় থাকতে হচ্ছে। যদিও বৈঠকের সিদ্ধান্তের আগেরদিনেই টিসিএস স্তরে ২০ জনকে বদলি করা হয়েছে। শুধুমাত্র আটকে গেলো নতুন পদোন্নতি পাওয়া টিপিএস গ্রেড টু অফিসারদের বদলি এবং পোস্টিং।

সমগ্রশিক্ষায় বঞ্চনা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। সর্বশিক্ষা তথা সমগ্রশিক্ষার শিক্ষকদের মধ্যে একাংশ স্কুলে ইনচার্জের দায়িত্ব পালন করছেন। তাদের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, ইনচার্জ শিক্ষকদের অতিরিক্ত এক হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা ছিল। অভিযোগ, এই শিক্ষকরা এক হাজার টাকা করে পাচ্ছেন না। শুধু তাই নয়, এসএসএ শিক্ষকদের আগে ৩০০ টাকা করে সাম্মানিক দেওয়া হতো। তাও এখন দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ। ২০১৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর এক নির্দেশে এই ইনচার্জদের এক হাজার ও ৩০০ টাকা করে দেওয়ার নির্দেশ থাকলেও তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভুলে গেছেন বলে অভিযোগ।

সন্ধ্যারাতে চুরি করতে গিয়ে আটক কিশোর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১০ জানুয়ারি।। সন্ধ্যারাতে এক বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে গৃহস্থের হাতে আটক কিশোর। ঘটনা বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন ছেচড়িমাই পঞ্চায়েত সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দা অতিন্দ্র দেবনাথের বাড়িতে সাড়ে ৭টা নাগাদ এক কিশোর চুপিসারে প্রবেশ করে। অতিন্দ্র দেবনাথের অভিযোগ, ছেলেটি সুপারি চুরি করতে এসেছিল। কিন্তু বাড়ির মালিক টের পেয়ে যাওয়ায় তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। তখনই তিনি দেখেন ওই ছেলেটি বাড়িতে ঘোরাফেরা করছে। অতিন্দ্র দেবনাথ তাকে দেখে চিৎকার জুড়ে দেন। এলাকাবাসী ছুটে এসে ছেলেটিকে আটক করে বিশ্রামগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

সরানো হোক এসএসসি-র চেয়ারম্যানকে মুখ্যসচিবের কাছে সুপারিশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ১০ জানুয়ারি।। একের পর এক অনিয়মের অভিযোগ। মামলার পর মামলা। বছরের পর বছর ধরে আটকে নিয়োগ। আদালতের ভর্ৎসনার মুখেও পড়তে হয়েছে বার বার। তাতেও বিশেষ কোনও লাভ হয়নি! অবশেষে একেবারে নজিরবিহীন সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা হাইকোর্ট। স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানকে পদ থেকে সরানোর সুপারিশ করলেন হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। রাজ্যের কাছে তাঁর প্রস্তাব, শিক্ষা দফতরকে বলব এসএসসি-র চেয়ারম্যানকে সরানো যায় কি না তা তারা খতিয়ে দেখুক। একই সঙ্গে সোমবার বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দেন, এসএসসি-র চেয়ারম্যানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা দিতে হবে। নিজের পকেট থেকেই ওই জরিমানার টাকা দিতে হবে বলে রায়ে পরিষ্কার জানান বিচারপতি। ২০১৬ সালে নবম ও দশম শ্রেণির নিয়োগের জন্য এসএলএসটি পরীক্ষা হয়। সুমনা লায়েক নামে এক পরীক্ষার্থীর অভিযোগ, তালিকায় আগে নাম থাকা সত্ত্বেও তাঁকে নিয়োগ করা হয়নি। অথচ তালিকার নীচে থাকা পরীক্ষার্থীদের নিয়োগ করা হয়েছে। এ নিয়ে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন তিনি। নিয়ম মেনে নিয়োগ হয়নি মামলার শুনানিতে তা প্রমাণিত হয়। আদালতের পর্যবেক্ষণ, এসএমএস-এর মাধ্যমে মাত্র তিন দিন আগে কীভাবে দেওয়া হল কাউন্সেলিং বার্তা। কেন ই-মেইল বা স্পিড পোস্ট করে নিয়োগ সুপারিশ পত্র পাঠানো হয়নি। মামলকারী যে যোগ্য তা মনে করে আদালত। ফলে তাঁকে ফের কাউন্সেলিং বসার সুযোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।তার পরই চেয়ারম্যানের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'এত অনিয়মের অভিযোগ কেন। ইনি কোন্ ধরনের চেয়ারম্যান। কোন্ যোগ্যতামানের চেয়ারম্যান কাজ করছেন সেন্ট্রাল সার্ভিস কমিশনে।' তার পরই চেয়ারম্যানকে পদ থেকে সরানোর সুপারিশ করেন বিচারপতি। নির্দেশে রাজ্যের প্রতি তাঁর মন্তব্য, এত কিছুর পরও আশা করব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দফতর ওই ব্যক্তিকে পদে রাখা হবে কি না সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে এবং এই নির্দেশকে গুরুত্ব দেবে। এখানেই না থেমে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের আরও নির্দেশ, চার দিনের মধ্যে এই অর্ডার রাজ্যের মুখ্যসচিব ও শিক্ষা দফতরের প্রধান সচিবের কাছে পাঠাতে হবে হাই কোর্টের রেজিস্টার জেনারেলকে। এসএলএসটি নিয়োগে অনিয়মে নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরেই আন্দোলন চলছে। এখনও জারি রয়েছে ওই আন্দোলন। কলকাতার গান্ধি মূর্তির পাদদেশে মাসের পর মাস ধরে ধর্না কর্মসূচি পালন করছেন কয়েকশো চাকরিপ্রার্থী। এ নিয়ে একাধিক মামলাও দায়ের হয় হাইকোর্টে। সোমবার একটি মামলার শুনানিতে এমনই রায় দিল আদালত।

'প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলাম'

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভাতিণ্ডা সফরে ঠিক কী ঘটেছিল তা প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে জানিয়েছি, এ কথা জানিয়েছিলেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণজিৎ সিং চান্নি। যার পর চান্নিকে তোপ দেগেছিল বিজেপি। গেরুয়া শিবির প্রশ্ন তুলেছিল, এই বিষয়ে প্রিয়াঙ্কাকে জানাতে হবে কেন? উনি কোন্ সাংবিধানিক পদে আছেন? এদিন তারই সাফাই দিলেন কংগ্রেস নেত্রী। বললেন, 'দেশের প্রধানমন্ত্রী'র নির

১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রাক্ প্রাথমিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত ক্লাস স্থগিত থাকবে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। রাজ্যে কোভিডজনিত পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও স্বার্থের কথা বিবেচনা করে শিক্ষা দফতর বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। সোমবার সচিবালয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ তার নিজ অফিস কক্ষে শিক্ষা দফতরের গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ এক সাংবাদিক সম্মেলনে তুলে ধরেন। তিনি শিক্ষা দফতরের সিদ্ধান্ত সমূহ জানাতে গিয়ে বলেন, প্রাক্ প্রাথমিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত ক্লাস ১৫ জানুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। বুনিয়াদি শিক্ষা অধিকারের অন্তর্গত চলমান পরীক্ষাগুলি কোভিডের প্রতিরোধমূলক সমস্ত ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত আচরণবিধি বজায় রেখে চলবে। তিনি বলেন, যে সমস্ত শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তারা শুধুমাত্র তাদের পরীক্ষার দিনগুলিতে বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকবে এবং অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা উক্ত পরীক্ষার দিনগুলিতে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হবে না। প্রাক্ প্রাথমিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি ব্যতীত যে সমস্ত বিদ্যালয়ে পরীক্ষার সময়সূচি নেই সেখানে প্রতিটি শ্রেণির মোট ছাত্রছাত্রীদের ৫০ শতাংশ বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকবে

যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী দুইদিনে একবার বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে পারে তা নিশ্চিত করা হবে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের অধীনস্ত তপশিলি জাতি কল্যাণ দফতর, উপজাতি কল্যাণ দফতর, সংখ্যালঘু কল্যাণ দফতর এবং সমগ্র শিক্ষা দ্বারা পরিচালিত হোস্টেলগুলি বন্ধ থাকবে। শুধুমাত্র এই সকল হোস্টেলের আবাসিক পরীক্ষার্থীরা হোস্টেলে থাকতে পারবে। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা এবং শারীরিক ক্লাস পরিচালনার ক্ষেত্রে কোভিড বিধি বজায় রাখতে হবে। তিনি আরও বলেন, বিদ্যালয় প্রধানরা শিক্ষার্থীদের শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে এবং মাস্ক পরা নিশ্চিত করবে। বিদ্যালয় প্রধানরা বিদ্যালয়ের প্রবেশের স্থানে হাত ধোয়া, স্যানিটাইজেশন এবং থার্মাল স্ক্যানিংয়ের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখবে। শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি যথারীতি স্বাভাবিক নিয়মে চলবে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, এই আদেশ সকল সরকারি, সরকার অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি বিদ্যালয়, টিটিএএডিসির অধীনস্ত বিদ্যালয় সমূহ, বেসরকারি বিদ্যালয় এবং মাদ্রাসাগুলির জন্য প্রযোজ্য হবে। এই নির্দেশিকা ১১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হবে এবং আগামী ১৫ জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। ঐদিনই শিক্ষা দফতর সার্বিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীনাথ ত্রিপুরায় কোভিড-১৯ র বর্তমান পরিস্থিতি এবং ছাত্রছাত্রীদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষাগত বিষয়ে বিবেচনা করে উচ্চশিক্ষা দফতর যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা তুলে ধরে জানান, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা যথারীতি চলবে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলি কোভিড-১৯ সতর্কিত পদ্ধতি যেমন স্যানিটাইজেশন, সকল ছাত্রছাত্রীদের মাস্ক পরা এবং ন্যূনতম সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা নিশ্চিত করবে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজের ছাত্রছাত্রীদের বিকল্প দিনে ৫০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী নিয়ে ক্লাস চালিয়ে যাবে। কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ একই দিনে দুটি গ্রুপ করে দুটি শিফটেও ক্লাস চালাতে পারে। ছাত্রছাত্রীদের পঠনপাঠন যাতে বিঘ্ন না হয় তার জন্য অনলাইন ক্লাস বা উভয় পদ্ধতিতে ক্লাস চালানো যেতে পারে। কলেজের হোস্টেলগুলি আগামীকাল থেকে বন্ধ থাকবে। শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয় ও ইকফাই বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যান্য প্রাইভেট কলেজের কর্তৃপক্ষের এই গাইডলাইন অনুসরণ করে ক্লাস চালিয়ে যেতে অনুরোধ করা হয়েছে। শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীগণ যথারীতি কলেজ ও ইনস্টিটিউট যাবেন। তিনি জানান, উচ্চশিক্ষা দফতরের এই পদক্ষেপগুলি ১১ জানুয়ারি, ২০২২ থেকে ১৫ জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে। ১৫ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে মুখ্যসচিব এবং চেয়ারম্যান রাজ্য এগ্‌জিকিউটিভ কমিটি ত্রিপুরা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি আদেশমূলে জারি হয়েছে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী।

মৃত্যু মিছিলে আরও এক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি ।। মৃত্যু মিছিল আরও বাড়লো। চাকরিচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষকদের মধ্যে সোমবার আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন কমলপুর মহকুমার দেবিছড়া গ্রামের চাকরিচ্যুত শিক্ষক দীগেন্দ্র মালাকার (৪৮)। স্ত্রী এবং দুই সন্তান রেখে তিনি মারা গেলেন। এই মৃত্যুতে শোক জানিয়েছে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি ১০৩২৩। কমিটির পক্ষে কমল দেব জানান, তারা বিশ্বাস করেন সরকার এখনও মানবিক দৃষ্টি নিয়ে তাদের জন্য কিছু করবে। এই মৃত্যু মিছিল আটকানোর জন্য চেষ্টা করবেন।

স্কুটিনী স্থগিত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি ।। টিআরবিটি পরিচালিত টি টেট ২০২১ সংক্রান্ত কাগজপত্র স্কুটিনীর যে দিন তারিখ ১১ জানুয়ারি ঘোষণা করা হয়েছিল তা স্থগিত রাখা হয়েছে। কোভিড পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে টিআরবিটি'র তরফে জানানো হয়।

প্রতিবাদী কলম
খবর নয়, যেন বিস্ফোরণ
7085917851

কৃষক সভার কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে পবিত্র

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি ।। চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এবং দেশের কৃষকদের কথা মাথায় রেখে সারা ভারত কৃষক সভার কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক শুরু হয়েছে। এই বৈঠকে ত্রিপুরা থেকে যোগ দিয়েছেন সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর-সহ অন্যান্যরা। বৈঠকে ত্রিপুরার পরিস্থিতিও তুলে ধরেছেন তিনি। রাজ্যে কৃষকদের স্বার্থে আন্দোলন সংগঠিত করতে গিয়ে কিভাবে পুলিশের মুখাপেক্ষি হতে হয় সেই বিষয়গুলোও তুলে ধরেছেন তিনি। রাজ্যে কৃষকদের সমস্যার কথাও তুলে ধরেছেন পবিত্র কর। প্রসঙ্গত, ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের সাফল্যের পর প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় ভবিষ্যতে কেন্দ্রীয় সরকারের অরাজকতার বিরুদ্ধে বড়ো লড়াইয়ের প্রস্তুতির শুরু হয়ে গেল। প্রায় এগারো মাস পর কৃষক সভার এই প্রথম সরাসরি সভা। কোভিডের জন্য আগের সভাগুলো হয়েছিল ভার্চুয়াল। হায়দরাবাদের পি সুন্দরাইয়া বিগনানভবনে দু'দিন ব্যাপী এই সভার উদ্‌বোধন করেন সারা ভারত কৃষক সভার সভাপতি ড. অশোক ধাওয়ালে। সভায় উদ্‌বোধনী বক্তব্য রাখতে গিয়ে সভাপতি ড. অশোক ধাওয়ালে বলেন, দেশ চালাচ্ছে কর্পোরেটরা। কর্পোরেটদের মালিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গুলি হেলনে চলছে কর্পোরেটরা। তিনি বলেন, শুধু মানুষকে ধমকে মানুষকে ভয় দেখিয়ে দেশ চালাতে চাইছেন বিজেপি শাসিত ভারত সরকার। বিদেশ নীতির দফা রফা করে দেশ বিক্রির ব্যবস্থা হচ্ছে বলে ড. ধাওয়ালে অভিযোগ করেন। সারা ভারত কৃষক সভার কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক হান্নান মোল্লা তার কার্যকালীন রিপোর্ট পেশ করে বলেন, দেশের কৃষকদের বিরুদ্ধে মোদি সরকার হাত ধুয়ে লেগেছেন। তারা দেশের কৃষি ব্যবস্থাকে ভেঙে দিয়ে বন্ধু কর্পোরেটদের হাতে তুলে দিতে চাইছেন। সারা ভারত কৃষকসভা একে রুখে দিতে প্রস্তুত বলে হান্নান মোল্লা হুঁশিয়ারি দেন। তিনি বলেন, কৃষক সভা কৃষক আন্দোলন দীর্ঘ মেয়াদি হবে এই দূর দৃষ্টি থেকেই কৃষকদের একতার ওপরই বেশি জোর দিয়েছিল এই

আন্দোলনের সময় সারা ভারত কৃষক সভা। হান্নান মোল্লা বলেন, কৃষক সভার আত্মবিশ্বাস নিয়ে সকলকে একত্রিত করার চেষ্টা করে গেছে এবং অন্যান্য সংগঠনগুলো দারুণভাবে সাহায্য করে গেছে। গঠন করা হয়েছিল সংযুক্ত কিষান মোর্চা। তিনি বলেন, পাঁচশোটি সংগঠন দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই করে গেছেন। দেখিয়েছেন শিখিয়েছেন কিষান ঐক্য আত্ম গর্বে গর্বিত বিশাল সংখ্যা গরিষ্ঠ দলকে কিভাবে শুইয়ে দিতে পারে। তিনি প্রত্যেকটি সংগঠনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন মোদি সরকার তিন কৃষি বিল বাতিল করে ফিরিয়ে নিয়েছেন সেজন্য সব ঠিক হয়ে গেছে ভাবার কারণ নেই। তিনি বলেন কৃষক আন্দোলনকে মোদির সরকার গুরুত্ব দিতে চাননি প্রথম দিকে। যে সভাগুলো সরকারি স্তরে ডাকা হতো সেগুলো থেকে কোনও সমাধান সূত্র যে বেড়িয়ে আসবেনা সেটা সংযুক্ত কিষান মোর্চা জানতো। তারপরও কিষান মোর্চা ওই সভায় গিয়ে শুধু সরকারকে বোঝানোর চেষ্টা করে গেছে, কিন্তু সরকার বোঝেনি। হান্নান মোল্লা বলেন, আমরা দিল্লি সীমান্তে বসেছি রাত জেগেছি আমাদের সাথে রাত জেগেছে সারা ভারতের কৃষক সমাজ। তিনি বলেন আমরা আজও জেগে আছি পরবর্তী আন্দোলনের জন্য। সকলকে প্রস্তুত থাকতে তিনি আহ্বান জানান। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, এ বছর সারা ভারত কৃষক সভার সদস্য সংখ্যা ১৬ লক্ষ বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক কোটি ১৬ লক্ষে। আগামী বছর দেশের কৃষক সভার সদস্য সংখ্যা ২০ শতাংশ বৃদ্ধি করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। আগামী ১৫ জানুয়ারি সংযুক্ত কিষান মোর্চা আবার সভায় বসছেন যেখানে আন্দোলন উত্তর পরিস্থিতি পর্যালোচনা হবে বলে হান্নান মোল্লা

● এরপর দুইয়ের পাতায়

কোভিড পরিস্থিতি ঃ শিক্ষা দফতরের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। গত কিছুদিন ধরে রাজ্যের কোভিড পরিস্থিতি ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছে। কোভিড পজিটিভ মানুষের সংখ্যা দিন দিন উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। রাজ্যের এবং পাশাপাশি দেশের সার্বিক কোভিড পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ৯ জানুয়ারি, ২০২২ তারিখে মুখ্যসচিব তথা ত্রিপুরা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের রাজ্য কার্যকরী কমিটির চেয়ারম্যান এক আদেশ মূলে কোভিড পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবং নিয়ন্ত্রণে একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করেছেন। তারই সূত্র ধরে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য ও স্বার্থের কথা মাথায় রেখে এবং তাদের কোভিড পরিস্থিতির কারণে যে শিখন ক্ষতি হয়েছে তা ন্যূনতম করার লক্ষ্যে শিক্ষা দফতর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি নিয়েছে যা আগামীকাল (১১ জানুয়ারি) থেকে কার্যকরী হবে। সিদ্ধান্তগুলি হলো— প্রাক প্রাথমিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত সমস্ত ক্লাস ১৫ জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত স্থগিত থাকবে। চলমান পরীক্ষাগুলি (বুনিয়াদি শিক্ষা অধিকারের অন্তর্গত) কোভিডের সমস্ত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত আচরণবিধি বজায় রেখে যথারীতি চলবে। যে সমস্ত শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তারা শুধুমাত্র তাদের পরীক্ষার দিনগুলিতে বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকবে এবং অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা উক্ত পরীক্ষার দিনগুলিতে স্কুলে উপস্থিত হবে না। যে সমস্ত স্কুলে পরীক্ষার সময়সূচি নেই সেখানে প্রতিটি শ্রেণির মোট ছাত্রছাত্রীদের ৫০ শতাংশ স্কুলে উপস্থিত থাকবে (প্রাক প্রাথমিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি ব্যতীত) যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী দুই দিনে একবার স্কুলে উপস্থিত হতে পারে তা নিশ্চিত করা হবে। বিদ্যালয় শিক্ষা দফতরের অধীনস্ত তপশিলি জাতি কল্যাণ দফতর, উপজাতি কল্যাণ দফতর, সংখ্যালঘু কল্যাণ দফতর এবং সমগ্র শিক্ষা দ্বারা পরিচালিত হোস্টেলগুলি বন্ধ থাকবে। শুধুমাত্র এই সকল হোস্টেলের আবাসিক পরীক্ষার্থীরা হোস্টেলে থাকতে পারবে। শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা এবং শারীরিক ক্লাস পরিচালনার ক্ষেত্রে কোভিড বিধি বজায় রাখতে হবে। বিদ্যালয় প্রধানরা শিক্ষার্থীদের শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে এবং মাস্ক পরা নিশ্চিত করবে। বিদ্যালয় প্রধানগণ বিদ্যালয়ের প্রবেশের স্থানে হাত ধোয়া, স্যানিটাইজেশন এবং থার্মাল স্ক্যানিংয়ের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখবে। শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি যথারীতি স্বাভাবিক নিয়মে চলবে। এই আদেশ সকল সরকারি, সরকার অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি বিদ্যালয়, টিটিএএডিসি'র অধীনস্ত বিদ্যালয় সমূহ, বেসরকারি বিদ্যালয় ও মাদ্রাসাগুলির জন্য প্রযোজ্য হবে। এই নির্দেশিকা আগামী ১৫ জানুয়ারি, ২০২২ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে এবং ঐদিনই শিক্ষা দফতর সার্বিক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

হিমাংশু মোহনকে দেখে এলেন প্রতিমা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি ।। ত্রিপুরার পদ্মশ্রী ভূষিত হিমাংশু মোহন চৌধুরীর সাথে দেখা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। হিমাংশু মোহন চৌধুরীর আবাসে গিয়ে তার স্বাস্থ্যেরও খোঁজখবর নিয়েছেন। অসুস্থতার কারণে চিকিৎসাধীন ছিলেন হিমাংশু মোহন চৌধুরী। প্রতিমা ভৌমিক তার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। প্রতিমা ভৌমিক বলেছেন, হিমাংশু মোহন চৌধুরী নিজগুণে রাজ্যকে গৌরান্বিত করেছেন। এদিকে, পদ্মশ্রী হিমাংশু মোহন চৌধুরী-সহ আরও অনেকে পাঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিষয়ক ঘটনার প্রেক্ষিতে উদ্‌বেগ প্রকাশ করে রাষ্ট্রপতিকে চিঠি লিখেছেন। এই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে।

আজ রাতের ওষুধের দোকান
শংকর মেডিকেল স্টোর
৯৭৭৪১৪৫১৯২

আজকের দিনটি কেমন যাবে

মেষ : দিনটিতে আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকবে। নতুন কোন কাজের পরিকল্পনা থাকলে দিবাভাগেই সেরে ফেলা দরকার। ব্যবসায়ে উপার্জন বৃদ্ধির যোগ আছে।

বৃষ : দিনটিতে একটু বুঝে চলতে হবে। অর্থাৎ বাক্ সংযমের প্রয়োজন। সিদ্ধান্তগত ভুলের জন্য কিছুটা ক্ষতি হতে পারে। নতুন ব্যবসা শুরু না করাই শ্রেয়।

মিথুন : দিনটিতে এই রাশির জাতক-জাতিকাদের পক্ষে শুভ। শারীরিক কষ্টভোগ হলেও তা সাময়িক স্থায়ী। কষ্টভোগের সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। সুখ শান্তি বজায় থাকবে।

কর্কট : দিনটিতে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বাড়তে পারে। পেশার মাধ্যমে প্রশংসার পাশাপাশি অর্থাগমও হবে। কেউ কেউ নতুন করে রোমান্সে জড়িয়ে পড়তে পারেন।

সিংহ : দিনটিতে আপনার জমে থাকা বহু সুযোগের অভাবে কর্ম সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছিল না। এখন তা করার উপযুক্ত সময়। আপনার জন্য পরিবেশ অনুকূলেই আছে।

কন্যা : দিনটিতে দাম্পত্য জীবনে অশান্তির কারণ হবে জাতক-জাতিকা নিজেই। সামান্য ব্যাপারে শান্তি নষ্ট হবে। গুপ্ত শত্রু সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হবে।

তুলা : দিনটিতে কর্মক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ সক্রিয় থাকবে। কোনো রূপ পরিকল্পনা কারো সাথে শেয়ার করা থেকে বিরত থাকলে ভালো করবেন। উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে কারো সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়তে পারেন, সতর্ক থাকবেন।

বৃশ্চিক : দিনটিতে বিপরীত লিঙ্গের থেকে যতটুকু পারেন সতর্কে থাকতে চেষ্টা করবেন। নতুবা কোন মহিলা আপনার ক্ষতি করতে পারে যা আপনি বুঝে উঠতে পারছেন না। কর্মক্ষেত্রে আপনার জন্য পরিবেশ অনুকূলে নেই। তার জন্য মানসিকভাবে দিনটিতে প্রস্তুত থাকবেন।

ধনু : দিনটিতে কর্মক্ষেত্রে অধীনস্থদের কারণে যে ঝামেলা সৃষ্টি হয়েছিল তা মিটে যাবে এবং আপনার কাজে কেউ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। উপার্জন ভাগ্য ভালই চলবে।

মকর : দিনটিতে কর্মক্ষেত্রে এবং ব্যবসা ক্ষেত্রে তেজিভাব বিরাজ করবে। সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পাবে আপনার কর্ম উদ্দীপনা তবে প্রতিপক্ষের কূটচালের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

কুম্ভ : দিনটিতে এমন কোন কাজ করবেন না যাতে লোকের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। চিন্তা ভাবনা করে কাজ করবেন কোনো বন্ধু বা সহকর্মীর পরামর্শ গ্রহণ করবেন না। আয়ভাব শুভ।

মীন : দিনটিতে চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে সহকর্মীরা কেউ ষড়যন্ত্র করলেও তেমন কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের জন্য পরিবারে অশান্তি হতে পারে। খেয়ালের বশে ছেলে মানুষী কোন সিদ্ধান্ত নিলে ভুল করবেন।

স্মরণসভায় সরব সুবল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি ।। 'তৃণমূলের প্রথম শহিদ' মুজিবর ইসলাম মজুমদারের স্মরণে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় আগরতলায়। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক সুবল ভৌমিক, প্রাক্তন মন্ত্রী প্রকাশ দাস, বাপ্টু চক্রবর্তী-সহ অন্যান্যরা। এদিনের স্মরণসভায় শুরুতে প্রয়াত মুজিবর ইসলামের প্রতি নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়েছে। তারপর প্রত্যেকে প্রয়াত নেতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তার পাশাপাশি আলোচনায় প্রত্যেক বক্তারাই মুজিবর ইসলাম মজুমদারের জীবনের নানাদিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। এদিনের আলোচনায় সুবল ভৌমিক বলেছেন, রাজ্যের পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর। এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেকদিন এক একজন মুজিবর হয়ে যেতে পারে। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, মুজিবর ইসলাম মজুমদার যাদের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন তাদের পুলিশ গ্রেফতার করছে না। এমনকী এই ঘটনায় একটি লোক দেখানো মামলা নিয়ে পুলিশ বসে আছে। সুবল ভৌমিক ক্ষোভের সঙ্গে আরও জানান, শাসকদল বিজেপি আশ্রিত দুর্বৃত্তদের আক্রমণে মারাত্মকভাবে জখম হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন। কিন্তু শাসকদল অপপ্রচারে নেমেছে। রাজ্যের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়েও উদ্‌বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি। তার পাশাপাশি বর্তমান প্রেক্ষিতে গোটা রাজ্যেই আন্দোলন সংগঠিত করে লড়াই তেজি করার আহ্বান রেখেছেন। সুবল ভৌমিক বলেছেন, বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূলের কর্মসূচি করতে দেওয়া হচ্ছে না। শুধু তাই নয়, এই ধরনের কর্মসূচি করতে গিয়েই বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। পুলিশ কোথাও কোথাও শাসকদলের অঙ্গুলী হেলনে কাজ করছে। তিনি আরও অভিযোগ করেছেন, বর্তমানে রাজ্যে জঙ্গলের রাজত্ব চলছে। মুজিবর ইসলামদের মতো নিপাট ভদ্রলোকদের ছাড়ছে না দুর্বৃত্তবাহিনী। রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তৃণমূল এই ইস্যুতে গোটা রাজ্যেই যে প্রচার তেজি করবে তা বলাই বাহুল্য। কিছুদিন আগে গোটা রাজ্যে একযুগে মোমবাতি মিছিল সংগঠিত করে ঘটনাটি তুলে ধরেছিল। এবার এই ইস্যুতে প্রচার তেজি করলো তৃণমূল কংগ্রেস।

তুঁত বাগানে সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণে পাম্পসেট বিতরণ অনুষ্ঠান

রাজ্য সরকার বাস্তবমুখী নানা উন্নয়নমূলক কাজের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে : মেবার

প্রেস রিলিজ, চড়িলাম, ১০ জানুয়ারি।। বর্তমান রাজ্য সরকার বাস্তবমুখী নানা উন্নয়নমূলক কাজের মধ্য দিয়ে ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এখানেই থেমে থাকলে চলবে না। আমাদের রাজ্যকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। সোমবার বিশ্রামগঞ্জ মিনি স্টেডিয়ামে রেশম চাষিদের তুঁত বাগানে সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণে পাম্পসেট বিতরণ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথা বলেন হস্ততাঁত ও রেশম শিল্প দফতরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া। সিপাহিজলা জেলার ৮৩৬ জন রেশম চাষিকে সেচ ব্যবস্থার জন্য পাম্পসেট প্রদানের কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। আজ এ অনুষ্ঠানে ১২ জন রেশন চাষির হাতে আনুষ্ঠানিকভাবে পাম্পসেট এবং জলের পাইপ তুলে দেন অতিথিগণ। প্রতিটি পাম্পসেটের জন্য ব্যয় হয়েছে ২৫ হাজার টাকা। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে হস্ততাঁত ও রেশম শিল্প

দফতরের মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, বিগত সরকারের সময়ে রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজ করার ক্ষেত্রে ব্যাপক ঘাটতি ছিলো। বর্তমান সরকার চেষ্টা করছে সেই ঘাটতি দূর করে রাজ্যের মধ্যে সঠিক ও বাস্তবমুখী উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণ করতে। তিনি বলেন, উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য শান্তি একান্ত আবশ্যক। রাজ্যে শান্তির পরিবেশ থাকলে উন্নয়ন কর্মসূচি দ্রুত রূপায়ণ করা সম্ভব হবে। রাজ্য সরকার এডিসি এলাকার উন্নয়নেও বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করছে। রাজ্যের গ্রামীণ অংশের মানুষকে স্বাবলম্বী করতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ এলাকার প্রতিটি পরিবারের সদস্যরা স্বাবলম্বী হলে রাজ্যও স্বাবলম্বী এবং আত্মনির্ভর হবে। রাজ্যের উন্নয়নের কাজে সবাইকে শামিল হতে তিনি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি সিপাহিজলা জিলা

● এরপর দুইয়ের পাতায়

লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে প্রার্থীদের মাথাপিছু ব্যয় করার সর্বোচ্চ সীমা বৃদ্ধি

প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে প্রার্থীদের মাথাপিছু ব্যয় করার সর্বোচ্চ সীমা বাড়ানো হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রার্থীরা এখন থেকে ৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে পারবেন। ২০১৪ সালে এর পরিমাণ ছিলো ৭০ লক্ষ টাকা। এছাড়া বিধানসভা নির্বাচনের সময় প্রার্থীরা ২৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে পারবেন। এক্ষেত্রে ২০১৪ সালে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যয় করা যেতো। রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন। এই প্রেস রিলিজে বলা হয়েছে, লোকসভা এবং বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ক্ষেত্রে প্রার্থীদের মাথাপিছু ব্যয় করার সর্বোচ্চ সীমা সর্বশেষ ২০১৪ সালে অনেকটা বৃদ্ধি করা হয়েছিলো। ২০২০ সালে ব্যয়ের সর্বোচ্চ সীমার পরিমাণ ১০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু ২০১৪ সালের তুলনায় ২০২১ সালে দেশে ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১২.২৩ শতাংশ। বর্তমানে দেশে মোট ভোটার ৯৩ কোটি ৬০ লক্ষ। তাছাড়া ২০১৪-১৫-এর তুলনায় ২০২১-২২-এ ফাস্ট ইনফ্লেশন ইনডেক্স ২৪০ থেকে বেড়ে ৩১৭ তে দাঁড়িয়েছে। বৃদ্ধির হার ৩২.০৮ শতাংশ। এদিকে লক্ষ্য রেখে রাজনৈতিক দলগুলির দাবি অনুযায়ী ভারতের নির্বাচন কমিশনের তদারকিতে অবসরপ্রাপ্ত আইআরএস আধিকারিক হরিশ

● এরপর দুইয়ের পাতায়

ক্রমিক সংখ্যা — ৪০২

ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ক্রমিক সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে। প্রতিটি সারি এবং কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ৩ X ৩ ব্লকেও একবারই ব্যবহার করা যাবে ওই একই নয়টি সংখ্যা। সফলভাবে এই ধাঁধাটি যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।

2			9	4		3		7
3	7				2	4		5
4		8	6		3	9		
5	2							
			3		6	1	2	
	6		2	9		7	5	
9				3			4	6
		2	4			5	7	
6						8	3	

সংখ্যা ৪০১ এর উত্তর

4	6	8	7	9	2	5	3	1
1	7	2	5	8	3	4	6	9
9	3	5	6	1	4	8	2	7
3	1	6	8	7	5	9

জরাজীর্ণ অবস্থায় বহু পুরোনো বিদ্যালয়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১০ জানুয়ারি।। বহু স্মৃতি বিজড়িত বিলোনিয়াবাসীর হৃদয় জুড়ে আঁকড়ে রয়েছে বিলোনিয়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি। ১৯৬৪ সাল থেকে ৫৭ বছর অবধি উক্ত বিদ্যালয়টি বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে মহকুমাবাসীর

হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে দাঁড়িয়ে বিদ্যালয়টি জরাজীর্ণ অবস্থায় পরিণত হয়ে রয়েছে। লম্বা লম্বা ঘাস আর ঘন জঙ্গলের সম্ভার শিক্ষানুরাগী বিলোনিয়াবাসীর মনকে ব্যথিত করে তুলেছে। দীর্ঘ বৎসর ধরে জরাজীর্ণ ভগ্নদশা অবস্থায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে বিলোনিয়া শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত বালিকাদের জন্য একমাত্র বিদ্যালয়টি। খেলাধুলোর আঙিনায় বিষধর সাপের আনাগোনা পুরনো করিডোরকে আঁকড়ে ধরা লতানো গাছের ভৌতিক পরিবেশ দেখে হয়তো চিড়িয়াখানা হিসেবে অনেকে ভুল করবে বসবে। বিকল হয়ে পড়ে থাকা টিউবওয়েলকে আঁকড়ে ধরা জঙ্গল যেন ভুলিয়ে দেয় বিদ্যালয়ের পড়াশোনার পরিবেশকে। এ যেন জমজমাট বিলোনিয়া পুর শহরের উপর অচিন দেশের গল্প। দেশের প্রধানমন্ত্রীর স্বচ্ছ ভারত অভিযানে অনুপ্রাণিত হয়ে বিলোনিয়া শহরের বুকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান নানান প্রান্তে প্রতিনিয়ত নিয়ম করে সাফাই কর্মসূচি পালন করা হলেও- এই বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বসে আছেন লম্বা লম্বা ঘাস এবং ঘন জঙ্গলের আড়ালেই নিজেদের দায়িত্বভারকে বিসর্জন দিয়ে। বিদ্যালয়ের সম্মুখভাগে বিলোনিয়া ব্যস্ততম সড়ক আর পশ্চাদভাগে রয়েছে বিদ্যালয়ের ভৌতিক পরিবেশ। সবচাইতে আশ্চর্যের বিষয় হলো কর্তৃপক্ষ বসে আছে বিদ্যালয়ের উপর কবে নেতা মন্ত্রীদের চোখ পড়বে, কবে বিদ্যালয় পরিচ্ছন্ন হবে তার আশা নিয়ে। মিউজিয়ামে পরিণত জরাজীর্ণ বিদ্যালয়ের ডাইনিং হলের অভাবে বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা মাটিতে বসেই প্রতিদিন মধ্যাহ্ন ভোজন করছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অভাব এবং পরিকাঠামোগত দিক নিয়ে নানান সমস্যা তুলে ধরে সকলেই দায়সারাভাব নিয়ে কেটে পড়তে পারলেই হলো। শুধু বাইরে নয় স্কুল কক্ষের ভেতরে ও মাথার উপর ছাউনি যেন যেকোনো মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে চাইছে ৩৩৩ জন পাঠরতা ছাত্রীদের মাথার উপর। বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক থেকে শুরু করে দায়িত্বরত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের একটাই অভিমত নেতা-মন্ত্রী থেকে সকলকে জানানো হয়েছে। এখন অবধি কোন রকমের পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। তবে দীর্ঘ বছর পর বর্তমান সরকারের বিধায়কের তরফ থেকে আশ্বাসে এবং সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাসের কথা স্বীকার করতে ভুলেননি বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক বিমল দাস। এখন শুধু এটাই দেখার বর্তমানে যারা দায়িত্ব নিয়ে শহরকে সাজানোর চেষ্টা করছেন তাদের পদচারণে স্কুলের জীর্ণদশা কবে দূর হয়। বিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে এনে বিলোনিয়া শিক্ষানুরাগী জনগণের কবে মনের আশার পরিপূর্ণতা পাবে এটাই এখন দেখার।

পোস্ট অফিসের কাজকর্ম লাটে উঠেছে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, মেলাঘর, ১০ জানুয়ারি।। প্রায় ৪ মাস ধরে মেলাঘর পোস্ট অফিসের কাজকর্ম প্রায় লাটে উঠেছে। এমনই অভিযোগ গ্রাহকদের। তাদের কথা অনুযায়ী পোস্ট অফিসের কর্মীদের কারণে প্রায় ৩০ জন এজেন্ট আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। পোস্ট অফিসের কাজকর্মকে আরও গতিশীল করার জন্য গত ১৬ সেপ্টেম্বর উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন ইন্টারনেট ব্যবস্থা যুক্ত করা হয়। গত ৩০ সেপ্টেম্বর সেই পরিষেবা চালু হয়। কিন্তু প্রচুর কাজ বকেয়া থাকার কারণে ওই সময় সব কাজ শেষ করা যায়নি। তাই পোস্ট অফিসের সঙ্গে যুক্ত এজেন্টরা গ্রাহকের টাকা নিজের পকেট থেকে দিতে বাধ্য হন। তাতে একেক জন এজেন্টের প্রায় ৩ থেকে ৪ হাজার টাকা করে ক্ষতি হয়। তাছাড়া গত ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত পরিষেবা চালু হলেও শুধুমাত্র সেভিংস অ্যাকাউন্ট ছাড়া বাকি সব কাজ বন্ধ থাকে। সেই সব কাজ আজ পর্যন্ত বন্ধ আছে বলে অভিযোগ। পোস্ট অফিস কর্তৃপক্ষ বলছেন, এ বিষয়ে তাদের কিছুই করার নেই। পুরোনো সিস্টেম এখন আর নেই। তাই নতুন পদ্ধতি দেখে কাজ করতে হচ্ছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ছাড়া এ বিষয়ে কেউ কিছু বলতে পারবেন না। তাই দাবি উঠছে ডাক বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ যাতে বিষয়টির দিকে নজর দেন।

১৮ লক্ষে সাধুর গরু পাচার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১০ জানুয়ারি ।। গরু পাচারকারীদের কাছ থেকে হপ্তা লুটে বিরাট রোজগার করছেন শাসকদলের কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা। এরা বাম আমলেও শাসকদলের ঘনিষ্ঠতার সুযোগ নিয়ে গরু পাচার করে গেছে। এখনও তারা একই ধরনের সুবিধা পেয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক মাসে শুধুমাত্র গরু পাচারে দালালি করেই ১৮ লক্ষ টাকা রোজগার করছে এই চক্রটি। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছে যুব মোর্চার নেতা সাধু। গরু পাচার নিয়ে এখন বিরাট ব্যবসা গোটা সিপাহিজলায়। জানা গেছে, বিশালগড়, চড়িলাম এবং গোলাঘাটি এলাকা দিয়ে সবচেয়ে বেশি গরু পাচার হয়। এই এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে যুব মোর্চার নেতা সাধু-সহ আরও কয়েকজন। তারাই পাচারের গাড়ি থেকে টাকা তুলে। পাচারের টাকা পেয়ে যায় বিশালগড়ের তিনটি বনেদি ক্লাবও। এই টাকাটা প্রত্যেক মাসে ৭০ হাজারের নিচে নয়। তিনটি ক্লাব গড়ে ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকার বেশি পেয়ে থাকে গরু পাচার থেকে। সাধুর হাত ধরেই এই টাকাগুলি দেওয়া হয়। জানা গেছে, বিশালগড় মহকুমায় গরু পাচার করে অন্ততপক্ষে ৬০ গাড়ি। প্রত্যেক গাড়ির জন্য তিন হাজার টাকা দিতে হয় সাধুদের হাতে। এই হিসেবে ১৮ লক্ষ টাকা রোজগার গরু পাচার থেকে। ১৮ লক্ষের মধ্যে ৪ লক্ষ টাকা পৌঁছে যায় বিশালগড় থানায়। এরপরও মোর্চার তিন নেতার কাছে যায় ১৪ লক্ষ টাকা। বাম আমলে বিশালগড় নিচের বাজারে বিজেপির তৎকালীন রাজ্য প্রভারী সুনীল দেওধরের নেতৃত্বে একটি গরুর গাড়ি আটক করা হয়েছিল। ওই গাড়ির পাচারকারীদের কাছ থেকে টাকা আদায় করেছিল সাধু। ২০১৮ সালে সরকারে পালাবদলের পরই সাধু গোটা ব্যবসা নিজের হাতে তুলে নেয়। বাংলাদেশে গরু পাচারের গোটা ব্যবসার নিগোসিয়েশনের এখন মালিক হয়ে গেছে সাধু। তার হাত ধরেই এখন গরু পাচারের কোটি কোটি টাকার ব্যবসা চলছে। গোমাতা বলে পূজা দেওয়া হলেও এখানেই শাসকদলের যুব মোর্চার সাধু-সহ তিনজন গরু পাচারে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করে নিচ্ছে। তাদের সঙ্গে যুক্ত তিনটি ক্লাব এবং থানাও।

সংবাদ প্রতিনিধিকে প্রাণনাশের হুমকি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১০ জানুয়ারি।। কুখ্যাত এক নেশা কারবারির তরফে প্রাণনাশের হুমকি সংবাদ প্রতিনিধিকে। এ বিষয়ে জনৈক নেশা কারবারির বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করল সাংবাদিকদের এক প্রতিনিধি দল। জানা যায়, গত ৭ জানুয়ারি বিশালগড় রেল স্টেশনে বিশালগড় থানার পুলিশ নেশা বিরোধী অভিযান চালায়। এই সময় বিশালগড়ের কুখ্যাত জনৈক নেশা কারবারির গাড়িতেও পুলিশ তল্লাশি চালায়। উক্ত ঘটনার সংবাদ কভার করেন বিশালগড় মহকুমার সাংবাদিক সুমন দেব। পরবর্তী সময়ে সংবাদটি রাজ্যের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে সংবাদ আকারে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে কুখ্যাত নেশা কারবারি সাংবাদিক সুমন দেবকে ফোন করে প্রাণনাশের হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সোমবার বিশালগড় মহকুমার কর্তব্যরত সাংবাদিকদের এক প্রতিনিধি দল বিশালগড় থানার ওসির সঙ্গে কথা বলেন এবং জনৈক নেশা কারবারির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন যাবত জনৈক ব্যক্তি নেশা কারবারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন বলে অভিযোগ। গত ৭ জানুয়ারি বিশালগড় রেল স্টেশনে অভিযানের সময় উক্ত নেশা কারবারির বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছিল। উক্ত ঘটনার সংবাদ সংগ্রহ করায় সাংবাদিককে প্রাণনাশের হুমকি দেয় ওই নেশাকারবারি বলে অভিযোগ। এর পরিপ্রেক্ষিতেই এদিন সাংবাদিকের একটি প্রতিনিধি দল জনৈক নেশা কারবারির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। এখন দেখার বিষয়, পুলিশ এ বিষয়ে মামলা হাতে নিয়ে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

বধূর বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১০ জানুয়ারি।। বিষপানে আত্মহত্যার চেষ্টা এক গৃহবধূর। ঘটনা বিশালগড় দুর্গানগর এলাকায়। সোমবার রাত সাড়ে ৭টা নাগাদ দুর্গানগরের দুই সন্তানের জননী বিষপান করেন বলে অভিযোগ। পারিবারিক অশান্তির জেরে তিনি বিষপান করেন বলে খবর। পরবর্তী সময় পরিবারের লোকজন ঘটনা জানতে পেরে মহিলাকে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। কিন্তু তার শারীরিক অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় রেফার করা হয় হাঁপানিয়া হাসপাতালে। গৃহবধূ মূলত কি কারণে বিষপান করেছেন তা এখনও স্পষ্টভাবে জানা যায়নি। তবে বর্তমান সময়ে এই ধরনের ঘটনা বৃদ্ধি পাওয়াটা সবার জন্যই চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দুর্ঘটনায় আহত তিন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১০ জানুয়ারি।। বাইক এবং গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হলেন তিনজন। তারা সবাই বাইকে ছিলেন। আহতদের দমকল কর্মীরা উদ্ধার করে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসে। আহতরা হলেন সাধন দাস ওরফে মানিক (২৮), বাড়ি বরজকলোনি

দাসপাড়া, রাজীব চক্রবর্তী (৩৫), বাড়ি বল্লামুখা, সম্পত দে (৩০), বাড়ি তবলা চৌমুহনি। সোমবার রাত ৮টা নাগাদ বিলোনিয়ার বনকর নদীর উত্তরপাড় এলাকায় এই দুর্ঘটনা। প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা অনুযায়ী তিন যুবক বাইক নিয়ে আসার পথে টিআর০৩এইচ০৩৬৩ নম্বরের মারুতি ওয়াগনার গাড়ির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। বাইকের মালিক সাধন দাস। তবে বাইকটির কোনো কাগজপত্র নেই বলে জানা গেছে। তাই দুর্ঘটনার পর বাইকটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী সময় পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে বাইকটি খোঁজে বের করে। গাড়ি এবং বাইক বিলোনিয়া থানার হেপাজতে আছে।

একাধিক সমস্যায় জর্জরিত করোনা টেস্টিং সেন্টার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কদমতলা / ধর্মনগর, ১০ জানুয়ারি।। একাধিক সমস্যায় জর্জরিত রাজ্যের প্রবেশদ্বার চুরাইবাড়ি চেকপোস্টের করোনা টেস্টিং সেন্টারটি। আর তাতে করে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন অস্থায়ী স্বাস্থ্য কর্মী, যাত্রী এবং যানবাহন চালকরা। ২০২০ সালের মার্চ থেকে রাজ্যে করোনা ভাইরাসের প্রকোপ বাড়তে থাকে। তখনই বহির্রাজ্য থেকে আসা যাত্রী এবং চালকদের করোনা পরীক্ষার নির্দেশ জারি হয়েছিল। তাদের করোনা পরীক্ষার জন্য অস্থায়ী ১৬ জন স্বাস্থ্য কর্মী নিয়োগ করা হয় ওই সেন্টারে। সাথে সাফাই কর্মীও নিয়োগ করা হয়েছিল। প্রথমে সবকিছু ঠিকঠাক চললেও অস্থায়ী স্বাস্থ্য কর্মীদের পারিশ্রমিক নিয়ে পরবর্তী সময় কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি হয়। কারণ স্বাস্থ্য কর্মীদের দীর্ঘদিন যাবৎ পারিশ্রমিক দেওয়া হয়নি। যার ফলে সাফাই কর্মীরাও পারিশ্রমিক না পেয়ে কাজ ছেড়ে চলে যান। তাতে করে সেন্টারটিতে আবর্জনা জমে থাকে। যাত্রীদের অভিযোগ, সেন্টারটিতে করোনা আক্রান্ত রোগীদের আলাদাভাবে বসানোরও কোনো ব্যবস্থা নেই। এমনকী পানীয় জলের অভাবে স্বাস্থ্য কর্মীরা হাত পরিষ্কার করতে পারেন না। এক কথায় স্বাস্থ্য কর্মীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়েই কাজ করে যাচ্ছেন বলে

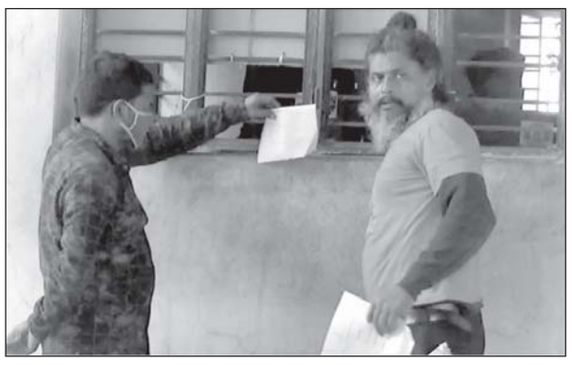

জানা গেছে। আর এ ফল ভোগ করছেন বহির্রাজ্য থেকে আসা চালক এবং যাত্রীরা। এখন পুনরায় রাজ্য সরকার রাজ্যে আসা যাত্রী এবং চালকদের করোনা পরীক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছে। স্বাভাবিকভাবে চুরাইবাড়ি গেটে এখন পুরোদমে কাজ চলছে। যদি সেন্টারটি সঠিকভাবে পরিচালিত না হয় তাহলে সবার জন্যই সমস্যা হবে। এদিকে সোমবার থেকে ধর্মনগর রেলস্টেশনেও বহির্রাজ্য থেকে আস যাত্রীদের করোনা পরীক্ষা শুরু হয়েছে। যেসব যাত্রীরা ধর্মনগর স্টেশনে নামছেন তাদের পরীক্ষা করিয়ে বাড়ি যেতে দেওয়া হচ্ছে। দেখা গেছে, সোমবার শিলচর থেকে আগরতলাগামী এক্সপ্রেস ট্রেনে আসা ১৩১ জন যাত্রীর করোনা পরীক্ষা করা হয়। তাদের মধ্যে ৩ জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে। ৩ জনকেই হোম আইসোলেশনে পাঠানো হয়।

পুলিশ রিমান্ডে অভিযুক্ত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১০ জানুয়ারি।। দু'দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর হল সোনামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বনোজ বিপ্লব দাসকে গাড়ি চাপা দেওয়ার চেষ্টার অভিযুক্তের। মুক্তি হোসেন নামে ওই যুবককে রবিবার রাতে বক্সনগর হাসপাতাল চৌমুহনি থেকে আটক করা হয়। ঘটনার পর ৫ মাস ধরে অভিযুক্ত যুবক পলাতক ছিল। কলমচৌড়া থানার পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে সোমবার সোনামুড়া আদালতে পেশ করে। পুলিশের তরফ থেকে অভিযুক্তের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়। আদালত পুলিশের আবেদনে সাড়া দিয়ে অভিযুক্তের দু'দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করে। রিমান্ড শেষে তাকে পুনরায় আদালতে পেশ করা হবে। পুলিশ এখন জেরা করে জানার চেষ্টা করবে মুক্তি হোসেনের সাথে আর কারা জড়িত আছে।

কিল্লা-অম্পি সড়ক ডাবল লেনের সবুজ সংকেত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১০ জানুয়ারি।। গত ৫ ডিসেম্বর দিল্লিতে কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী গিরিরাজ সিং এর সঙ্গে দেখা করেন ৩০ বাগমা কেন্দ্রের বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া। বিধায়ক কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রীর নিকট প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার মাধ্যমে কিল্লা থেকে তৈদুপা বৈশ্যমণিপাড়া হয়ে অম্পি পর্যন্ত রাস্তাটি ডাবল লেন করার প্রস্তাব রেখেছিলেন। এ বিষয়ে রাজ্য বিধানসভায়ও তিনি প্রস্তাব রেখেছিলেন। তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বস্ত করেছিলেন বলে জানান তিনি। এছাড়াও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরকে তা লিখেছিলেন। আইন-শৃঙ্খলাজনিত বিষয়, এছাড়া জনজাতিদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এ রাস্তাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বলে জানিয়েছিলেন বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া। এর পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় গ্রাম উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী গিরিরাজ সিং গত ২০ ডিসেম্বর এই রাস্তাটি তৈরি করার ব্যাপারে সহমত পোষণ করে বিধায়ককে একটি চিঠি প্রেরণ করেছেন। সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিককে এ বিষয়ে জানানো হয়েছে বলেও তিনি চিঠিতে লিখেছেন। এর জন্য বিধায়ক রামপদ জমাতিয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

একা আশিস

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি ।। পাশে আর কেউ নেই। পুলিশও গ্রেফতার করতে আসে না। এমনই অবস্থা হয়ে দাঁড়ালো সুরমার প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক আশিস দাসের। শিক্ষায় বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে বহুদিন গ্রেফতার হয়েছেন আশিস। গান্ধীমূর্তির পাদদেশে আন্দোলনে বসার জন্য তাকে বাড়িতে নজরবন্দিও হতে হয়েছে। বিধায়ক পদ কয়েকদিন আগেই বাতিল করা হয়েছিল। সোমবার আন্দোলনের ২৫তম দিনে একাই বসলেন সার্কিট হাউসের গান্ধীমূর্তির পাদদেশে। আবার সার্কিট হাউস চত্বরে একা হেঁটে বেড়ালেন। আশিস এদিন জানায় তার পেছন পেছন ঘুরে পুলিশ। অথচ এই পুলিশ রাজ্যে অন্যায় কিছু দেখতে পায় না।

বাতিল পৌষ মেলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ জানুয়ারি।। রাজ্যের করোনা পরিস্থিতির কারণে তেলিয়ামুড়া চাকমা ব্যারেজ চত্বরের পৌষ মেলা এবার বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। তেলিয়ামুড়ার বিডিও শান্তনু বিকাশ দাস সোমবার এই সম্পর্কিত নির্দেশিকা জারি করেছেন। তিনি সেই নির্দেশিকায় বলেছেন কোনো ধরনের মেলা কিংবা প্রদর্শনী এই সময়ে করা সম্ভব নয়। গত ৩ জানুয়ারি মেলার প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু এরপরই রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে নির্দেশিকা জারি করা হয়। সেই নির্দেশ অনুযায়ী কোনো ধরনের মেলা কিংবা প্রদর্শনীর আয়োজন করা যাবে না। অর্থাৎ ভীড় এড়ানোর জন্যই প্রশাসন এই ধরনের কর্মসূচির এড়ানোর কথা বলেছে। প্রশাসনের সেই নির্দেশ মেনে তেলিয়ামুড়ার বিডিও নির্দেশিকা জারি করে জানিয়ে দিয়েছেন এবারের মত মেলা আর হচ্ছে না।

পাচারকালে ১০টি গরু বোঝাই গাড়ি আটক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১০ জানুয়ারি।। গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে কামথানা বিওপি'র বিএসএফ জওয়ানরা অভিযানে নেমে ১০টি গরু বোঝাই গাড়ি আটক করতে

সক্ষম হন। রবিবার গভীর রাতেই কামথানা বিওপি'র জওয়ানরা অভিযানে নামেন। ভোর নাগাদ তারা কলমচৌড়া থানাধীন পুটিয়া সীমান্ত এলাকার কাছাকাছি ওই গাড়িটি আটক করতে সক্ষম হন। টিআর০১পি১৭৭৫ নম্বরের গাড়িতে ১০টি গরু ছিল। বিএসএফ'র ধাওয়া খেয়ে পাচারকারি এবং গাড়ি চালক সেখান থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। দীর্ঘদিন ধরে পুটিয়া সীমান্ত দিয়ে গরু পাচার চলছে। এক্ষেত্রে পুলিশের চোখে বার বার ধুলো দিতে সক্ষম হয় পাচারকারিরা। এদিনের ঘটনাতেও বিশালগড় থানার পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ১০টি গরু পাচারের উদ্দেশে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু বিএসএফ আগাম খবর পেয়ে উৎপেতে বসে থাকে। বিএসএফ জওয়ানরা ওই গাড়িটির পেছনে ধাওয়া করে পুটিয়া সীমান্ত এলাকায় চলে আসে। সেখানে এসে তারা দেখতে পান গাড়িটি রাস্তার পাশে রেখে পাচারকারিরা পালিয়ে গেছে। এলাকা সূত্রে খবর, বিএসএফ জওয়ানরা গাড়িটি আটকানোর জন্য রাবার বুলেটও ব্যবহার করেছে। হয়তো সেই কারণেই পাচারকারিরা গাড়ি রেখে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। উদ্ধারকৃত গরুগুলি কামথানা বিওপি'তে নিয়ে আসা হয়। তবে এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি গরুগুলির মালিক কে? স্থানীয়দের কথা অনুযায়ী পুলিশ মাঝে মধ্যে নম্বরবিহীন গরু বোঝাই গাড়ি আটক করে জরিমানা আদায় করে ছেড়ে দেয়। নম্বরবিহীন গাড়িতে করেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে গরু পাচার করা হয়। আটককৃত গাড়ির সূত্র ধরে এই পাচার চক্রের সাথে কারা কারা জড়িত আছে তা বের করতে পারে কিনা সেটাই দেখার।

প্রাক্তন বিধায়কের মাতৃবিয়োগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ১০ জানুয়ারি।। ৯৯ বছর বয়সে প্রয়াত হয়েছেন নলছড়ের প্রাক্তন বিধায়ক তপন দাসের মা পবিত্র বালা দাস। মৃত্যুকালে তিনি চার ছেলে, দুই মেয়ে-সহ অসংখ্য আত্মীয়পরিজনকে রেখে গেছেন। প্রাক্তন বিধায়কের মায়ের মৃত্যুর খবর পেয়ে সিপিআইএম নেতারা নলছড়স্থিত তার বাড়িতে ছুটে আসেন। তপন দাসের দুই ভাই শিক্ষকতার সাথে জড়িত। গত ১০ বছর ধরে তাদের মা পবিত্র বালা দাস শয্যাশায়ী ছিলেন। রবিবার সন্ধ্যায় সবার উপস্থিতিতেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই স্বদলীয় অনেক নেতা-নেত্রীরা তপন দাসের বাড়িতে ছুটে আসেন। সোমবার সকালে বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী, সুরেশ দাস, শামসুল হক, রতন সাহা, অহিদুর রহমান-সহ আরও অনেকে তপন দাসের বাড়িতে এসে সমবেদনা জানান।

ব্যর্থ বনকর্মীরা, কৃষকের মাথায় হাত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ জানুয়ারি।। বন্য হাতির সমস্যা নিরসনে ব্যর্থ তেলিয়ামুড়া বন দফতর। ভাড়া করে নিয়ে আসা চারটি পালিত হাতি দ্বারা বন্য হাতি তাড়ানোর পদক্ষেপ বিশবাঁও জলের তলায়। প্রায় প্রত্যেক দিনই অব্যাহত রয়েছে দাঁতাল হাতির আক্রমণ। আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে দিন গুজরান করছে তেলিয়ামুড়া বন দফতরের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষজন। জানা যায়, তেলিয়ামুড়া বন দফতরের অধীন বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে দীর্ঘ প্রায় কয়েক দশক ধরে বন্য হাতির তাণ্ডব অব্যাহত রয়েছে। বন্য হাতির সমস্যা নিরসনে তেলিয়ামুড়া বন দফতর বর্তমানে এক অভিনব উদ্যোগ গ্রহণ করলেও তাদের এই উদ্যোগ কোন কাজেই আসেনি। অন্যান্য দিনের ন্যায় রবিবার রাতভর তেলিয়ামুড়া বন দফতরের অধীন মহারানিপুর কপালিটিলা এলাকায় তাণ্ডব চালায়। এতে এই এলাকার কৃষক নন্দলাল কপালির বাড়িতে হানাদারি চালিয়ে প্রায় ১২ থেকে ১৪ টি বস্তায় প্রায় ১৪ মণ ধান নষ্ট করে। এতে দরিদ্র কৃষকের মাথায় হাত। একদিকে বন দফতর থেকে লক্ষ লক্ষ অর্থ রাশি ব্যয় করে কৈলাসহর থেকে ৪টি পোষ্য হাতিকে ভাড়া করে নিয়ে আসা হয়েছে বন্য হাতিকে তাড়ানোর উদ্দেশ্যে। কিন্তু বন দফতরের একাংশ সূত্র মারফত খবর এবং

লোকমুখে গুঞ্জন চলছে, বন দফতর থেকে ভাড়া করে নিয়ে আসা পোষ্য হাতিগুলো-সহ হাতির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা মাহুতদারেরা নাকি বন্য হাতিগুলোকে ভয় পেয়ে পিছুপা হচ্ছে। ফলে হাতি তাড়ানো তো দূর অস্ত লক্ষ লক্ষ বন দফতরের ব্যয় করা অর্থ রাশি যাচ্ছে জলের তলায়। তেলিয়ামুড়া বন দফতরের নির্ভরযোগ্য সূত্র মারফত খবর, সোমবার সকালে বন্য হাতিগুলোকে বাগে পেলেও সিপাহিজলা থেকে হাতি কাবু করার বন্দুক নিয়ে আসা হয়েছিল সেটি মূলত অকেজো। সময় মতো কোনো কাজই করেনি হাতি কাবু করার তকমাধারী বন্দুকটি। লজ্জাহীন বন কর্মীদের বদান্যতায় বন্য দাঁতাল হাতির আক্রমণ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে কিন্তু শীততাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে ঠাই ঘাঁটি গেড়ে বসে আছেন বন দফতরের মাথাভারি কর্মী বাবুরা।

পুলিশ রিমান্ডে নেশা কারবারি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১০ জানুয়ারি।। গত বছর জুলাই মাসে বিশালগড় থানার অন্তর্গত লালসিংমুড়া মান্ডবকিল্লা এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে গাঁজা উদ্ধার হয়েছিল। পুলিশ আসার খবর পেয়ে অভিযুক্ত নেশা কারবারি মলিন শীল পালিয়ে যায়। বিশালগড় থানার পুলিশ মলিনের বিরুদ্ধে এনডিপিএস অ্যাক্টে মামলা দায়ের করেছিল। এতদিন অভিযুক্ত নেশা কারবারি পুলিশের ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল। গত ৬ জানুয়ারি অভিযুক্ত নিজেই বিশালগড় থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করে। প্রথম তাকে আদালতে পেশ করা হলে জেলহাজত মঞ্জুর করা হয়। সোমবার মামলার তদন্তকারী অফিসার রাজু ভৌমিক আদালতে মামলার কেইস ডায়েরী জমা দেন। তার পক্ষ থেকে আদালতের কাছে অভিযুক্তের ৭ দিনের পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানানো হয়। আদালত ওই নেশা কারবারির দু'দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করে। সরকারি আইনজীবী জানিয়েছেন, পুলিশ এখন তাকে জেরা করে এই চক্রের সাথে আর কারা জড়িত আছে তা জানার চেষ্টা করবে।

CORRIGENDUM

Due to writing mistake bearing tender **ID-2021_CEDWS_25223_1 the Tender Reference No. 05/EE/PWD(DWS)/KMP/2021-22 is the correct one instead of 04/EE/PWD(DWS)/KMP/2021-22.** All other terms and condition will remain unchanged.

This corrigendum will be the part of the Agreement

1. PNIeT No. 24/EE/PWD(DWS)/KMP/2021-22.
2. DNIeT No. 05/EE/PWD(DWS)/KMP/2021-22.

Sd/- Illegible
(Er. B. Debbarma)
Executive Engineer
DWS Division, Kamalpur
Dhalai District, Tripura

ICA-C-3291-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER

The Directorate for Welfare of SCs, Government of Tripura invites online e-Tender through e-Procurement Portal of the Government of Tripura (https://tripuratenders.gov.in) from the eligible registered Company/Agencies for supply of **'Uniformed Security Guard'** for Government run SC Hostels and Adwaita Atithishala in the State of Tripura. Detailed e-tender notice, schedule and required tender documents can be obtained from https://tripuratenders.gov.in. **Last Date of submission of the e-Tender: 17.01.2022 up to 05:00 PM.**

Sd/- Illegible
(Santosh Das)
Director, SC Welfare, Govt. of Tripura

ICA-C-3279-22

জানা অজানা

ওমিক্রন তো আসবেই জানা গিয়েছিল পুরনো সিনেমাতেই?

বছর শেষের মাসে নতুন করে ভয় ধরাচ্ছে করোনা ভাইরাসের নয়া প্রজাতি ওমিক্রন। ইতিমধ্যেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে থাবা বসিয়েছে করোনার এই নয়া স্ট্রেন। ব্যতিক্রম নয় ভারতও। এই প্রেক্ষাপটে জোর চর্চায় 'দ্য ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট' ছবির পোস্টার। ভাবছেন, এরকম আবার ছবি আছে নাকি? তাহলে কি করোনার নয়া প্রজাতি ওমিক্রন-এর অস্তিত্ব বহুযুগ আগেই ছিল? ছবির পোস্টার ঘিরে এমন নানা প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে নেটদুনিয়ায়।বৃহস্পতিবার দেশের কর্ণাটকে দু'জনের শরীরে করোনার নয়া স্ট্রেন ওমিক্রন-এর হদিশ মিলেছে। অর্থাৎ, বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও শেষমেশ হানা দিয়েছে ওমিক্রন। যে ঘটনায় রীতিমতো উদ্বেগে সব মহল। আর এ দিনই নেটদুনিয়ায় ঘুরতে থাকে একটি সিনেমার পোস্টার। তাতে দেখা যায়, সিনেমার নাম 'দ্য ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট'। আর এই নাম দেখেই চমকে গিয়েছেন সকলে। এতেই শেষ নয়, পোস্টারে ট্যাগলাইনে লেখা রয়েছে, "যেদিন পৃথিবী কবরে পরিণত হয়েছিল"। ওমিক্রন আতঙ্কে যখন ভয়ে কাঁটা সকলে, তখন এ হেন পোস্টার ঘিরে হইচই পড়ে গিয়েছে নেটপাড়ায়। না, দ্য ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট নামে কোনও সিনেমা তৈরি হয়নি। এই পোস্টারটি আদতে ভুয়ো। ১৯৬৩ সালে সাই-ফাই সিনেমা মুক্তি পেয়েছিল, যার নাম ওমিক্রন। তবে এই ছবির সঙ্গে অতিমারির কোনও সম্পর্ক নেই। টুইটারে পরিচালক Becky Cheatle লিখেছেন, তাঁরই একটি ছবির পোস্টার স্প্যানিশ ভাষায় নেটদুনিয়ায় ছড়িয়েছে। তাঁর টুইট, এটা ভ্যাবাচাকা খাওয়ানো হয়েছে। আমি ভেবেছিলাম, ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট সত্তরের দশকের সাই-ফাই ছবির মতো শোনাচ্ছে। আমার রসিকতার জন্য অসুস্থ হবেন না প্লিজ"।এদিকে, এই ছবির পোস্টার মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে গিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। নেটিজেনদের পাশাপাশি এই ছবির পোস্টার নিয়ে রীতিমতো টুইটারে চর্চায় মজেছেন বলিউড পরিচালক রামগোপাল বর্মা, অভিনেতা গৌতম রোড়েরাও। রামগোপাল লিখেছেন, 'বিশ্বাস করুন কিংবা অজ্ঞান হন...১৯৬৩ সালে এই ছবিটা মুক্তি পেয়েছিল...ট্যাগলাইনটা দেখুন'। অভিনেতা গৌতম রোড়ে লিখেছেন, '...১৯৬৩ সালে এই ছবির মুক্তি হয়েছিল'।উল্লেখ্য, গত বছর করোনা অতিমারির শুরুর সময়ও একটি ছবি ঘিরে জোর চর্চা চলেছিল। ছবিটির নাম "কন্টাজিয়ান"। যদিও এই ছবিটির অস্তিত্ব রয়েছে। সে সময় এই ছবি টক অফ দ্য টাউন হয়েছিল। বছর ঘুরলেও করোনা থেকে রেহাই মেলেনি। বরং যত দিন গড়াচ্ছে, ততই চেহারা পালটে নতুন অবতারে হাজির হচ্ছে মারণ ভাইরাস। এই আবহে ছবির পোস্টার ভাইরাল নেটদুনিয়ায়।

সারা বিশ্বে এখন ২০২২ সাল, কিন্তু যে দেশে চলছে ২০১৩!

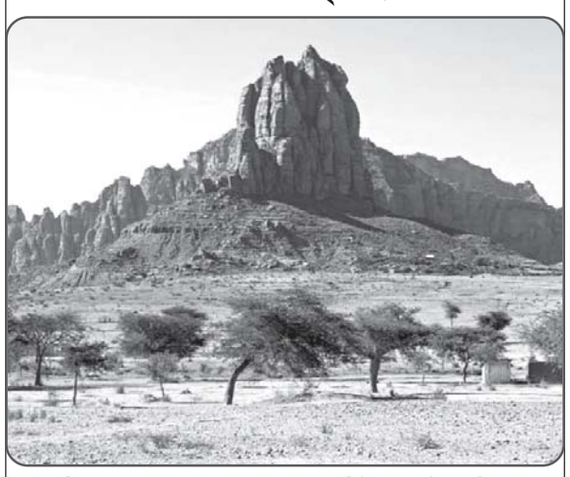

গোটা বিশ্বে ২০২২ সাল শুরু হয়েছে। কিন্তু বিশ্বের একটি দেশে এখনও ২০১৩ সাল চলছে। দেশটি আফ্রিকার। বিশ্বের গভীরতম এবং দীর্ঘতম গুহা এখানেই। আবার বিশ্বের সবচেয়ে উষ্ণতম স্থানও এই অঞ্চলেই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে পূর্ণ এই দেশ। দেশটির তার ইথিওপিয়া।
কিন্তু কেন এই দেশটিতে এখন ২০১৩ সাল? কারণ ইথিওপিয়ার ক্যালেন্ডারে বিশ্বের প্রচলিত ক্যালেন্ডার থেকে ৯ বছর পিছিয়ে। তাদের নিজস্ব ক্যালেন্ডার রয়েছে। যেটি চলতি গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার থেকে সাড়ে আট বছর পিছিয়ে রয়েছে। এখানে নতুন বছর উদ্‌যাপিত হয় ১১ সেপ্টেম্বরে। ১২ মাসের বদলে প্রতি ১৩ মাস পরে এখানে বছর আসে।
আর এক আশ্চর্য ব্যাপার রয়েছে এই দেশের দিনপঞ্জিতে। গ্রিক ভাষায় "প্যাগিউম" বা ইংরেজিতে "ফরগটেন ডেজ" নিয়ে ইথিওপিয়ান ক্যালেন্ডারে তৈরি হয় একটি মাস। মোট কথা এদের ক্যালেন্ডার এখনও ২০১৩ সালেই আটকে থাকায় ইথিওপিয়ায় ভ্রমণে যাওয়া লোকজনের সে দেশে হোটেল বুকিং ও অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রেই বেশ সমস্যা ঘটে। গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডারের আগে বিশ্বে চলত জুলিয়ান ক্যালেন্ডার। ফলে জুলিয়ান ক্যালেন্ডারকে সরিয়ে গ্রেগরিয়ান ক্যালেন্ডার যখন এলো, তখন অনেক দেশ এই নতুন দিনপঞ্জির বিরোধিতা করেছিল। ইথিওপিয়াও ছিল সেইরকম এক দেশ। তার মানে এই দেশটির ক্যালেন্ডার জুলিয়ান অনুসারী, বরং ইথিওপিয়ার অর্থোডক্স টিওয়াহেদো চার্চের দিনপঞ্জির সঙ্গেই এদের সরকারি ক্যালেন্ডারের কিছু কিছু মিল পাওয়া যায়।

মোদির নিরাপত্তা মামলায় ৪ সদস্যের তদন্ত কমিটি তৈরি করলো সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি।। পাঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রীর কনভয় আটকে পড়ার ঘটনার তদন্তে চার সদস্যের তদন্তকারী কমিটি গঠন করল সুপ্রিম কোর্ট। ওই কমিটির নেতৃত্ব দেবেন সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। এছাড়া প্যানেলের বাকি তিন সদস্য হিসেবে থাকছেন চণ্ডীগড়ের ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, জাতীয় তদন্ত সংস্থা এনআইএ-র আইজি এবং হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ এই রায় দিয়েছে। একই সঙ্গে পাঞ্জাবে প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বিপর্যয়ের ঘটনায় ইতিমধ্যে যেসব তদন্ত শুরু হয়েছিল, তা-ও বন্ধ করতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। গত বুধবার পাঞ্জাবে একটি জনসভায় যাওয়ার পথে কৃষকদের বিক্ষোভের জেরে মোদির কনভয় প্রায় ১৫-২০ মিনিট আটকে থাকে একটি উড়ালপুলের উপর। ঘটনাটি নিয়ে ইতিমধ্যেই তুঙ্গে উঠেছে বিজেপি-কংগ্রেস বাগযুদ্ধ। একদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে ঘটনাটিকে পাঞ্জাব সরকারের গাফিলতি বলে স্পষ্ট উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে, পাঞ্জাবের কংগ্রেস সরকারের বক্তব্য, স্বতঃস্ফূর্ত কৃষক আন্দোলনের জেরেই এই ঘটনা। এতে পাঞ্জাব সরকারের কিছু করার ছিল না। যদিও এই ঘটনায় তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গড়েছিল পাঞ্জাব প্রশাসন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট সোমবার জানিয়ে দেয়, মোদির নিরাপত্তা বিপর্যয়ের অন্যান্য তদন্ত প্রক্রিয়া চালু করার দরকার নেই। প্রধান বিচারপতি এনভি রমানা জানান, পাঞ্জাবের ডিজি এ ব্যাপারে তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দিতে পারেন সুপ্রিম কোর্টের কাছে। সোমবার এ সংক্রান্ত মামলাটির শুনানি ছিল প্রধান বিচারপতি এনভি রমানা, বিচারপতি হিমা কোহলি এবং বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চে। সরকারের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর সফর অনেকদিন আগে থেকেই পরিকল্পিত ছিল। প্রধানমন্ত্রীর যাতায়াতের পথে যাতে কোনওরকম বাধা বিপত্তি না আসে তা দেখার কথা ছিল রাজ্য সরকারের। তাঁরা সেই দায়িত্ব পালন করেননি। এটা সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের গাফিলতি। অথচ তারপরও পাঞ্জাব সরকার দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মীদের বাঁচানোর চেষ্টা করছে।"

করোনা আক্রান্ত প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং

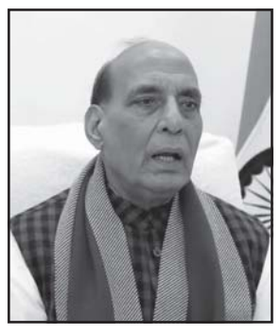

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি।। ফের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় করোনার হানা। এবার সংক্রমিত দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। মৃদু উপসর্গ রয়েছে। রয়েছেন কোয়ারেনটাইনে। সোমবার বিকেলে নিজেই টুইট করে সেই খবর দিয়েছেন। টুইটারে রাজনাথ লিখেছেন, "করোনা আক্রান্ত। মৃদু উপসর্গ রয়েছে। কোয়ারেনটাইনে রয়েছি। সম্প্রতি যাঁরা আমার সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরা আইসোলেশনে থাকুন। কোভিড পরীক্ষাও করিয়ে নিন।" উল্লেখ্য, করোনার প্রথম ও দ্বিতীয় ঢেউতে নিজেকে সুরক্ষিত রেখেছিলেন

● এরপর দুইয়ের পাতায়

বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টে প্রথম হিন্দু নারী বিচারপতি হলেন কৃষ্ণা দেবনাথ

মাছুম বিল্লাহ, ঢাকা, ১০ জানুয়ারি।। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন কৃষ্ণা দেবনাথ। তিনি সর্বোচ্চ আদালতে হিন্দু নারী হিসেবে আপিল বিভাগের প্রথম বিচারপতি। রবিবার বিচারপতি কৃষ্ণা দেবনাথ আপিল বিভাগের বিচারপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। এর আগে বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথম হিন্দু হিসেবে প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন সুরেন্দ্র কুমার সিনহা। তিনি দায়িত্ব পালনকালে হাসিনা সরকারের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে কানাডায় পাড়ি জমান। সর্বোচ্চ আদালতের আরও দুই একজন হিন্দু বিচারপতি থাকলেও নারীদের হিসেবে প্রথম নিয়োগ পেয়েছেন কৃষ্ণা দেবনাথ। নবনিযুক্ত বিচারপতি কৃষ্ণা দেবনাথ বলেন, 'প্রধান বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী এই অঙ্গন থেকে দুর্নীতি দূর করার যে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন, নিশ্চয়ই আমরা তার সাথী হব। আর ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় অবশ্যই সচেষ্ট থাকব।' তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলেন, 'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শক্তি। তোমার সেবার মহান দুঃখ সহিবারে দাও ভক্তি।' ১৯৫৫ সালের ১০ অক্টোবর বিচারপতি কৃষ্ণা দেবনাথ রাজবাড়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন বিচারপতি কৃষ্ণা দেবনাথ। এরপর তিনি ১৯৮১ সালের ৮ ডিসেম্বর জুডিশিয়াল সার্ভিসে মুনসেফ হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৯৮ সালের ১ নভেম্বর পদোন্নতি পান জেলা ও দায়রা জজ হিসাবে। ১২ বছর জেলা জজ হিসাবে দায়িত্ব পালনের পর ২০১০ সালের ১৮ এপ্রিল হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ পান। দুই বছর দক্ষতার সঙ্গে অতিরিক্ত বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালনের পর তাকে স্থায়ী বিচারপতি হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৯৯০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভাড ল' স্কুলে সার্টিফিকেট কোর্সে অংশ নেন বিচারপতি কৃষ্ণা দেবনাথ। ১৯৯৬ সালে কানাডায় অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল উইমেন জাজেস অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলনে যোগ দেন। ২০১২ সালে যোগ দেন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল উইমেন জাজেস অ্যাসোসিয়েশনের সম্মেলনে।

ধাক্কা বিজেপির, মন্ত্রী ও বিধায়ক পদে ইস্তফা মাইকেল লোবোর

পানাজি, ১০ জানুয়ারি।। দেশের পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে গোয়া। এবার গোয়ায় বিধানসভা নির্বাচনের মুখে ধাক্কা খেল শাসক দল বিজেপি। ভোটের ঠিক আগে বিজেপি সরকারের মন্ত্রী মাইকেল লোবো উপেক্ষার অভিযোগ তুলে ইস্তফা দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সবন্তের কাছে পদত্যাগপত্র পেশের পর সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন, আশা করছি আমার নির্বাচন কেন্দ্রে কালানগুটের মানুষ এই সিদ্ধান্তকে সম্মান করবেন। মাইকেল লোবো আরও জানিয়েছেন, তিনি মন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়েছেন। বিধায়ক পদেও ইস্তফা দিয়েছেন। অন্য দলগুলির সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা চলছে বলেও জানিয়েছেন লোবো। তিনি বলেছেন, দলে আমার ও দলের কর্মীদের উপেক্ষিত হওয়ার বিষয়টি নিয়ে খুবই অসন্তুষ্ট। রাজ্যের প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মনোহর পর্রীকরের ঐতিহ্য এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো কেউ বিজেপিতে নেই বলেও মন্তব্য করেছেন লোবো। উল্লেখ্য, মাইকেল লোবোর আগে কিছুদিন আগেই বিজেপির আরও দুই বিধায়ক ইস্তফা দিয়েছেন। দুই বিজেপি বিধায়ক কার্লোস আলমেডিয়া ও এলিনা সালদানা দল থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন। গত শনিবারই রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করা হয়েছে। রাজ্যে এক দফাতেই ভোটগ্রহণ করা হবে। আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি গোয়া বিধানসভার ৪০ আসনের জন্য ভোটগ্রহণ করা হবে। ১০ মার্চ ভোট গণনা। বর্তমানে গোয়াতে ক্ষমতাসীন বিজেপি। তাদের রয়েছে ২৫ বিধায়ক ও এক নির্দল বিধায়কের সমর্থন। যদিও গত বিধানসভা নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়েছিল কংগ্রেস। কিন্তু তারা সরকার গঠন করতে ব্যর্থ হয়। মন্ত্রী পদে ইস্তফা দেওয়ার পর লোবো কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন বলে খবর। লোবো বলেছেন, আসন্ন নির্বাচনের কথা ভেবেই আজকের সিদ্ধান্ত। বিজেপির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ১৫ বছরের। সেজন্য একটা দুঃখ ও ব্যথা অনুভব করছেন। কিন্তু বিজেপির তাঁর মতো কর্মীর দরকার নেই। দল ছুঁড়ে ফেলে দেবে, তার জন্য অপেক্ষা করা উচিত নয়। সসম্মানেই বেরিয়ে যাওয়া উচিত।

দেশে একদিনে করোনা আক্রান্ত ১,৭৯,৭২৩

নয়াদিল্লি, জানুয়ারি।। দেশে করোনা ভাইরাসের তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়ছে। আর এই ঢেউ কার্যত বেলাগাম হয়ে উঠেছে সংক্রমণ। ঝড়ের গতিতে বাড়ছে দৈনিক আক্রান্তর সংখ্যা। সোমবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত'র সংখ্যা ১ লক্ষ ৭৯ হাজার ৭২৩। রবিবার দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৬৩২। গতকালের তুলনায় দৈনিক সংক্রমণ বাড়ল প্রায় ১২ শতাংশ। দেশে মোট করোনা আক্রান্তর সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ৫৭ লক্ষ ৭ হাজার ৭২৭। এদিনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত একদিনে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা ১৪৬। গতকালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, একদিনে মৃতের সংখ্যা ছিল ৩২৭। সবমিলিয়ে দেশে করোনা মহামারীতে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪ লক্ষ ৮৩ হাজার ৯৩৬। দেশে অ্যাক্টিভ আক্রান্তের সংখ্যা অর্থাৎ এই মুহূর্তে চিকিৎসাধীনের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৭ লক্ষ ২৩ হাজার ৬১৯। এরইমধ্যে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

ভোটমুখী রাজ্যগুলিতে টিকার শংসাপত্রে মোদির ছবি নয়, সিদ্ধান্ত নির্বাচন কমিশনের

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি।। দেশের পাঁচ রাজ্যে আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে ওই পাঁচ রাজ্যে করেনা টিকার শংসাপত্র থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। ভোটের আগে পাঁচ রাজ্যেই জারি হয়ে গিয়েছে নির্বাচনি আদর্শ আচরণবিধি। সেই বিধি মেনেই এই সিদ্ধান্ত। জাতীয় নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এই পাঁচ রাজ্যে টিকার অ্যাপ কো-উইন থেকে শংসাপত্র ডাউনলোড করলেও তাতে মোদির ছবি থাকবে না। তার জন্য জরুরি ভিত্তিতে একটি ফিল্টার লাগানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে ওই অ্যাপে। এর আগে গত বছর এপ্রিল-মে মাসে পশ্চিমবঙ্গ-সহ একাধিক রাজ্যে নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন একই নিয়ম বলবৎ করেছিল কমিশন। বিরোধী দলগুলি সে-সময় অভিযোগ করেছিল টিকার শংসাপত্রে মোদির ছবি থাকলে তা পরোক্ষে বিজেপির প্রচারে কাজে লাগছে। দেশে টিকাকরণ প্রক্রিয়াকে প্রধানমন্ত্রী নিজের প্রচারের কাজে লাগাচ্ছেন বলে প্রথম থেকেই অভিযোগ করে আসছিল কংগ্রেস। তাদের বক্তব্য ছিল, টিকাকরণ মানুষের জীবন বাঁচাতে যত না কাজে লাগছে তার চেয়ে অনেক বেশি কাজে দিচ্ছে মোদির আত্মপ্রচারে। এ ব্যাপারে মোদি এবং বিজেপি সরকারকে বারবার আক্রমণ করেছেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরাও। তবে তাতে টিকার শংসাপত্র থেকে মোদির ছবি স্থায়ীভাবে সরেনি। বদলে কেরল হাইকোর্টে এ নিয়ে মামলা করা হলে মামলাকারীকেই জরিমানা করে হাইকোর্ট। মামলাটিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আখ্যা দিয়ে এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয় মামলাকারীকে। সেই সঙ্গে বিচারপতি জানিয়ে দেন দেশের টিকাকরণের শংসাপত্রে প্রধানমন্ত্রীর ছবি থাকা দোষের নয়। থাকতেই পারে। শনিবার পাঁচ রাজ্যে ভোট ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। উত্তরপ্রদেশ, মণিপুর, পাঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড এবং গোয়ায় আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি শুরু হবে নির্বাচন প্রক্রিয়া। এর মধ্যে উত্তরপ্রদেশে সাত দফায়, মণিপুরে দু' দফায় এবং বাকি তিন রাজ্যে এক দফায় ভোট হবে। ফল জানা যাবে ১০ মার্চ।

করোনায় হাসপাতালে ভর্তির হার ৫-১০ শতাংশ

দ্রুত বদলাবে পরিস্থিতি, জানাল স্বাস্থ্যমন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি।। কোভিডের তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়েছে দেশে। লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়েছে সংক্রমণ। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানাল, আক্রান্তদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৫-১০ শতাংশ রোগী। উদ্বিগ্ন মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, পরিস্থিতি দ্রুত বদলাচ্ছে, ফলে হাসপাতালে ভর্তির সংখ্যা পরে বাড়তে পারে। সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে সবরকম পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকতে বলা হয়েছে। সোমবারও করোনা সংক্রমণের পরিসংখ্যান উদ্বেগ বাড়িয়েছে দেশে। এদিন নতুন করে ভারতে আক্রান্ত হয়েছে ১ লাখ ৭৯ হাজার জন। দৈনিক সংক্রমিতের হার ১৩.২৯ শতাংশ। আশ্চর্যের শোনালেও দশদিন আগেও দেশে দৈনিক করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ১০ থেকে ১৫ হাজার। এদিন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছে, "এতখানি সংক্রমণের পেছনে ওমিক্রন রয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছে। এই সঙ্গে দেশের একটি বড় অংশে করোনার ডেল্টা স্ট্রেনেও সংক্রমিত হচ্ছে মানুষ।" সরকারি তথ্য বলছে, এখনও পর্যন্ত ৪ হাজার ওমিক্রন আক্রান্তের খোঁজ মিলেছে দেশে। এই আক্রান্তেরা অন্যদের দ্রুত হারে সংক্রমিত করছে বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞরা। এদিকে বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশের সবকটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে সতর্ক করেছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক। অক্সিজেন শয্যা, আইসিইউ বিভাগ, ভেন্টিলেটারের দিকে বিশেষভাবে নজর দিতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি কোভিড কেয়ার সেন্টারগুলিতে পর্যাপ্ত অক্সিজেন শয্যার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীর অভাবে জুনিয়র ডাক্তার, নার্স, মেডিক্যাল পাঠরত পড়ুয়াদেরও কাজে লাগাতে বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত, সোমবার থেকেই করোনার অতিরিক্ত ডোজ দেওয়া শুরু হয়েছে স্বাস্থ্যকর্মী ও প্রথমসারির যোদ্ধাদের। সোমবার থেকে সেই টিকাপ্রদানের কাজ শুরু হয়েছে এ রাজ্যেও। প্রাথমিকভাবে প্রায় সাড়ে ৫ লক্ষ প্রথম সারির যোদ্ধা পাবেন টিকার বুস্টার ডোজ। এছাড়া কো-মর্বিডিটি যুক্ত ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তিরা প্রথম ধাপেই এই ডোজ পাবেন। কো-উইন অ্যাপে রেজিস্ট্রেশন না করলেও ঝক্কি নেই। সহজেই টিকাশিবির থেকে বুস্টার ডোজ পেতে পারবেন তাঁরা। এমনই খবর স্বাস্থ্যভবন সূত্রে।

পাঞ্জাবে প্রথম পছন্দ আপ

এবিপি নিউজ-সি ভোটারের সমীক্ষা

চণ্ডীগড়, ১০ জানুয়ারি।। একাধিক রাজনৈতিক সমীকরণের আবহে পাঞ্জাবে এবার ক্ষমতায় কারা? এনিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চর্চা। তবে, এবিপি-সি ভোটার ওপিনিয়ন পোল বলছে, কৃষক আন্দোলনের অন্যতম উৎসস্থল এই রাজ্যে এবার "ফার্স্ট বয়ের" দরজা পেতে পারে আম আদমি পার্টি। তবে, অন্যদের পিছনে ফেলে বেশি আসন পেলেও, একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে না অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল। পাঞ্জাবে কংগ্রেসে অন্তর্দ্বন্দ্ব আজ সুবিদিত। কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন আগেই। বিধানসভা নির্বাচনের আগে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপি-র সঙ্গে হাতও মিলিয়ে নিয়েছেন পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিংহ। কৃষি আইন নিয়ে গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে সমঝোতা চলছে বলে আগেই জানিয়েছিলেন তিনি। পাশাপাশি জানিয়ে দেন, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে পাঞ্জাবে বিজেপি-র সঙ্গে জোট গড়ে লড়বে তাঁর দল পাঞ্জাব লোক কংগ্রেস। এদিকে বর্ষীয়ান এই নেতা বেরিয়ে যাওয়ার পর কংগ্রেস ভরসা রেখেছেন নভজ্যোৎ সিংহ সিধু'র ওপর। তাঁকে দলের প্রদেশ সভাপতি করা হয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেস কতটা ফলাফল করতে পারে সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল। অন্যদিকে শিরোমণি আকালি দল তার দীর্ঘদিনের শরিক বিজেপির সঙ্গ ত্যাগ করেছে। জোট বেঁধেছে বিএসপি-র সঙ্গে। আম আদমি পার্টিও নিজেদের সংগঠন মজবুত করেছে এই রাজ্যে। এই পরিস্থিতিতে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে পাঞ্জাবে। ১১৭টি আসনে নির্বাচন। এবিপি নিউজ-সি ভোটারের জনমত সমীক্ষা বলছে, আম আদমি পার্টি সবথেকে বেশি আসন পেতে চলেছে। তবে ৫৯টি আসন পেয়ে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে না। ৫২-৫৮টি আসন পেতে পারে কেজরির দল। অন্যদিকে কংগ্রেসের ঝুলিতে যেতে পারে ৩৭-৪৩টি আসন। দ্বিতীয় স্থানে থাকবে তারা। শরিক দলকে নিয়ে কিংমেকার হয়ে উঠতে পারে শিরোমণি আকালি দল। তারা পেতে পারে ১৭-২৩টি আসন। কিন্তু, খুব একটা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না বিজেপি। তাদের ঝুলিতে খুব জোর ১-৩টি আসন যেতে পারে বলে উঠে এসেছে সমীক্ষায়।

লাইফ স্টাইল

কারও বার বার কোভিড হচ্ছে কারও একবারও হচ্ছে না

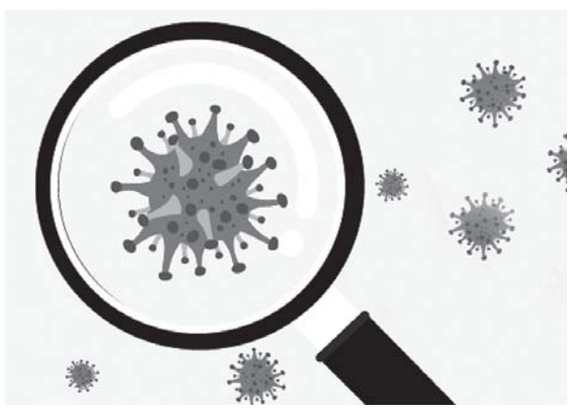

এক-দু'বার নয়, কেউ কেউ তিন বারও কোভিডে আক্রান্ত হচ্ছেন। হয়তো সংক্রমণের ফলে প্রথম বারের মতো সমস্যা পরের বারে হচ্ছে না, কিন্তু তবু সংক্রমিত হচ্ছেনই তাঁরা। আর এর পাশাপাশি রয়েছেন আরও বহু মানুষ, যাঁরা কখনও কোভিডে সংক্রমিত হচ্ছেন না। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় কোনও ঢেউই তাঁদের উপর এখনও তেমন আঁচ ফেলতে পারেনি। এর কারণ কী? কেন বহু মানুষের কখনও কোভিড সংক্রমণ হচ্ছে না? এই প্রশ্নের উত্তর দিল হালের গবেষণা। সোমবার 'দ্য ইমপেরিয়াল কলেজ অব লন্ডন'-এর তরফে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে এর সম্ভাব্য কারণ। কেন অনেকে একবারও কোভিডে সংক্রমিত হচ্ছেন না, সে কথা বলতে গিয়ে গবেষকরা বলেছেন, এর রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে সাধারণ জ্বর কার ক্ষেত্রে কতটা হয়, তার উপর।
ঠিক কী বলেছেন বিজ্ঞানীরা? তাঁদের মতে, কার কোভিড হবে, এবং কার হবে না তার পুরোটা নির্ভর করছে শরীরের T-cells-এর উপর। রোগ প্রতিরোধ শক্তির পুরোটাই দাঁড়িয়ে থাকে এর উপরেই। কারও কারও ক্ষেত্রে এই T-cells কোভিডকে আটকে দেয়।
কীভাবে কাজ করে এই T-cells? ধরা যাক, কারও জ্বর হল। তাঁর শরীর ওই জ্বরের জীবাণুর সঙ্গে লড়াই করার পরে সেই জীবাণুটির স্মৃতি T-cells-এর মধ্যে জমিয়ে রাখে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই স্মৃতি দুর্বল হতে থাকে। কিন্তু কারও কারও ক্ষেত্রে এই T-cells-এর স্মৃতি বেশ জোরদার। তারা দীর্ঘ সময়ের জন্য শরীরে থেকে যায়। তার মধ্যে জ্বরের জীবাণু আবার ঢুকলে সেগুলিকে যেমন আটকে দিতে পারে, তেমন আটকে দিতে পারে কোভিডের জীবাণুকেও।
কাদের কোভিড হচ্ছে না সেক্ষেত্রে?
দ্য ইমপেরিয়াল কলেজ অব লন্ডনের গবেষণাটি বলছে, যাঁদের সাধারণ ঠান্ডালাগা বা জ্বর বিশেষ হয় না, তাঁদের কোভিড তুলনায় কম হচ্ছে। কারণ তাঁদের T-cells-এর স্মৃতিশক্তি তুলনায় বেশি।
তবে গবেষক দলের অন্যতম প্রধান অজিত লালবনি সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, এক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে:
এখনও পর্যন্ত খুব বেশি মানুষকে নিয়ে এই পরীক্ষাটি করা হয়নি। ফলে এর সত্যতা নিয়ে কিছুটা সংশয় এখনও রয়েছে।
টিকা নেওয়াই কোভিড থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখার সবচেয়ে ভালো রাস্তা। জ্বর হয় না মানেই, আমি পুরোপুরি নিরাপদ এমন ধরে নেওয়ার কারণ নেই। হালে সাধারণ ঠান্ডা লাগা বা জ্বর হয়েছে মানে কোভিড হবে না এটাও ভাবতে যাবেন না।

অনিশ্চিত রঞ্জি ট্রফি, সমস্যায় ক্রিকেটাররা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি ঃ ক্রিকেটে এখন অর্থের জোয়ার। জাতীয় দলের হয়ে সারা জীবন না খেলেও একজন ক্রিকেটার বিশাল অঙ্কের অর্থের মালিক হতে পারে। কারণ আইপিএল রয়েছে। পাশাপাশি আছে রঞ্জি ট্রফি। আইপিএল সবাই খেলতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেক রাজ্যে অন্তত ২০ থেকে ২৫ জন ক্রিকেটার রঞ্জি ট্রফির স্কোয়াডে থাকে। প্রথম একাদশে না থাকলেও স্কোয়াডে থাকা প্রত্যেক ক্রিকেটারই সমান অর্থ পায়। গত বছর পর্যন্ত রঞ্জি ট্রফিতে ম্যাচ মানি ছিল দিন পিছু ৩৫ হাজার টাকা। অর্থাৎ চারদিনের জন্য ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা। বিসিসিআই বর্তমানে সেই অর্থের পরিমাণ বাড়িয়েছে। বলাই বাহুল্য, রঞ্জি ট্রফি না হলে ক্রিকেটাররা বিশাল আর্থিক সমস্যায় পড়বে। করোনার কারণে গত বছর রঞ্জি ট্রফি হয়নি। এবার শুরুর দিকে পরিস্থিতি আশানুরূপ ছিল। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি এবং বিজয় হাজারে ট্রফি নির্ধারিত সময়েই অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু আচমকাই করোনা পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যাওয়ায় রঞ্জি ট্রফি স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছে বিসিসিআই। ত্রিপুরার মতো রাজ্যের ক্রিকেটারদের পক্ষে যা বিশাল সমস্যা। কারণ জাতীয় দলে খেলার সুযোগ পাওয়া তো দূরে থাক, আইপিএল খেলার সুযোগও তারা পায় না। বলা যায়, এখনও পর্যন্ত রাজ্যের কোন ক্রিকেটার আইপিএল খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। অর্থ উপার্জনের জন্য তাই সবাই রঞ্জি ট্রফির দিকেই তাকিয়ে থাকে। এই অবস্থায় রঞ্জি ট্রফি যদি শেষ পর্যন্ত না হয় রাজ্যের সিনিয়র ক্রিকেটাররা প্রবল সমস্যায় পড়বে বলাই বাহুল্য। বিজয় হাজারে বা সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি রাজ্যের একজন

●এরপর দুইয়ের পাতায়

বড় ব্যবধানে জয়ী বিশ্রামগঞ্জ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি ঃ অনেক বছর ধরে টিএফএ পরিচালিত মহিলা লিগে অংশগ্রহণ করছে চলমান সংঘ। খেতাব জয়ের উদগ্র বাসনা নেই। তবে নতুন নতুন মেয়েদের ময়দানের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয় তারা। এবারও সেই লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নেমেছে। প্রথম ম্যাচে কিল্লা মর্নিং ক্লাবের কাছে বড় ব্যবধানে পরাস্ত হয়েছিল। সোমবার দ্বিতীয় ম্যাচেও তারা বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টারের কাছে হারলো। তবে এই পরাজয়ের মধ্যে কোন লজ্জা নেই। ফুটবলপ্রেমী ১১ জন মেয়ের লড়াই এটাই বুঝিয়ে দেয় যে, সুযোগ-সুবিধা পেয়ে তারাও ফুটবলকে অবলম্বন করে বড় হতে পারবে। বিশ্রামগঞ্জের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। মাঝে কয়েক বছর স্পোর্টস স্কুলের প্রাক্তনিদের নিয়ে বেশ ভালো দল গড়েছিল। এবার তাদের দলেও নতুন ফুটবলারদের প্রাধান্য বেশি। দুই দলের লড়াইয়ে জয় পেয়েছে বিশ্রামগঞ্জ। ক্রীড়াক্ষেত্রে উন্নয়নের বন্যা বয়ে যায় নেতা বা মন্ত্রীদের ভাষণে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার ছিটেফোঁটাও দেখা যায় না। অবশ্য এতদিন ধরে ছেলেদের ফুটবলের উন্নতির জন্যও কিছু করতে পারেনি সরকার সেখানে মেয়েদের জন্য কি করবে? টিএফএ বাৎসরিক উৎসবের মতো মহিলাদের দুইটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করে। অন্তত তাদের মাঠে নামানোর সুযোগ করে দেয় তারা। কিন্তু সরকারি তরফে সেরকম উদ্যোগও নেই। তারপরও চলমান বা বিশ্রামগঞ্জের দলগুলি অনেক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে মাঠে নামে। এদিন উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বিশ্রামগঞ্জ ৪-০ গোলে হারায় চলমান সংঘ-কে। ম্যাচের ১২ মিনিটে প্রথম গোলটি করে অলি হালাম। এরপর ৩২ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটিও আসে অলি-র পা থেকে। ৫ মিনিট পর বিশ্রামগঞ্জের হয়ে ব্যবধান ৩-০ করে প্রভাষিনী ওরাং। দলের হয়ে চতুর্থ গোলটি করে খুমিলা দেববর্মা। এদিনের ম্যাচ পরিচালনা করলেন অসীম বৈদ্য। আগামীকাল ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল বনাম কিল্লা মর্নিং ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে।

ধুঁকছে দফতর পরিচালিত সেন্টারগুলি

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি ঃ বেশ ঘটা করে গোটা রাজ্য জুড়ে অজস্র কোচিং সেন্টার চালু করেছিল ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতর। এক কুখ্যাত সহ-অধিকর্তা এসব সেন্টারগুলির মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেছিলেন। যদিও তিনি এখন সাসপেনশন আটকানোর কাজে ব্যস্ত। সেন্টারগুলির কি হাল তা দেখার সময় তার নেই। তার সঙ্গী হিসাবে ছিলেন এক জুনিয়র পিআই। এরাই রাজ্য জুড়ে এসব সেন্টারগুলি গড়ে তুলেছিল। যদিও গড়ে তোলাই সার। বাস্তবে এসব সেন্টারগুলি স্রেফ ধুঁকছে। শুরুর দিকে হাতে-গোনা কয়েকজন খেলোয়াড়দের দেখা মিলতো। বর্তমানে তাও নেই। স্বভাবতই ক্রীড়াপ্রেমীদের দাবি, এসব সেন্টারগুলি কেন কাগজে-কলমে চালু রাখা হয়েছে। এমনিতেই ক্রীড়া পর্ষদ পরিচালিত ৫০-রও বেশি সেন্টার রাজ্যে চালু রয়েছে। যেমনভাবেই হোক না কেন সেন্টারগুলি চলছে। খেলোয়াড়ও উঠে আসছে। এই সেন্টারগুলিকে আধুনিক মোড়কে গড়ে তুললে সেটা অনেক বাস্তবসম্মত হতো। কিন্তু যে রাজ্যে পরিকাঠামো বলতে কিছুই নেই, নেই পর্যাপ্ত ক্রীড়া সরঞ্জাম কিংবা প্রশিক্ষিত কোচ সেখানে শুধু সেন্টার গড়ে তুললেই খেলাধুলার উন্নতি হবে এমন ভাবনা অবাস্তব। অধিকাংশ সেন্টারগুলিতে স্কুলের পিআই-দের নিয়ে আসা হয়েছে। সবাই ঘরের কাছে চাকুরি করতে চায় বলে এই পিআই-দের জন্য কোচিং সেন্টার নামক প্রকল্প বাজারে ছাড়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। বাস্তবে সেটা প্রমাণিত। হাতে-গোনা দুই-একটি সেন্টার ছাড়া অধিকাংশ সেন্টারই ধুঁকছে। পিআই-দের নিয়মিত মাঠেও যেতে হয় না। সপ্তাহে একদিন চেহারা দেখিয়ে মাইনে পেয়ে যাচ্ছেন। আর মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা লোকরা সাসপেনশনের আশঙ্কায় দিন গুনছেন।

জুনিয়র দলে করোনার হাফ সেঞ্চুরি !

টুর্নামেন্ট স্থগিতের সিদ্ধান্ত নিল বিসিসিআই

নয়াদিল্লি, ১০ জানুয়ারি।। আশঙ্কাতেই অবশেষে পড়ল সিলমোহর। করোনা সংক্রমণের বাড়বাড়ন্তে যাবতীয় ঘরোয়া টুর্নামেন্টের পর এবার অনূর্ধ-১৯ টুর্নামেন্টও স্থগিত ঘোষণা করল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে জানানো হল, অতিমারী পরিস্থিতিতে ক্রিকেটারদের সুরক্ষা নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না বোর্ড। তাই এই সিদ্ধান্ত। নতুন বছরে করোনা চোখ রাঙাতেই রঞ্জি ট্রফি-সহ সমস্ত টুর্নামেন্ট অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করেছে বিসিসিআই। চলছিল শুধু অনূর্ধ-১৯ টুর্নামেন্ট। শুরু হয়েছিল নকআউট পর্ব। বাংলা যেমন হরিয়ানার বিরুদ্ধে খেলতে এই মুহূর্তে রয়েছে পুণেতে। কিন্তু সপ্তাহান্তে সেখানেও থাবা বসায় করোনা ভাইরাস। শোনা যায়, এই টুর্নামেন্টে অংশ নেওয়া অন্তত ৫০ জন ক্রিকেটার কোভিড পজিটিভ। তারপরই ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। প্রশ্ন ওঠে, এত ঝুঁকি নিয়ে কি টুর্নামেন্ট চালিয়ে যাওয়ার খুব দরকার আছে? সেই প্রশ্নেরই উত্তর মিললো সোমবার। বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বোর্ড জানা, দলের মধ্যে বেশ কয়েকজন করোনা আক্রান্ত হওয়ায় স্থগিত করা হল কোচবিহার ট্রফি। টুর্নামেন্টের নকআউট পর্ব ফের কবে হবে তা পরবর্তীতে নোটিশ দিয়ে জানানো হবে। লিগ পর্যায়ে মোট ২০টি ভেন্যুতে ৯৩টি ম্যাচের আয়োজন করা হয়েছিল। গোটা পরিস্থিতির উপর নজর রাখবে বোর্ড। সেই বুঝেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কিন্তু অন্যান্য লিগ বন্ধ হলেও এই টুর্নামেন্ট কেন চালিয়ে যাচ্ছিল বিসিসিআই ? শোনা যাচ্ছিল, চলতি মাসেই ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ রয়েছে। ক্রিকেটাররা কে কেমন অবস্থায় আছেন, একবার দেখে নিতে হত। যদিও ইতিমধ্যেই জুনিয়রদের বিশ্বকাপের দল বাছাই হয়ে গিয়েছে। তাই নকআউট পর্ব পিছিয়ে গেলে বিশেষ সমস্যা হওয়ার কথা হয়। তবে কারও কারও মতে, বোর্ডের কাছে হয়তো এই টুর্নামেন্ট রঞ্জি ট্রফির ট্রায়াল রান।

তালা বন্ধ যোগা ও জিম সেন্টার

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১০ জানুয়ারি ঃ ২০২১ সালের ২ ফেব্রুয়রি বেশ ঘটা করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব-র হাতে যোগ এবং মাল্টি জিম সেন্টারের দ্বারোদ্ঘাটন হয়েছিল। প্রায় এক বছর হতে চললো। কিন্তু দ্বারোদ্ঘাটনের পর থেকে এখনও পর্যন্ত তালা বন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে এই যোগা ও জিম সেন্টার। উত্তর সাড়াসীমার যোগ এবং জিম সেন্টার তালা বন্ধ থাকায় এলাকার মানুষ এই সেন্টারের কোন সুবিধাই নিতে পারছে না। ঋষ্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত উত্তর সাড়াসীমা। বিএডিপি প্রকল্পে একই ছাদের নিচে ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে যোগা সেন্টার এবং ২০ লক্ষ ১৯ হাজার ২৬৬ টাকা ব্যয়ে গড়ে তোলা হয় জিম সেন্টার। ঘটনা হলো, মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে প্রায় এক বছর আগে এই দুইটি সেন্টারের দ্বারোদ্ঘাটন হলেও সেন্টার পরিচালনার জন্য কোন কর্মী নিয়োগ করা হয়নি। এই কারণেই তালা বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে সেন্টার। অভিযোগ যে, এলাকার যুবক-যুবতিদের কথা মাথায় রেখে এই সেন্টারগুলি গড়ে উঠলেও কার্যতঃ বেকার অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এলাকাবাসীর কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা দক্ষিণ জেলা ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের আধিকারিকের সাথে সাক্ষাৎ করেন। আধিকারিক জানিয়েছেন যে, সেন্টারে কর্মীর অভাব। তাই তালা বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। বিষয়টা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। যেহেতু উত্তর সাড়াসীমা এলাকার যোগা এবং জিম সেন্টার জেলার ক্রীড়া দফতরের অধীন তাই এই দফতরের গ্রুপ-ডি কর্মীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু একবার এই যোগ ও জিম সেন্টারে কাজ করার পর তাকে আবার জেলা অফিসে ফিরে আসতে হয়। এই কারণেই প্রথম দিকে কিছুদিন তালা খোলা থাকলেও গত কয়েক মাস ধরে বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে এই দুইটি সেন্টার। অবিলম্বে এই দুইটি সেন্টারকে চালু করার দাবি উঠেছে এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে।

রেফারি পোস্টিং নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি ঃ তৃতীয় বা দ্বিতীয় ডিভিশনে সমস্যা ততটা গভীর আকার ধারণ করেনি। কিন্তু রাখাল শিল্ড শুরু হওয়ার পর থেকেই রেফারি পোস্টিং নিয়ে চাপান-উতোর শুরু হয়েছে। সিনিয়র লিগে অংশগ্রহণকারী দলগুলির বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে রেফারি ম্যানেজ করার অভিযোগ উঠেছিল। দুর্ভাগ্য, বিভিন্ন সময়ে টিএফএ-র কয়েকজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও এই অভিযোগ উঠেছিল। টিএফএ-র কয়েকজন কর্মকর্তা অতীতে বিভিন্ন সময়ে টিআরএ-র কাজে হস্তক্ষেপ করে বলে অভিযোগ উঠেছিল। এটাই হলো শহরের ফুটবলের চিরাচরিত ঐতিহ্য। রেফারি পোস্টিং-র দায়িত্ব টিআরএ-র। অথচ সেখানে হস্তক্ষেপ করে টিএফএ-র কয়েকজন কর্তা। অতীত বা বর্তমান কোন আমলেই এই নিয়মকে ব্যতিক্রম প্রমাণ করতে পারেনি। সদ্যসমাপ্ত রাখাল শিল্ড প্রতিযোগিতায় রেফারি পোস্টিং নিয়ে ক্লাবগুলি চূড়ান্তভাবে হস্তক্ষেপ করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এক্ষেত্রে টিএফএ-র এক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ উঠেছে। তিনি এক বিশেষ এক ক্লাবের হয়ে কাজ করেছেন বলে অভিযোগ। ওই ক্লাবের পছন্দমতো রেফারি পোস্টিং দেওয়ারও আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন টিএফএ-র ওই কর্মকর্তা। রাজ্যের এক সেরা রেফারি এখন কোন ম্যাচ পান না। তিনি নাকি বর্তমান টিআরএ-র কর্মকর্তাদের গুডবুকে নেই। একই অবস্থা হয়েছিল আরও কয়েকজন রেফারির ক্ষেত্রেও। শেষ সময়ে তাদের নাকি মুচলেকা দিয়ে ম্যাচ পেতে হয়েছে। বস্তুতঃ টিআরএ বর্তমানে হয়ে উঠেছে টিএফএ-র এক কর্মকর্তার ক্ষমতা জাহির করার সংস্থায়। টিএফএ-র পাশাপাশি টিআরএ-র তিনি সর্বেসর্বা হয়ে উঠতে চাইছেন। তার অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের কারণেই রেফারি পোস্টিং নিয়ে সমস্যা প্রবল হচ্ছে। কোন রেফারি একটি ক্লাবের পছন্দ না হলে গোটা ম্যাচ জুড়ে তার প্রতিফলন ঘটতে থাকে। প্রতি পদে পদেই ওই রেফারিকে অশ্রাব্য গালাগাল শুনতে হয়। শুধু সমর্থকরাই নয়, কোচ এবং কর্মকর্তারাও সুযোগ পেলেই ওই অপছন্দের রেফারিকে বিনা কারণে গালাগাল দিতে থাকে। অবশ্য রেফারিদের মধ্যে সবাই সাধু পুরুষ এমন নয়, তাদের একটা অংশ এককথায় দুর্নীতিবাজ। অর্থের জন্য তারা নিজেদের পেশার জলাঞ্জলি দিয়ে এসেছেন অতীতে। বর্তমানেও একাজ থেকে বিরতির ইচ্ছা তাদের নেই। টিএফএ-র কিছু কর্মকর্তা শুরু থেকেই টিআরএ-তে হস্তক্ষেপ করে আসছেন। বর্তমানে অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। তার জন্য একটা বিশেষ অংশের অসাধু রেফারি অনেকটাই দায়ী। বড় ম্যাচে অনামি রেফারিকে দায়িত্ব দেওয়া কিংবা ছোট ম্যাচে অভিজ্ঞ রেফারিকে দায়িত্ব দেওয়ার মতো ঘটনাগুলি প্রমাণ করে যে, টিআরএ এখন টিএফএ-র হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছে।

স্ট্রেংথ লিফটিং সংবাদ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি ঃ আগামী জুন মাসে কাজাকস্তানে অনুষ্ঠিত হবে আন্তর্জাতিক স্ট্রেংথ লিফটিং প্রতিযোগিতা। দীপক বর্মণ, সুকান্ত দাস এবং সীমা সাহা রাজ্যের এই তিন প্রতিযোগী ওই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। কোচ তপন আচার্য আশাবাদী যে, ত্রিপুরার এই খেলোয়াড়রা কাজাকস্তানের প্রতিযোগিতায় সফলভাবে অংশগ্রহণ করবে। অল ত্রিপুরা স্ট্রেংথ লিফটিং অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক নিখিল চন্দ্র দে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

কাজ করতে চান অবসরপ্রাপ্ত কোচরা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি ঃ সাই-র অবসরপ্রাপ্ত জিমন্যাস্ট কোচরা কাজ করতে চান। বিনিময়ে কোন কিছু দরকার নেই তাদের। শুধুমাত্র প্রশিক্ষণের সুযোগ দেওয়া হোক। এমনটাই তাদের আবেদন। সম্প্রতি উদয়পুরে জিমন্যাস্টিক্স সেন্টার গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অ্যাপারেটার্স আগে থেকেই ছিল। খোয়াই-এও বেশ কয়েক বছর আগে জিমন্যাস্টিক্স সেন্টার গড়ে তোলার জন্য উদ্যাগ নেওয়া হয়েছিল। কেনা হয়েছিল অ্যাপারেটার্স। উদয়পুর জিলা পরিষদ এবং গোমতী জেলা ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের উদ্যোগে এখানে সেন্টার খুব শীঘ্রই চালু হবে। ক্রীড়াপ্রেমীরা চায়, খোয়াই-এও একটি সেন্টার চালু হোক। অ্যাপারেটার্স রয়েছে, দরকার কোচ। এক্ষেত্রে মুশকিল আসান হতে পারে সাই-র অবসরপ্রাপ্ত কোচরা। এক কোচ জানিয়েছেন, সাই থেকে অবসর নেওয়ার পর আমরা প্রায় বসে রয়েছি। আমাদের কোন সাম্মানিক দিতে হবে না। শুধুমাত্র কাজ করতে দেওয়া হোক। অন্য এক কোচও তার বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়েছেন। ঘটনা হলো, দীপা কর্মকার-র উত্থানের পর থেকে রাজ্য জিমন্যাস্টিক্স যতটা এগিয়ে যাবে আশা করা গিয়েছিল তা হয়নি। দীপা-র ১০০ মাইলের মধ্যে আসার মতো কোন জিমন্যাস্টও এরাজ্যে নেই। তবে এটা মানতেই হবে, দীপা-র সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে অনেক অভিভাবকই তাদের ছেলে-মেয়েদের কোচিং সেন্টারে ভর্তি করিয়েছেন। যদিও কোচিং সেন্টার বলতে শুধুমাত্র সদরের সেন্টারগুলির কথাই বলা হচ্ছে। মহকুমার উৎসাহীরা ইচ্ছা থাকলেও সেন্টারের অভাবে জিমন্যাস্টিক্স-র কোচিং নিতে পারে না। এই অবস্থায় উদয়পুরে জিমন্যাস্টিক্স গড়ে তোলার উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে সবাই। বিশ্বেশ্বর নন্দী এবং দীপা কর্মকার সেন্টার পরিদর্শনও করেছেন। খুব দ্রুতই সেন্টার চালু করার জন্য উদ্যোগ চলছে। সমস্যা হচ্ছে কোচ। এই অবস্থায় সাই-র অবসরপ্রাপ্ত কোচদের যদি কাজে লাগানো যায় তবে সমস্যা মিটবে। দীপা-র পর যারাই উঠে এসেছে তাদের কেউই জাতীয় সিনিয়র ক্ষেত্রেও পাত্তা পায় না। যদিও তাদের আন্তর্জাতিক কোচ দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্য সরকারকে টুপি পরিয়ে আসছেন এই বলে যে, এরা প্রত্যেকেই ২০২৪-র প্যারিস অলিম্পিকের যোগ্যতা অর্জন করবে। যদিও রাজ্যের জিমন্যাস্টিক্স মহলের প্রশ্ন, সিনিয়র জাতীয় পর্যায়ে যারা পৌঁছাতে পারে না তাদের পক্ষে আদৌ অলিম্পিকে যাওয়া কি সম্ভব? আর শুধুমাত্র এনএসআরসিসি এবং সদরের কয়েকটি সেন্টারেই এখনও পর্যন্ত কোচিং সীমাবদ্ধ। দীপা-র মতো কেউ কেউ জন্মগত প্রতিভা নিয়ে জন্মায়। সেই সৌভাগ্য সবার হয় না। ছোট বয়স থেকেই নিয়মিত প্রশিক্ষণ নিতে হয়। দুর্ভাগ্য, ষাটের দশক থেকে রাজ্যে জিমন্যাস্টিক্স-র চর্চা শুরু হলেও ষাট বছর পরও মহকুমাস্তরে প্রসার লাভ করেনি জিমন্যাস্টিক্স। আপাতত সময় হয়েছে জিমন্যাস্টিক্স-কে ছড়িয়ে দেওয়ার। উদয়পুর পথ দেখিয়েছে। এবার অন্যদেরও এগিয়ে আসতে হবে। বর্তমানে জিমন্যাস্টিক্স অ্যাসোসিয়েশনের সচিব পদে রয়েছেন এক প্রাক্তন নামকরা জিমন্যাস্ট এবং বিখ্যাত কোচ। যদিও তিনি এখনও পর্যন্ত কোন সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করেছেন বলে খবর নেই। যেসব অবসরপ্রাপ্ত সাই কোচরা বিনা সাম্মানিকে কাজ করতে ইচ্ছুক তাদের কি কাজ করতে দেবেন সচিব? ওই কোচরা এই বিষয় নিয়েই আশঙ্কিত। তাদের বক্তব্য হলো, রাজ্যের জিমন্যাস্টিক্স-কে পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করতে চাইছেন ওই সচিব। ফলে বাইরের কাউকে তিনি গ্রহণ করবেন না। অন্য কোন কোচের হাতে ভালো মানের জিমন্যাস্ট উঠে আসবে এটাও নাকি তিনি সহ্য করতে পারেন না। কয়েক মাস আগে কৌশলে এক দক্ষ কোচকে খোয়াই-এ বদলি করা হয়েছিল নাকি তারই প্রত্যক্ষ ইন্ধনে। যদিও পরবর্তী সময়ে ওই

●এরপর দুইয়ের পাতায়

ক্লাব ক্রিকেট, রাজ্য ক্রিকেট যখন বন্ধ

টেনিস ক্রিকেট, প্রীতি ক্রিকেট নিয়ে ব্যস্ত টিসিএ-র কর্তারা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি ঃ কথিত আছে রোম নগরী যখন আগুনে জ্বলছিল তখন নাকি সম্রাট নিরো রাজপ্রসাদে বসে মনের সুখে বেহালা বাজাচ্ছিলেন। রাজ্য ক্রিকেটের অভিভাবক সংস্থা টিসিএ-র কর্তাদের অবস্থা নাকি অনেকটা ওই রোম সম্রাটের মতো। দুই বছর ধরে বন্ধ আগরতলা ক্লাব ক্রিকেট। টানা দুই সিজন ধরে টিসিএ-র ১৪টি ক্লাবের হয়ে ক্রিকেটাররা যখন মাঠে নামার অনুমতি বা সুযোগই পাচ্ছে না তখন নাকি টিসিএ-র কর্তারা কখনও প্রীতি ক্রিকেট তো কখনও টেনিস ক্রিকেট তো কখনও নাকি অন্য ক্রিকেটে নিজেরাই মাঠে নেমে পড়ছেন। শুধু তাই নয়, টিসিএ-র ইতিহাসে নাকি নজিরবিহীনভাবে টার্ফ উইকেটে এখন টেনিস ক্রিকেটের অনুমতি দিচ্ছেন বর্তমান কমিটির কর্তারা। প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং ক্রিকেট কোচরা অভিযোগ করে বলেন, ২০২০ এবং ২০২১ সিজনে টিসিএ-র উদ্যোগে না হয়েছে কোন ক্লাব ক্রিকেট না হয়েছে কোন রাজ্যভিত্তিক ক্রিকেট। যদিও ৭ জানুয়ারির পর এখন টিসিএ-র বড়-ছোট সব মাঠ খালি। আর টিসিএ-র নামি-দামি মাঠে নাকি এখন কখনও টেনিস ক্রিকেট তো কখনও প্রীতি ক্রিকেট হচ্ছে। এছাড়া খোদ টিসিএ-র কর্তারা কেউ কেউ নাকি কখনও টেনিস ক্রিকেট তো কখনও প্রীতি ক্রিকেটে ব্যাট হাতে নেমে পড়ছেন। জনৈক প্রাক্তন ক্রিকেটার বলেন, এদের আসলে লজ্জা নেই। দুই বছর ধরে ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ। শুধু আগরতলা নয় মহকুমাতেও ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ। দুই সিজন ধরে ক্লাব ক্রিকেটের দলবদল বন্ধ। তিন বছর ধরে রাজ্যভিত্তিক সিনিয়র ক্রিকেট বন্ধ। অভিযোগ, এই যখন রাজ্য ক্রিকেটের অবস্থা তখন দেখা যাচ্ছে রোম সম্রাটের মতো টিসিএ-র কর্তারা কেউ টেনিস ক্রিকেট তো কেউ প্রীতি ক্রিকেট খেলছেন। শুধু তাই নয়, ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ রেখে কখনও টেনিস ক্রিকেট তো কখনও প্রীতি ক্রিকেটের জন্য পুলিশ অ্যাকাডেমি এবং এমবিবি মাঠ দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকার খেলোয়াড়দের স্বার্থে এখনও খেলাধুলার উপর কোন বিধিনিষেধ আরোপ করেনি। ৫০ শতাংশ দর্শক নিয়ে খেলা করা যাবে। ক্রিকেটে তো একশো জন দর্শক হয় না। সুতরাং এমবিবি এবং পুলিশ মাঠে ক্লাব ক্রিকেট করা সম্ভব। তেমনি সম্ভব মহকুমাতেও সেখানকার ক্লাব ক্রিকেট করার। কিন্তু সম্রাট নিরো-র মতো ক্লাব ক্রিকেট, রাজ্য ক্রিকেট বন্ধ রেখে টিসিএ-র কর্তারা নাকি টেনিস ক্রিকেট, প্রীতি ক্রিকেটে মজা নিচ্ছেন। ওই প্রাক্তন ক্রিকেটার আরও বলেন, টিসিএ-র বর্তমান কমিটির দায়িত্বে যারা আছেন তাদের হয়তো লজ্জা কম। তারা হয়তো রাজনীতি বা টাকার লোভে টিসিএ-তে। তা না হলে দুই বছর ধরে ক্লাব ক্রিকেট বন্ধ। তিন বছর ধরে রাজ্য সিনিয়র ক্রিকেট বন্ধ রেখে এরা কি না কেউ টেনিস ক্রিকেট তো কেউ প্রীতি ক্রিকেটে খেলছে? আরও লজ্জার হলো, টিসিএ-র গুরুত্বপূর্ণ মাঠে এখন টেনিস ক্রিকেট বা প্রীতি ক্রিকেটের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে টিসিএ-র ১৪ ক্লাবকে দায়িত্বহীন এবং ক্রিকেটকে শেষ করার জন্য দায়ী বলেও অভিযোগ। প্রাক্তন ক্রিকেটাররা বলেন, অতীতে টিসিএ-তে এভাবে মাথানত করে থাকতে দেখা যায়নি ১৪টি ক্লাবকে। বছরের পর বছর ঘরোয়া ক্রিকেটের দলবদল হচ্ছে না, ক্লাব ক্রিকেট হচ্ছে না। কিন্তু যাদের প্রতিবাদ করার কথা তারা ভয়ে পালাচ্ছে। এই কমিটি তো আট মাস পর চলে যাবে। কিন্তু আগরতলা ক্লাব ক্রিকেটই শুধু নয়, এরাজ্যের ক্রিকেটকে ধ্বংস করে দিয়ে যাবে।

সিনিয়র লিগের উদ্বোধক বিমল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। আগামীকাল থেকে টিএফএ পরিচালিত সিনিয়র লিগ ফুটবল শুরু হবে। দুপুর আড়াইটায় মুখোমুখি হবে লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার বনাম পুলিশ আরসি। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করবেন প্রাক্তন বরেণ্য ফুটবলার বিমল কুমার রায় চৌধুরী। কিক অফ করবেন প্রাক্তন ফুটবলার শঙ্কর প্রসাদ মজুমদার। টিএফএ'র তরফে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

করোনা বিধি মেনে ফুটবল আজ থেকে লিগ শুরু উমাকান্তে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি ঃ রাখাল শিল্ড নক্আউট ফুটবল শেষ। এবার ৮ ক্লাবের সিনিয়র লিগ ফুটবল শুরু। এবারের শিল্ড ঘরে তুলেছে এগিয়ে চল সংঘ। সুতরাং লিগে তারা যেমন বাড়তি মনোবল নিয়ে মাঠে নামবে তেমনি তাদের উপর একটা অতিরিক্ত চাপও থাকবে। কেননা তাদের নামের পেছনে শিল্ড জয়ের কথা বলা হবে। শিল্ডে বড় বাজেটের দল যারা করেছে তারা লিগেও বড় দল নিয়ে মাঠে নামবে। শিল্ডে লালবাহাদুর সাফল্য পায়নি। এখন দেখার, লিগে লালবাহাদুর সাফল্য পায় কি না। এদিকে, আজ থেকে গোটা রাজ্যে করোনার নতুন বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। বলা হয়েছে, খেলার মাঠে বা স্টেডিয়ামে ৫০ শতাংশ মানুষের উপস্থিতিতে ম্যাচের আয়োজন করা যাবে। এছাড়া সামাজিক দূরত্ব এবং দর্শকদের মুখে মাস্ক রাখতে হবে। অবশ্য উমাকান্ত মাঠে এখন ১০০ শতাংশ দর্শক আশা করা যায় না। তবে তারপরও মাঠে করোনা বিধি কঠোরভাবে মানতে হবে। টিএফএ-র উচিত ফুটবলারদের জীবন সুরক্ষার জন্য যেন মাঠে করোনা বিধি কঠোরভাবে মানা হয়। এদিকে, শিল্ডের ব্যর্থতা ভুলে গিয়ে ফরোয়ার্ড ক্লাবও লিগে নতুন করে অভিযান শুরু করবে। বলা চলে, লিগে এগিয়ে চল সংঘের চ্যালেঞ্জ এখন বাকি দলগুলি। তবে ঘটনা হচ্ছে, উমাকান্ত মাঠ। শহরে মাঠ সমস্যায় টিএফএ এখন প্রতিদিন উমাকান্ত মাঠে দুইটি করে ম্যাচ রাখছে। বেলা ১২টায় মহিলা লিগ এবং বেলা ২.৩০ মিনিটে সিনিয়র লিগের ম্যাচ। আগামীকাল সিনিয়র লিগের উদ্বোধনী ম্যাচে লালবাহাদুরের মুখোমুখি হবে ত্রিপুরা পুলিশ। সিনিয়র লিগে মোট ২৮টি ম্যাচ। টিএফএ আপাতত ৮টি ম্যাচের ক্রীড়াসূচি ঘোষণা করেছে। আগামী ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত খেলা দেওয়া হয়েছে। ৮ দিনে ৮টি দল দুইটি করে ম্য

ছাত্র সংঘর্ষে রক্তাক্ত কলেজ চত্বর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ জানুয়ারি।। নবীনবরণের শেষে ছাত্র সংঘর্ষের রেশ কাটার আগেই পুনরায় সংঘর্ষ ঘটে তেলিয়ামুড়া সরকারি মহাবিদ্যালয় চত্ত্বরে। এদিনের সংঘর্ষে রক্তাক্ত হন প্রথম বর্ষের ছাত্র ঋতুরাজ ঘোষ। ঘটনার খবর পেয়ে বিশাল পুলিশ বাহিনী কলেজ চত্ত্বরে ছুটে আসে। মুহূর্তের মধ্যেই চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। আহত ছাত্রের পরিজনরাও কলেজে ছুটে আসেন। জানা গেছে, কয়েকদিন আগে কলেজের নবীনবরণ অনুষ্ঠান শেষে সন্ধ্যায় টাউন হল চত্ত্বরে দুই ছাত্র গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ ঘটেছিল। সেই ঘটনার রেশ সোমবার কলেজ চত্ত্বরে আছড়ে পড়ে। সোমবার দুই ছাত্রের মধ্যে কোন একটি বিষয় নিয়ে ঝগড়া হয়। তাদেরকে সামাল দিতে গিয়ে আক্রান্ত হন ঋতুরাজ ঘোষ। অভিযোগ, তৃতীয় সেমিস্টারের ছাত্র রাকেশের সাথে অপর এক ছাত্রের ঝগড়া হয়েছিল। তবে কি কারণে ঝগড়া হয়েছে তা এখনও জানা জায়নি। খবর পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। আহত ছাত্রকে নিয়ে যাওয়া হয় তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে। পুলিশ ঘটনাস্থলে আসার পরই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। এদিকে ঋতুরাজ ঘোষের এক পরিজন জানান, কলেজে পড়াশোনার পরিবেশ নেই। সেই কারণেই বেধড়কভাবে এক ছাত্রকে মারধর করা হয়েছে। তারা বিষয়টি নিয়ে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের সাথে কথা বলেছেন। এদিকে, ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এ বিষয়ে জানান তিনি ঘটনার খোঁজখবর নিচ্ছেন। নিজেদের মধ্যে বিষয়টি যাতে মীমাংসা করে নেওয়া যায় সেই চেষ্টা করবেন। তবে শিক্ষানুরাগী মহলে প্রশ্ন উঠছে কলেজ চত্ত্বরে বার বার কেন এই ধরনের ঘটনা ঘটছে?

বাইপাসে বড় বিপদ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি।। বাইপাসে যান দুর্ঘটনা অব্যাহত। সোমবার গভীর রাতে ভয়ঙ্কর এক দুর্ঘটনার সাক্ষী রইল বাইপাস। সেখানে বড় গর্ত করে কাজ চললেও তার চারদিকে ব্যারিকেড তৈরি করে রাখা হয়নি। আর তার কারণেই একটি ই-রিকশা সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় সে বড় গর্তে পড়ে যায়। ই-রিকশায় থাকা লোকজন মারাত্মকভাবে জখম হয়েছেন। ফায়ার সার্ভিস খবর পেয়ে আহতদের হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছে বলে খবর। তবে বাইপাসে এই ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন ঘটনার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এমনিতেই যানবাহন চালকদের তরফে অভিযোগ করা হচ্ছে, বাইপাসের রাস্তা খানা খন্দে পরিণত হওয়ায় প্রতিনিয়ত ঘটছে দুর্ঘটনা। একদিকে যেমন দুর্ঘটনা বেড়েই চলেছে, আবার এই এলাকায় নেশাকারবারের ঘটনাও বৃদ্ধি পাওয়ায় অপরাধজনিত ঘটনা ঘটেই চলেছে। গত কয়েক বছর ধরে বাইপাসের দিকে বাড়তি নজর

● এরপর দুইয়ের পাতায়

মন্দিরে চুরিকাণ্ডের অভিযুক্ত আটক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলপুর, ১০ জানুয়ারি।। কমলপুর রামঠাকুর মন্দিরের চুরির ঘটনায় এক অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে। থানা সূত্রে খবর, কেশব শীল নামে ওই যুবক এদিন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় একটি জুয়েলারি দোকানে গিয়ে স্বর্ণালঙ্কার বিক্রি করার চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যবসায়ীর বিষয়টি সন্দেহজনক বলে মনে হয়। তাই তিনি কেশব শীলকে জানিয়ে দেন স্বর্ণালঙ্কার কেনার মত টাকা তার কাছে নেই। পরবর্তী সময় কেশব বাড়িতে চলে আসে। এদিকে জুয়েলারি দোকানের মালিক ঘটনাটি পার্শ্ববর্তী ব্যবসায়ীদের জানান। খবর পেয়ে আশ্রম কমিটির কর্মকর্তারা ছুটে আসেন। তাদের কাছ থেকে ব্যবসায়ীরা নিশ্চিত হন কেশব শীল যে স্বর্ণালঙ্কার বিক্রির উদ্দেশে নিয়ে এসেছিল সেগুলো মন্দির থেকে চুরি করা হয়েছে। তাই পুলিশকে সাথে নিয়ে ভট্টাচার্যপাড়াস্থিত কেশব শীলের বাড়িতে যায় আশ্রম কমিটির লোকজন। জানা গেছে, কেশব শীল কমলপুর শহরে একটি সেলুন দোকানে কর্মরত। ভট্টাচার্য পাড়ায় সে ভাড়া থাকে। কমলপুর রামঠাকুর আশ্রম থেকে গত শনিবার রাতে স্বর্ণের তুলসি এবং বেলপাতা চুরি হয়েছিল। পুলিশের কাছে মামলা দায়ের করার পরও তারা অভিযুক্তকে গ্রেফতার করতে পারেনি। এদিন ব্যবসায়ী এবং আশ্রম কমিটির কর্মকর্তাদের দৌড়ঝাঁপের কারণেই স্বর্ণালঙ্কার উদ্ধার হয়েছে। সাথে আটক করা হয়েছে এক অভিযুক্তকে। সবচেয়ে অবাক করার বিষয়, কমলপুর থানার পুলিশ এই ঘটনার পরও মুখ খুলতে নারাজ। স্থানীয়দের মতে যেহেতু, পুলিশ চোর ধরতে ব্যর্থ, তাই তারা মুখ খুলছেন না। এর আগেও স্থানীয় লোকজনের প্রচেষ্টাতেই আরেক চোর ধরা পড়েছিল। সাম্প্রতিক সময়ে কমলপুর মহকুমায় বেশ কয়েকটি দুঃসাহসিক চুরি হয়েছে। কিন্তু পুলিশ একটি ঘটনারও কূলকিনারা করতে পারেনি। পুলিশের এই দুর্বল মনোভাবের কারণেই চুরির ঘটনা বেড়ে চলছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

অগ্নিদগ্ধা বৃদ্ধা সংকটে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১০ জানুয়ারি।। নিজ বাড়িতে অগ্নিদগ্ধা হয়েছেন ৮০ বছরের কুলসুম নেসা। বর্তমানে জিবি হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছেন তিনি। সোমবার বিকেলে বিশালগড় থানাধীন করইমুড়া এলাকায় এই ঘটনা। কুলসুম নেসা শীত থেকে নিস্তার পেতে ঘরের চুল্লিতে আগুনের উত্তাপ নিচ্ছিলেন। তখনই হঠাৎ দুর্ঘটনাবশত তার কাপড়ে আগুন লেগে যায়। বৃদ্ধার চিৎকারে বাড়ির অন্যান্য সদস্যরা ছুটে আসেন। তারা শরীরে জল ছিটিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরাও খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তবে তাদের আসার আগেই বৃদ্ধাকে অন্য গাড়ি করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। চিকিৎসকরা জানান, তার শারীরিক অবস্থা খুবই

● এরপর দুইয়ের পাতায়

রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত থানা চত্বরে টিএসআর ক্যাম্প

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১০ জানুয়ারি।। রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে গেল টিএসআর জওয়ানদের অস্থায়ী ক্যাম্প। বাইখোড়া থানার পাশেই ওই টিএসআর ক্যাম্পটি অবস্থিত। যা এখন শুধুমাত্র ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। সোমবার রাতে হঠাৎ ওই ক্যাম্পে আগুন দেখা যায়। স্থানীয় লোকজনের পাশাপাশি পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানদের মধ্যে হইচই পড়ে যায়। সবাই মিলে আগুন নেভানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন। কিন্তু কোনোভাবেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি। খবর পেয়ে শান্তিরবাজার-সহ দুটি দমকল ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। তাদের প্রচেষ্টাতেই আগুন নেভানো সম্ভব হয়। তবে কোনো কিছুই রক্ষা করা যায়নি। কিভাবে ওই ক্যাম্পে আগুন লেগেছে তা সবার কাছেই রহস্য হয়ে আছে। জানা গেছে, অনেক আগে ওই জায়গায় টিএসআর নবম ব্যাটেলিয়নের সদর কার্যালয় ছিল। পরবর্তী সময় সদর কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়ে যায় সাঁচিরাম বাড়িতে। সদর কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়ে গেলেও কিছু সংখ্যক টিএসআর জওয়ানকে সেখানেই রেখে দেওয়া হয়। কারণ, বাইখোড়া থানার পুলিশের সাথে তারা এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে কাজ করেন। টিএসআর জওয়ানরা ওই ক্যাম্পেই বসবাস করেন। কিন্তু এদিনের অগ্নিকাণ্ডে তাদের মাথা গোঁজার

● এরপর দুইয়ের পাতায়

সুইপারের হাতে সদ্যোজাত দিয়ে পালালো মা-বাবা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১০ জানুয়ারি ।। রহস্যজনকভাবে নিজের কন্যা শিশুকে হাসপাতালেই সুইপারের হাতে দিয়ে পালালো মা-বাবা। অভিযোগ উঠেছে, টাকার বিনিময়ে সদ্যোজাতকে বিক্রি করা হয়েছে। পুলিশ সদ্যোজাত শিশুটিকে উদ্ধার করেছে। শিলচরের একটি হাসপাতালে শিশুটির চিকিৎসা চলছে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। সদ্যোজাতের মা-বাবা দু'জনেরই বাড়ি রাজ্যের ধর্মনগরে। এই ঘটনায় শিশুটিকে বিক্রি করার অভিযোগ জমা পড়েছে রাজ্য শিশু সুরক্ষা কমিশনে। সোমবার এনিয়ে আসামে রূপান্তর ফাউন্ডেশনের সভাপতি সুবীর রায় অভিযোগ করেছেন। জানা গেছে, ধর্মনগরের দেওয়ানপাড়ার বাসিন্দা সম্পি দেব এবং তার স্বামী দিগ্‌বিজয় দাস গত ৩১ ডিসেম্বর শিলচরের নারীশিখা হাসপাতালে গিয়েছিলেন। প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে সম্পি ভর্তি হয়েছিলেন ওই হাসপাতালে। সেখানেই গত ২ জানুয়ারি একটি কন্যাসন্তান জন্ম দেন সম্পি। ৭ জানুয়ারি হাসপাতাল থেকে সম্পিকে ছাড়া হয়। জানা গেছে, ওইদিনই হাসপাতালের এক সুইপারের কাছে তাদের কন্যা সন্তান দিয়ে ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয় সম্পি এবং দিগ্‌বিজয়। সুইপারকে হাসপাতালের বাইরে সদ্যোজাতকে নিয়ে যেতে দেখেই স্থানীয়রা আটক করে। সুইপারের দাবি, তার হাতে শিশুসন্তানটি দিয়ে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

রেলের চাকায় কাটা পড়ে মহিলার মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১০ জানুয়ারি।। রেলের চাকায় কাটা পড়ে মহিলার মর্মান্তিক মৃত্যু। মৃতার নাম আরতি দেব। ধর্মনগর থানাধীন কামেশ্বর রেল ক্রসিং এলাকায় এই ঘটনা। মৃতার বাড়ি দক্ষিণ হুরুয়ার ৬ নং ওয়ার্ডে। এদিন সকালে ঘটনার খবর পেয়ে দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এলাকা সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকাল ৯টা নাগাদ রেল লাইন পার হতে গিয়ে দুর্ঘটনার শিকার হন আরতি দেব। রেলের ধাক্কায় তিনি ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন। প্রত্যক্ষদর্শীরা ঘটনা দেখে ধর্মনগর দমকল অফিসে খবর দেন। তারা ঘটনাস্থলে আসলেও ততক্ষণে মহিলার মৃত্যু হয়। রেল পুলিশের কর্মীরাও ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। ঘটনাস্থল থেকে মহিলার বাড়ির দূরত্ব মাত্র দেড়শ মিটার হবে। আগরতলাগামী ট্রেনটি আসার সময়ই মহিলা রেল লাইন পার হচ্ছিলেন। কিন্তু রেল আসার আগে তিনি রেল লাইন অতিক্রম করতে পারেননি। স্থানীয়রা জানান, রেল ক্রসিং এলাকায় প্রায়শই এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটছে। বেশ কয়েকজনের মৃত্যুও হয়েছে। তাই স্থানীয়দের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

বিচার চেয়ে এফআইআর চার ট্রান্সজেন্ডারের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ জানুয়ারি ।। ট্রান্সজেন্ডারদের লাঞ্ছনা দেওয়ার অভিযোগে এফআইআর জমা পড়লো পশ্চিম থানায়। সোমবার ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটির একজন এই এফআইআর করেছেন। পুলিশ এফআইআরটি রিসিভ করেছে। পরীক্ষা করার পর এফআইআর নেওয়া হবে কিনা তা জানিয়েছে। এফআইআর-এ পাঁচটি ওয়েবসাইট এবং চ্যানেলের নাম দেওয়া হয়েছে। এগুলির বিরুদ্ধেও তাদের অসম্মান করার অভিযোগ আনা হয়েছে। অভিযুক্ত করা হয়েছে দুই চিত্র সাংবাদিক-সহ ঘটনার সময় উপস্থিত পুলিশ কর্মীদেরও। এর আগে আগরতলা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে ট্রান্সজেন্ডার কমিউনিটির সদস্যরা তাদের উপর ঘটে যাওয়া ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। তারা জানতে চাইছেন কি অপরাধে দুই সাংবাদিক-সহ পুলিশ এমন ব্যবহার করেছেন। তাদের পরোক্ষভাবে ধর্ষণ করা হয়েছে। যে চারজনকে পুলিশ হেনস্থা করেছে, থানায় নিয়ে মারধর করেছে তারা সবাই নিজেদের মেয়ে বলেই মনে করে। তাদের অন্তর্বাস পর্যন্ত খুলে নিয়েছে পুলিশ। রাতভর থানায় রেখে লাঞ্ছনা দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় এগিয়ে এসেছে মানবাধিকার সংস্থাগুলিও। এই সংস্থাগুলি আগরতলা প্রেস ক্লাব এবং চিত্র সাংবাদিকদের সংগঠনকে বিচার চেয়ে চিঠি দিয়েছে। যদিও এনিয়ে আগরতলা প্রেস ক্লাব এখনও কোনও বক্তব্য জানায়নি। এফআইআর-এ লাঞ্ছিত চারজনই স্বাক্ষর করেছেন। তাদের বক্তব্য, গত ৮ জানুয়ারি রাত ১০টা ৪০ মিনিট নাগাদ তারা সোনারতরী হোটেল থেকে বাড়ি ফেরার জন্য বের হচ্ছিলেন। মেলারমাঠ আসার পরই এক চিত্র সাংবাদিক পুলিশ কর্মীদের নিয়ে তাদের আটকায়। তারা ছেলে না মেয়ে তা পরীক্ষা করে দেখতে চায়। রাস্তায় তাদের লাঞ্ছনা দেওয়া হয়। চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। সোনারতরীতে ডিজি নাইটে তারা ওই চিত্র সাংবাদিককে দেখেছিলেন। সেখানে তাদের ওই চিত্র সাংবাদিক শরীরে ধরার চেষ্টা করেছিল। জোর করে তাদের চারজনকে পশ্চিম মহিলা থানায় নেওয়া হয়। সেখানে রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ পুরুষ পুলিশদের সামনেই জামাকাপড় খুলে নেওয়া

● এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রশাসনিক নির্দেশ লঙ্ঘনে সাহায্যকারী পুলিশ !

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১০ জানুয়ারি।। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান অর্থাৎ মুখ্যসচিব নির্দেশিকা জারি করেছেন আগামী ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যে নাইট কারফিউ কার্যকর থাকছে। প্রতিদিন রাত ৯টার পর থেকে নাইট কারফিউ কার্যকর হবে। সেই নির্দেশ কার্যকর হয়েছে সোমবার রাত থেকে। কিন্তু আশ্চর্যকর বিষয়, প্রশাসনিক সেই নির্দেশকে গুরুত্ব দিচ্ছে না খোদ পুলিশ কর্মীরা। তাই তো জুয়ার আসরে ভীড় জমলেও পুলিশ ছিল মুখ লুকিয়ে। সোমবার রাতে এই চিত্র ক্যামেরায় ধরা পড়ে কাঁকড়াবন থানাধীন মগপুস্করণী বাজারে অনুষ্ঠিত হরিনাম সংকীর্তনে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, কীর্তনের নামে সন্ধ্যা থেকে জুয়ার আসর শুরু হয়। আর সেই জুয়ার টানে বহু মানুষ সেখানে ছুটে আসেন। অধিকাংশরাই জুয়া খেলে একেবারে নিঃস্ব হয়ে বাড়ি ফেরেন। একে তো বেআইনিভাবে জুয়ার আসর চলেছে। তার উপর প্রশাসনিক নির্দেশ অমান্য করে ভীড়ও হয়েছে।

● এরপর দুইয়ের পাতায়

ভর্তি চলিতেছে

দক্ষতা উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীনে Tripura Mahila Welfare Society দ্বারা ধলাই BADP প্রকল্পে দুর্গা চৌমুহনী ও ছামনু ব্লক এ বাঁশবেত ও Two Shaft Handloom Weaver এর ট্রেনিং এর উপর ভর্তি চলিতেছে।

— ঃযোগাযোগ ঃ—
Mob - 9436461761

সোনার বাজার দর

১০ গ্রাম ঃ ৪৭,৩৫০
ভরি ঃ ৫৫,২৪১

VACANCY

A renowned gas company urgently require experienced marketing personal. Having Two Wheeler is essential. Apply immediately with confidence at **8837072132 / 8413965314**

স্থান পরিবর্তন

আশীর্বাদ মাইক্রো ফাইন্যান্স এর নরসিংগড় শাখা স্থান পরিবর্তন করেছে। বাড়ির মালিক এর নাম সুব্রত দত্ত, ঠিকানা- নারায়ণপুর, সুকান্ত কলোনি, অনঙ্গনগর, পশ্চিম ত্রিপুরা।
পিন নম্বর- ৭৯৯০০৯

Flat Booking

Ramnagar Road No. 4. Opposite Sporting Club. 2 BHK, 3 BHK Flat booking চলছে।
Mob - 8416082015

ভর্তি চলিতেছে

Skill Development এর অধীনে Tripura Mahila Welfare Society দ্বারা NFC (Migrant workers) র জন্য Security Guard ও Hand Embroidery Training এর উপর ভর্তি চলিতেছে।

— ঃযোগাযোগ ঃ—
Mob - 9436461761

ঘর ভাড়া

খুবই ভদ্র পরিবেশে 2BHK, 1st floor একটি Flat নেতাজী স্কুল সংলগ্ন ভাড়া দেওয়া হবে।

— ঃযোগাযোগ ঃ—
Mob - 9856240898

সমস্যার সমাধান

মুঠকরণী, বশীকরণ স্পেশালিস্ট

বাবা আমিল সুফি

প্রেমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গড়াধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিদ্যা কালাযাদু, মুঠকরণী, যাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।

CONTACT 9667700474

বিশেষ দ্রষ্টব্য

প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সেসবের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

চিকিৎসা সংবাদ

সুগার ও থাইরয়েড রোগীদের জন্য সুখবর
সুপার স্পেশালিস্ট ডাক্তার এখন আগরতলায়
স্বনামধন্য এন্ডোক্রোলোজিস্ট
ডা. পঙ্কজ পাটারি
MD (MEDICINE) DM (ENDOCRINOLOGY)
১৬ই জানুয়ারী, ২০২২ (রবিবার) রোগী দেখবেন।
সুগার (ডায়াবেটিস), থাইরয়েড বিশেষজ্ঞ।
যোগাযোগ ঃ সঞ্জীবনী ল্যাবরেটরি
হাঁপানিয়া, ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন, আগরতলা।
বুকিং নং- 7005368055 / 9366998328
N.B : প্রতি মাসে ডাক্তারবাবুকে আগরতলায় পাবেন।